মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। এই মাত্রা ২০ বৎসরের বেশী হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কিন্তু বয়স ২০ বৎসরের কম হইলে অহিফেন প্রয়োগ করিতে নাই।

বিসূচিকায় আর একটি মুষ্টিযোগ বিশেষ ফলপ্রদ। সেটি এই—

অহিফেন ½ রতি,
মরিচ চূর্ণ ½ রতি,
কর্পূর ১ রতি,

একত্র মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় প্রত্যেক দাস্তের পর সেবন করাইতে হয়। দাস্ত বন্ধ হইলে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে।

বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবা মাত্র অর্দ্ধ তোলা হরিদ্রার গুঁড়া শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে অনেক সময় উপকার দর্শিয়া থাকে। এই ঔষধ একবার সেবন করাইয়া যদি রোগীর বমন হইয়া উহা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে আর একবার সেবন করাইতে হয়। কিন্তু এবারও যদি উহা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সে রোগীর জীবনের আশা নাই মনে করিতে হইবে।

আপাঙ্গের মূল শীতল জলে বাটিয়া সেবন করাইলে বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় উপকার দর্শে। উচ্ছে বা করোলার পাতার কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলেও প্রথমাবস্থায় ফল পাওয়া যায়। বেলশুঁঠ ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা—ইহাদের কাথ অথবা বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও কটফল—ইহাদের কাথ বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় উপকারক।

বিসূচিকায় মূত্রনিঃসরণের জন্য পাথর কুচির পাতার রস ১ তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। গোক্ষুর বীজ, শসার বীজ, কাঁকুড় বীজ ও দুরালভা—ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ৵০ দুই আনা পরিমিত সোরা মিশাইয়া পান করাইবে। স্থলপদ্মের পাতার রস ১ তোলা চিনির সহিত মিশাইয়া পান করাইবার ব্যবস্থা করিবে। পাথর কুচির পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিবে। তৃণ পঞ্চমূল পাচন (এই পাচনটির দ্রব্য—কুশমূল, কেশেমূল, বেণার মূল, শরের মূল ও কৃষ্ণইক্ষুমূল) প্রস্তুত করিয়া ৵০ দুই আনা সোরার সহিত মিশাইয়াও সেবন করান যাইতে পারে।

বমন নিবারণের জন্য এক অঞ্জলি খই এবং ১ তোলা চিনি—দেড়পোয়া জলে ভিজাইয়া অল্পক্ষণ পরে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত বেণারমূল ১ তোলা, ছোট এলাইচ অর্দ্ধ তোলা এবং মৌরী অর্দ্ধ তোলা বাটিয়া এবং শ্বেত চন্দন ১ তোলা ঘসিয়া মিশ্রিত করিবে। এই জল অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় পান করাইলে বমন প্রশমিত হয়।

সর্ষপ বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও বমন নিবারিত হইতে পারে।

হাতে পায়ে খালিধরা নিবারণের জন্য সর্ষপ তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া অথবা তার্পিন তৈলের সহিত সুরা মিশ্রিত করিয়া কিংবা কেবলমাত্র শুঁঠ চূর্ণ অথবা কুড় ও সৈন্ধবলবণ,—কাঁজি ও তিল তৈলের সহিত বাটিয়া মালিশের ব্যবস্থা করিবে। এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও খালধরার উপশম না হইলে দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনা ছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা—এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাটিয়া মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

উদরের বেদনা নিবৃত্তির জন্য যবক্ষার ও যবচূর্ণ একত্র মিশাইয়া ও ঘোলের সহিত বাটিয়া গরম করিয়া অল্প গরম থাকিতে উদরে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিবে। গরম জলে ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া লইয়া স্বেদ দিলে অথবা কেবল গরম জলের স্বেদ দিলেও উদরের বেদনার উপশম হয়।

হিক্কা নিবারণের জন্য রাইসরিষা বাটিয়া ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিলে কিম্বা কদলীমূলের রসের নস্য প্রদান করিলে উপশম হয়।

বরফ এই পীড়ায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। পিপাসার সময় বরফের টুকরা প্রদান করিবে। উহার অভাবে কর্পূর মিশ্রিত জল ব্যবস্থেয়।

ঘর্ম্ম হইতেছে দেখিলে গাত্রে আবির মাথানর ব্যবস্থা করিবে এবং প্রবাল্ ভস্ম বয়সোচিত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে।

হাতের তলা ও পায়ের তলা শীতল হইলে অথবা সংজ্ঞানাশের ভাব বুঝিলে অগ্নি জ্বালাইয়া স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে।

এই রোগের চরম অবস্থায় সান্নিপাতিক বিকারের চিকিৎসা আবশ্যক। সান্নিপাতিক বিকারের যে সকল ঔষধ বলা হইয়াছে এবং মকরধ্বজ, মৃগনাভি ও কর্পূরের ব্যবস্থা যেরূপ ভাবে বলা হইয়াছে—এই রোগের চরম অবস্থায় সেই সকল ব্যবস্থা বিধেয়।

অলসক ও বিলম্বিকা।

অজীর্ণ হইতে অলসক ও বিলম্বিকা রোগও উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অলসক রোগে কষ্টদায়ক উদরাধ্মান, ভেদ ও বমন ব্যতীত বিসূচিকা রোগের অন্যান্য লক্ষণ এই রোগে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগে ভুক্তদ্রব্য অধঃ বা উর্দ্ধভাগে গমন করিতে না পারিয়া অপক্ক অবস্থাতেই আমাশয়ে অলস ভাবে অবস্থিত করে বলিয়া এই রোগের নামকরণ হইয়াছে—অলসক। এই রোগে রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে।

বিলম্বিকা রোগের পৃথক লক্ষণ কিছুই নাই, অলসক রোগ অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইলেই তাহাকেই বিলম্বিকা রোগে বলে।

চিকিৎসাবিধিও অলসক ও বিলম্বিকা উভয় রোগেই একই প্রকার। বমন করান উভয় রোগেই একান্ত দরকার। লবণ মিশ্রিত উষ্ণ জল পানে বমন হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে বমন না হইলে ডহরকরঞ্জার ফল, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেত তুলসী, ইন্দ্রযব, সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা। যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইবে।

এই রোগে উদরের বেদনা ও উদরাধ্মান নিবৃত্তির জন্য—

দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুলফা, হিং, সৈন্ধব লবণ একত্র কাঁজির সহিত বাটিয়া পেটে প্রলেপ দিবে।

কেবল মাত্র কাঁজি গরম করিয়া বোতলে পুরিয়া স্বেদ দিলেও বেদনার শান্তি হয়। অগ্নিমান্দ্য অধিকারে যে সকল ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ইহাতে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিসূচিকা অলসক ও বিলম্বিকা—সকল রোগের প্রথমে উপবাসই উপযুক্ত ব্যবস্থা। তাহার পর পীড়া আরোগ্য হইয়া অগ্নিবল উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ লঘু পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

অর্শ রোগাধিকার।

প্রবাহিণী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী নামে গুহ্যদ্বারে তিনটি বলি আছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় ত্বক, মাংস ও মেদোধাতুকে দূষিত করিয়া এই বলিত্রয়ে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ, রক্তজাত ও সহজাত নামে ছয় প্রকার অর্শরোগ উৎপন্ন করে। এই রোগের চিকিৎসা চারি প্রকার, ঔষধ প্রয়োগ, ক্ষারকর্ম্ম, অস্ত্র প্রয়োগ এবং অগ্নিকর্ম্ম।

কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণতা ও মলত্যাগ-কালে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ এবং মলত্যাগ সময়ে রক্তপাত এই রোগে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। অনেক সময় রক্তপাত এত বেশী পরিমাণে হয় যে, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়।

বাহ্যায়াস্ত বলৌ জাতান্যেক দোষোল্বণানিচ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানিচ॥

অর্শ রোগ যদি একটি উল্বণ দোষ কর্ত্তৃক হয় ও বাহ্যবলিতে (সম্বরণী নামা প্রথমা বলিতে) উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত বলি বহির্দ্দেশে প্রকাশিত হয়, এবং এক বৎসরের অনধিক কাল জাত হয়, তবে ইহা সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু—

দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসম্বৎসরাণি চ॥

বিসর্জ্জনী নামা দ্বিতীয়া বলিকে আশ্রয় করিয়া যে অর্শরোগ উৎপন্ন হয়, যে অর্শ রোগ উল্বণ বা দ্বিদোষ কর্ত্তৃক উত্থিত হয়, তাহা এবং যে অর্শ রোগ এক বৎসর অতিক্রম করিয়াছে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য।

সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরাং বলিম্।
জায়ন্তেঽর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি নির্দ্দিশেৎ॥

যে অর্শ রোগ সহজাত অথবা ত্রিদোষোদ্ভব কিম্বা অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ প্রবাহিণী বলিকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন—তাহা অসাধ্য।

অর্শ রোগের সাধারণ চিকিৎসা যে সকল অন্ন পানীয় ও ঔষধ বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক তাহাই অর্শ রোগী সেবন করিবে। তক্র এই পীড়ায় নিত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কারণ তক্র দ্বারা স্রোতঃ সকল বিশুদ্ধ হওয়ায় বায়ুর অনুলোম ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হইয়া থাকে। বিশে-ষতঃ বাতশ্লৈষ্মিক অর্শ নিবারণের পক্ষে তক্র মহৌষধ।

বিড়্ বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানী বিড় সংযুতম্।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহভেষজম্॥
তৎ প্রয়োজ্যং যথা দোষং সস্নেহং রুক্ষমেববা।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্র সমাহতাঃ॥

অর্শ রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে যমানী ও বিটলবণ সমভাগে বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্ম জন্য অর্শ রোগে তক্রের তুল্য মহৌষধ নাই। অর্শ রোগীর বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া মাখন প্রভৃতি স্নেহসহ অথবা রুক্ষভাবে অর্থাৎ মাখন উঠাইয়া সেবন করিতে দিবে, অর্থাৎ বায়ু জন্য অর্শরোগে মাখন না তুলিয়া এবং শ্লেষ্মা জন্য অর্শে মাখন উঠাইয়া ব্যবস্থেয়। যদি তক্র সেবনে অর্শরোগ একবার আরোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

বাতাতীসারবদ্ভিন্ন বর্চ্চাংস্যর্শাংস্যুপাচরেৎ।
উদাবর্ত্ত বিধানেন গাঢ় বিটকানি চাসকৃৎ॥

যদি অর্শ রোগীর তরল দাস্ত হয়, তাহা হইলে বাতাতীসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

এবং মল কঠিন হইলে উদাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

শাস্ত্রকারেরা ত হরীতকীর বহুল পরিমাণে প্রয়োগের ব্যবস্থা মলকাঠিন্যযুক্ত অর্শরোগে ব্যবস্থা দিয়াছেনই, তা' ছাড়া আমরাও বহু স্থলে উহার প্রয়োগে যথেষ্ট ফল পাইয়াছি। এমন কি, উহার ফলে আমাদের সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যদি অর্শ রোগীকে একমাত্র হরীতকীই নিত্য সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তদ্দারাও অর্শরোগ প্রশমিত হইতে পারে।

এই হরীতকীর মধ্যে অর্শরোগীর পক্ষে জাঙ্গীহরীতকীর ব্যবহারই আমরা অধিক পরিমাণে করিয়াছি। কাঠখোলায় জাঙ্গীহরীতকী ভাজিয়া লইয়া অথবা জাঙ্গীহরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ঐ চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় এবং চারি আনা চিনি ও এক ছটাক গরম জল একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেব্য।

কৃষ্ণ তিলও অর্শরোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতঃকালে ১ তোলা পরিমিত কৃষ্ণতিল শীতল জলের সহিত অথবা মিছরি ও মাখনের সহিত; দ্বিপ্রহরে ভাস্কর লবণ, অগ্নিমুখলবণ প্রভৃতি কোন একটি ঔষধ তক্রের সহিত এবং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে হরীতকীচূর্ণ, চিনি ও গরম জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিলে সকল প্রকার অর্শে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

চিতামূলের ছাল বাটিয়া একটি কলসীর মধ্যে প্রলেপ দিয়া শুষ্ক হইলে সেই কলসীতে দধি পাতিয়া ঐ দধি বা তাহার ঘোল প্রস্তুত করিয়া অর্শ রোগীকে প্রত্যহ পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে, ইহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে।

রাত্রে যে শয়নকালে হরীতকী চূর্ণের কথা বলিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে ঘৃতভর্জ্জিত হরীতকী চূর্ণ।০ আনা ও পিপুল চূর্ণ।০ আনা অথবা তেউড়ীমূল চূর্ণ দুই আনা ও দন্তীমূল চূর্ণ দুই আনা—ইক্ষু গুড় বা চিনিসহ সেবনেও অর্শ রোগীর উপকার হইয়া থাকে।

শূরণ বা ওল এই পীড়ার একটি মহৌষধ। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

মৃলিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
অদ্যাৎ সতৈল লবণং দুর্নাম বিনিবৃত্তয়ে॥

ওল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাকের ন্যায় অগ্নিতে পাক করিবে, তাহার পর উহাতে কিঞ্চিৎ তিল ও লবণ মিশাইয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য অর্শও নিবৃত্ত হয়।

"স্বল্প শূরণ মোদক" ও "বৃহচ্ছূরণ মোদক' নামক ঔষধ দুইটিও অর্শরোগে সিদ্ধ ফলপ্রদ। নিম্নে উহাদের উপাদানগুলি বলা যাইতেছে—

স্বল্প শূরণ মোদকঃ।

মরিচ মহৌষধ চিত্রকশূরণ ভাগা যথোত্তরং দ্বিগুণাঃ।
সর্ব্ব সমো গুড়ভাগঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ প্রসিদ্ধ ফলঃ।

মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল চূর্ণ ৮ ভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান পরিমাণ গুড় লইয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

ইহার উপাদানগুলির মধ্যে
মরিচ—দীপন
শুঁঠ—আগ্নেয়

চিতা—দীপন।

ওলচূর্ণ—

শূরণো দীপণো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃ কৃন্তনো লঘুঃ॥
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহগুল্ম বিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
দদ্রুণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠিনাং ন হিতোহি সঃ।
সন্ধান যোগং সম্প্রাপ্তঃ শূরাণো গুণবত্তরঃ॥

শূরণ অগ্নিদীপ্তিকারক, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডুকারক, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রোচক, কফার্শোনাশক, লঘু, অর্শো রোগীর অতি সুপথ্য এবং প্লীহা ও গুল্মনাশক। সমুদয় কন্দশাকের মধ্যে শূরণ শ্রেষ্ঠ, সন্ধিত শূরণ অধিক গুণকর। দদ্রু, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠরোগ সত্ত্বে শূরণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

গুড়—

গুড়ো বৃষ্যো গুরু স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ।
নাতিপিত্ত হরো মেদঃ কফ ক্রিমি বলপ্রদঃ॥

গুড় বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, মূত্র বিশুদ্ধিকারক, মেদোবর্দ্ধক শ্লেষ্মাকারক, ক্রিমিজনক ও বলকর। ইহা বিশেষ পিত্তঘ্ন নহে।

বৃহচ্ছুরণ মোদকং।

শূরণ ষোড়শ ভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্তাহঃ।
অর্দ্ধেন ভাগযুক্তি মরিচস্ত চ ততোঽপি চার্দ্ধেন।
ত্রিফলা কণা সমূলা তালীশারুস্কর ক্রিমিঘ্নানাম্।
ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলীচ॥
ভাগঃ শূরণ তুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি।
ভৃঙ্গৈলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য॥
দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যো হয়ং মোদকঃ
প্রকামধনৈঃ।

ওল ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা শুঁঠ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, ভেলা ও বিড়ঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা ও এলাইচ ২ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণের সহিত দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা, প্রাতঃকালে সেব্য।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—

ওল—অর্শোঘ্ন। চিতামূল—আগ্নেয়। শুঁঠ—দীপন। মরিচ—আগ্নেয়। হরীতকী—পাচক। আমলকী—পাচক। বহেড়া—দীপন। পিপুল—দীপন। পিপুলমূল—দীপন। তালীশপত্র—আগ্নেয়।

ভেলা—

ভল্লাতক ফলঃ পক্কং স্বাদুপাকরসং লঘু।
কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদিভেদনম্॥
মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাত ব্রণোদরম্।
কুষ্ঠার্শো গ্রহণী গুল্ম শোফানাহজ্বর ক্রিমীন্॥

পক্ক ভল্লাতক ফল পাকে স্বাদু, কষায়, পাচক, স্নিগ্ধ, ভেদক, ও তীক্ষ্ণোষ্ণ, ছেদন, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক ও অগ্নিকারক।

বিড়ঙ্গ—দীপন।

তালমূলী—

† মুষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ।
তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজাস্ত্র নিলত্তথা॥

ইহা মধুর, বলকারক, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকর,

---

† তালমূলী ২ প্রকার, শ্বেতমুষলী ও কৃষ্ণ মুষলী কৃষ্ণমুষলী অর্থাৎ কৃষ্ণ তালমূলীই ঔষধে প্রশস্ত বলিয়া তাহারই গুণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্বেতমুষলী—স্বল্পগুণোপেত।

গুরু, তিক্ত, রসায়ন, বায়ুনাশক ও অর্শ প্রশমক।

বিদ্ধড়ক বীজ—

বৃদ্ধদারঃ শোথ বাতামবাতজিৎ।
কাস শ্বাস জ্বরহরো বল্যঃ পিচ্ছিল এবচ॥

ইহা রসায়ন, বায়ুনাশক, বলকর ও পিচ্ছিল। শোথ, আমবাত, কাস, শ্বাস ও জ্বর রোগে প্রযুজ্য।

দারুচিনি—

উক্তা দারসিতা স্বাদ্বী তিক্তাচানিল পিত্তহৃৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বর্ণ্যা মুখ শোষ তৃষাপহা॥

দারুচিনি স্বাদু, তিক্ত, সুগন্ধি, শুক্রজনক ও শরীরের উৎকৃষ্ট বর্ণ সাধক। ইহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, মুখশোষ ও তৃষ্ণা দূর হয়।

এলাইচ—আগ্নেয়। গুড়—বাতঘ্ন।

"প্রাণদাগুড়িকা" নামক ঔষধটি সকল প্রকার অর্শেই বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধের উপাদান—

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যায়াঃ পলমেবচ॥
তালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ।
দ্বে পলে পিপ্পলী মূলার্দ্ধ কর্ষঞ্চ পত্রকাৎ॥
সূক্ষ্মৈলাকর্ষমেকন্তু কর্ষঞ্চ ত্বগ্ মৃণালয়োঃ।
গুড়াৎ পলানিতু ত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্রকারয়েৎ॥

শুঁঠ ২৪ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিঁপুল ১৬ তোলা, চই ৮ তোলা, তালীশপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিঁপুলমূল ১৬ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, বেণারমূল ১ তোলা ও পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা। এই সমুদয় একত্র বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ।০ আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা, মাত্রায় আহারের পর সেব্য। অনুপান উষ্ণ জল।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, পিত্তজ অর্শরোগে দাস্ত বন্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে এই ঔষধে হরীতকী দিবে। আমরা শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরীতকী দিয়াই এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সকল প্রকার অর্শে প্রয়োগ করিয়া থাকে। এবং তাহাতে বিশেষ ফলও হইয়া থাকি।

অর্শরোগে অঙ্কুর নষ্ট করিবার জন্য—

লেপঃ রজনী চূর্ণেন সুধা দুগ্ধ যুতেন চ।
অর্শোরোগ নিবৃত্ত্যর্থং কারয়েত্ চিকিৎসকঃ॥

হরিদ্রা চূর্ণ ও মনসাবীজের ক্ষীর একত্র মিশাইয়া লেপন করিলে অঙ্কুর নষ্ট হয়।

অথবা—

পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষস্য ফলং তথা।
সুধা দুগ্ধার্কদুগ্ধং বা লেপাৎহরং গুদজান্ হরেৎ॥

পিঁপুল, সৈন্ধব, কুড় এবং শিরীষ ফল—এই সমস্ত দ্রব্য মনসাসীজের ও আকন্দেরক্ষীর দ্বারা লেপনে গুদাঙ্কুর নষ্ট হয়।

অথবা—

হরিদ্রা জালিনী চূর্ণং কটুতৈল সমন্বিতম্।
এষ লেপোবরঃ প্রোক্তা অর্শ সামস্ত কারকঃ॥

হরিদ্রা এবং ঘোষালতা চূর্ণ—সর্ষপ তৈল দ্বারা লেপন করিলে গুদাঙ্কুর নষ্ট হয়।

কিন্তু—

শস্ত্রৈর্ব্বাথ জলৌকাভিঃ প্রচ্ছন্নং কঠিনার্শসঃ।
শোণিতং সঞ্চিতং দৃষ্ট্বা হরেৎ প্রাজ্ঞঃ পুনঃ পুনঃ॥

যদ্যপি গুদাঙ্কুর কঠিন অথচ রক্তসঞ্চিত বোধ হয়, তাহা হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক অস্ত্র দ্বারা কিম্বা জলৌকাবচরণ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবেন।

মাংসাঙ্কুর নিবারণের আরও কতকগুলি সহজ উপায় আছে, সেগুলির কথা বলা যাইতেছে।

কার্পাসসূত্রে হরিদ্রা চূর্ণ সংযুক্ত সীজের আঠা বারম্বার মাখাইয়া, সেই সূতায় মাংসাঙ্কুর বাঁধিয়া রাখিবে।

ওল, হরিদ্রা, চিতামূল ও সোহাগার খই ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড় অথবা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

বীজসমেত তিতলাউ কাঁজিতে পেষণ করিয়া গুড় মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

"বৃহৎকাসীসাদ্য তৈল"—বলি নিবৃত্তির পক্ষেও চমৎকার ঔষধ। ইহা প্রস্তুতের নিয়ম—

তিলতৈল ৴৪ সের।

কল্কার্থ হীরাকস, সৈন্ধব, পিঁপুল, শুঁঠ কুড়, লাঙ্গলী, পাষাণভেদী, করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতা, হরিতাল, মনঃশিলা, সোণামুখী, মনসাসীজের ক্ষীর এবং আকন্দের ক্ষীর। গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে বলি সমূলে পতিত হয় এবং এই তৈল দ্বারা ক্ষারকর্ম্ম সাধিত হয়। অথচ বলিকে দূষিত করে না।

"সমশর্করচূর্ণ" নামক আর একটি ঔষধেও বলি পতিত হইয়া থাকে। তাহার উপাদান—

শুণ্ঠীকণা মরিচ নাগদলত্বগেলং চূর্ণীকৃতং
ক্রম বিবর্দ্ধিত মূর্দ্ধ মন্ত্যাৎ।
খাদেদিদং সমসিতং গুদজাগ্নিমান্দ্য
গুল্মারুচি শ্বাস কণ্ঠ হৃদাময়েষু।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি ও এলাইচ। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া অন্ত দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উপরিতন দ্রব্য ক্রমান্বয়ে একভাগ, দুইভাগ ইত্যাদি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া লইবে অর্থাৎ এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ ইত্যাদি। তাহার পর সমস্ত ঔষধ যত পরিমাণ হইবে তত পরিমাণ চিনি মিশাইয়া।০ আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

রক্তার্শ চিকিৎসা।

রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবত্তিষক্।
দুষ্টাস্রে নিগৃহীতেনহ্য শূলানাহাসৃগামযাঃ।

রক্তার্শ রোগে—প্রথমেই রক্ত নিবারণের চেষ্টা করিবে না, কারণ দূষিত রক্ত স্তম্ভিত হইলে শূল, আনাহ এবং বিসর্পাদি রক্তজদোষ উপস্থিত হয়।

পদ্ম কেশর, মধু, অভিনব নবনীত, চিনি এবং নাগকেশর সমভাগে লইয়া বয়সোচিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তার্শ নিবৃত্তি হয়।

চন্দন কিরাত তিক্তক ধব যবাসাঃ সনাগরাঃ কথিতাঃ।
রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীর নিম্বাশ্চ।

রক্ত চন্দন, চিরাতা, দুরালভা, নাগর গতা দারুহরিদ্রা, দারুচিনি বেণারমূল ও নিম্ব ইহাদের কাথ পানে রক্তার্শ প্রশমিত হয়।

নবনীত তিলাভ্যাসাৎ কেশর নবনীত শর্করাভ্যাসাৎ।
দধিসর মথিতাভ্যাসাদ্ গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ।

মাখন ও তিল, মাখন, নাগকেশর ও চিনি এবং দধির সর ও মথিত—এই তিনটি যোগ দ্বারা রক্তবহা গুদাঙ্কুর প্রশমিত হয়।

সমাঙ্গাদি চূর্ণম্।

সমঙ্গোৎপল মোচাক তিরীট তিল চন্দনৈঃ।
সিদ্ধংছাগী পয়ো দদ্যাদ্ গুদজে শোণিতাত্মকে।

বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, লোধ্

তিল এবং রক্ত চন্দন। এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্ষীরপাকের বিধানুসারে ছাগদুগ্ধ, পাক করিয়া রক্তার্শ রোগীকে খাইতে দিলে উপকার হয়।

শক্রকাথঃ সবিশ্বো বা কিম্বা বিশ্বশলাটবঃ।
ঘোষ্যা রক্তার্শ দৈন্তবৎ জ্যোৎস্নিকামূল লেপনম্॥

কুড়চিরছাল ২ তোলা, জল ২ তোলা, শেষ ৪ তোলা। এই জলে শুঁঠের গুঁড়া এক আনা মিশ্রিত করিয়া রক্তার্শঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে কিম্বা বেলশুঁঠের জলে ঐরূপ শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ঘোষালতার মূল বাটিয়া অর্শমুখে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

কোমলং নলিনী পত্রং পিষ্ট্বাখাদেৎ সশর্করম্।
প্রাতরাজং পয়ঃ পীত্বা রক্তস্রাবাধি মুচ্যতে॥

প্রভাতে কচিপদ্মপত্র, কৃষ্ণ তিল বাটিয়া চিনি ও ছাগদুধের সহিত সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

"কুটজলেহঃ"—রক্তার্শ নিবৃত্তির মহৌষধ। ইহার উপাদান—

কুটজত্বক পল শতং জল দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টাস্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
বস্ত্রপূতং পুনঃ কাথং পচেল্লেহত্বমাগতম্।
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটু ত্রিফলাস্তথা॥
রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানিচ।
বচামতিবিষা বিল্বং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চচূর্ণ কৃত্বা বিনিঃক্ষিপে ৎ।
মধুনঃ কুড়বং দদ্যাদ্ ঘৃতঞ্চ কুড়বং তথা॥
এষ লেহঃ শময়তি অর্শো রক্ত সমুদ্ভবম্।

কুড়চির মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ৩৮০ সের এবং ঘৃত এক সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইলে ভেলা, বিড়ঙ্গ ত্রিকুট, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ, বেলশুঁঠ—এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া, তাহার পর শীতল হইলে মধু ৬৪ তোলা মিশাইবে। মাত্রা, ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—

কুড়চিমূলের ছাল্—রক্তরোধক। পুরাতন গুড়—বাতঘ্ন। ভেলা—অর্শোঘ্না বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। শুঁঠ—গ্রাহী। পিপুল—ত্রিদোষনাশক। মরিচ—গ্রাহী। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলকী—ত্রিদোষনাশক। বহেড়া—কফবাতঘ্ন। রসাঞ্জন—রক্তরোধক। চিতামূল—দীপন। ইন্দ্রযব—গ্রাহী। বচ—আগ্নেয়। আতইচ—দীপন। বেলশুঁঠ—গ্রাহী। মধু—ত্রিদোষ নাশক।

বেগাবরোধং স্ত্রী পৃষ্ঠযানান্যুৎ কটকা সনম্।
যথার্শঃ দোষলকান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।

মলমূত্রাদির বেগ ধারণ স্ত্রী সংসর্গ, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ, কষ্টজনক উপবেশন এবং যাহাতে অর্শরোগের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এরূপ আহারীয় দ্রব্য অর্শোরোগী পরিত্যাগ করিবে।

(ক্রমশঃ)

"চা"।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম্, বি]

—:*:—

আজ কাল কি সহরে কি পল্লীতে শত করা ৯৫ জন লোকে চা পান করিয়া থাকেন। কলিকাতার অলিতে গলিতে আজ কাল "চা" এর দোকানের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতেছে —চা পানকারীর সংখ্যাও তত অধিক বৃদ্ধি হইতেছে। কোন কোন দোকানে প্রাতে ও বৈকালে চা পানকারীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় যে, দোকানদার ৬।৭ জন লোক রাখিয়াও চা পায়ী দিগকে চা পরিবেশন করিতে পারিয়া উঠেন না। কলিকাতার ন্যায় আজ কাল মকস্বলের প্রায় অধিকাংশ সহরেও "চা" এর দোকান স্থাপিত হইয়াছে। মকস্বলে কলিকাতার ন্যায় চা পান কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলেও কম নহে। "চা এর" সিতাস্ত দোকান করিয়া আমি অনেককে কলিকাতার সহরে ২।৫ খানি বাড়ী করিতে দেখিয়াছি।

সে যাহা হউক এহেন চা সম্বন্ধে আমি দু' চারিটী কথা এখানে বলিব।

চায়ের পরিচয়।

চাবৃক্ষ সচরাচর চার পাঁচ ফিট হইয়া থাকে। ইহা ঘন পত্রাবলী বিশিষ্ট অনেকটা তৈজপত্রের মত দেখিতে। চাবৃক্ষে সুগন্ধ বিশিষ্ট সাদা সাদা পুষ্প হইয়া থাকে।

'চা'র সংস্কৃত নাম—শ্লেষ্মারি, গিরিভিৎ, শ্যামিপর্ণী ও অতন্দ্রী।

"অরেঞ্জপিকো, অরেঞ্জসুচং প্রভৃতি চাএর অনেক প্রকার শ্রেণী আছে। সচরাচর বাজারে দুইরকম চা দেখিতে পাওয়া যায় যথা—১ সবুজ (Green) ২ কাল (Biack)

আজকাল কাল চা (Black tea) ই বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। সবুজ চা (Green tea) বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমে চায়ের পাতাগুলি সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিয়া পরে মৃদু কয়লার আগুণের উত্তাপে ঝলসিয়া লইলে কাল চা প্রস্তুত হয় ও তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চায়ের প্রচলন

শুনিতে পাই এদেশে চাএর প্রচলন বেশী করিবার জন্য চাকর সাহেবরা প্রথমে চা, চিনি ও দুগ্ধ প্রভৃতি বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন ও চায়ের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন। চাকর সাহেবেরা দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন যে, চা পান করিলে পরিশ্রমের লাঘব হইয়া থাকে—জ্বর জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে, লোকের মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হইয়া থাকে ইত্যাদি।

তাঁহাদিগের পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী শীঘ্রই চা পান করিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে চা আমাদের নিত্য পানীয়ের মধ্যেও গণ্য হইল।

"চা"এর উৎপত্তিস্থান

আসাম ও চীন দেশে ইহার জন্মভূমি। কাহার কাহার মতে চীন দেশেই ইহার আদি

জন্মস্থান। চীনের প্রাচীন ইতিহাসকারগণ খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে "চা"এর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তবে চীনবাসীরা এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, বোধিধর্ম্ম নামক জনৈক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারত হইতে চীনদেশে প্রথমে 'চা' লইয়া গিয়াছিলেন। চীন হইতে জাপানে তৎপরে ভারতের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে ও ওলন্দাজ নাবিকগণ কর্ত্তৃক হলণ্ডে এই চা নীত হইয়াছিল।

"চা"এর উপাদান।

অনেকেই চা পান করিয়া থাকেন কিন্তু চাএর উপাদান কি তাহা অনেকেই জানেন না। সে কারণ নিম্নে চা এর উপাদান লিখিত হইতেছে।

রাসায়নিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষার দ্বারা "চা এর উপাদানের মধ্যে আলবুমেন, ট্যানিন্ ধাতব লবণ ও তৈলাক্ত পদার্থ প্রভৃতি পদার্থের অংশ দেখিতে পাইয়াছেন।

কোঁয়েনিজ্ (coenig) পরীক্ষা দ্বারা চাএর মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি দেখিতে পাওয়া যায়!

দ্রব্য		শতকরা ভাগ
জল	...	১১'০৯
থিন	...	১'৩৫
এসেনসিয়াল অয়েল	...	'৬০
ট্যানিন্	...	১২'৩৬
নাইট্রোজেনাস পদার্থ	...	২১'২২
চর্ব্বিময় পদার্থের বর্ণের উপাদান, ডেক্সট্রিন ইত্যাদি		১০'৭৫
অন্যান্য নাইট্রোজেনাস পদার্থ		১৬'৭৫
সূক্ষ্ম কাষ্টতন্তু	...	২০'৩০
পাংশুময় পদার্থাংশ	...	৫'১০

"চা"এর প্রস্তুত প্রণালী।

উষ্ণজলে পাঁচ মিনিটকাল চা'কে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তৎপরে উহাকে ছাক্‌নি দিয়া ছেঁকিয়া চিনি ও দুগ্ধ সহযোগে পান করিতে হয়।

"চা"এর উপকারিতা।

'চা' ইংরাজদিগের ব্যবহার্য্য জিনিষ। "চা" বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য ও সহনীয় পানীয়ের মধ্যে গণ্য না হইলেও শীতের প্রাবল্যে, বর্ষার সময়ে ও অত্যন্ত পরিশ্রমের পর চা পান করিলে বেশ একটু স্ফূর্ত্তি ও স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হইয়া থাকে! পাশ্চাত্য দেশীয়দিগের মতে "স্নায়বিক রোগে চা পান করিলে অল্পকাল স্থায়ী উত্তেজনা আসিয়া মনকে প্রফুল্লিত করে। "চা" পানে মূত্র নিঃসরণ, হৃৎপিণ্ডের কার্য্যবৃদ্ধি, মস্তিস্কের উত্তেজনা শ্রান্তিনাশ শারীরিক অবসন্নতা নষ্ট হইয়া থাকে ও একটু প্রফুল্লতা আসিয়া থাকে। "চা" উত্তেজক পদার্থ, এজন্য পরিশ্রমী বক্তির ক্লান্তি দূর করিতে চা উপাদেয় পানীয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে মিছরির সরবৎ বা বেলের পানাতে সে সময় তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, সেখানে এক কাপ 'চা' পানে সে তৃষ্ণা সহজেই নিবারিত হইয়া থাকে।

"চা"এর অপকারিতা।

অতি মাত্রায় চা পান স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি দুষনীয় ও অনিষ্টকর। আজকাল 'চা'কে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া অনেকে লইয়াছেন। কিন্তু ইহা যে খাদ্য দ্রব্য নহে,

সে কথা জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরাজ ডাক্তার লিখিয়াছেন, যথা "The dexeessive drinking of tea is bad, especially when fasting. Tea is not a food and should not be taken as such. It used with moder ation, if indndonbed serresa nsefnl purpose amcong our daily wonts. It is essatially a sti in lants of the brain and nervous systen, prodacing no sabsegnent depression; bat st taken in exeess indnces indigestion, loss of appetite, and consfipation in some persons. These bod effcts one prodnced even when srmall auantities one consuned."

কেবলমাত্র পরিমিতি ভাবে ঋতু বিশেষে ইহা পান করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। অপরিমিত চা পান করিলে—অজীর্ণ, ক্ষুধা-মান্দ্য, কোষ্টবদ্ধতা হইয়া থাকে। অতিরিক্ত পরিমাণে কিছুদিন চা পানে অক্ষুধা, অনিদ্রা উদরাধ্মান, হৃৎকম্প ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি ব্যাধি সকল জন্মিয়া থাকে। "চা"এর মধ্যে "নার্কটিক" নামক একপ্রকার মাদক বিষ আছে। নার্কটিক কয়েক গ্রেণ সেবনে কুক্কুর প্রভৃতি জন্তু সকল অল্প সময়ের মধ্যে মরিয়া থাকে। এখন আমার বক্তব্য এই যে, যে বিষে কুক্কুর প্রভৃতি জন্তু সকলের মৃত্যু হইয়া থাকে সেই বিষ সেবনে আমাদের দিন দিন শরীর নষ্ট করা আদৌ উচিত নহে। ১২।১৪গ্রেণ নার্কটিক একজন সুবল লোকের উপরে ভয়ানক বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতেও সমর্থ হয়। বালকদিগকে এজন্য মোটেই "চা" পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ নার্কটিক বিষের দ্বারা বালকগণ শীঘ্রই অচৈতন্য হইতে পারে।

দোকানের চা পান করা আরও অন্যায়। দোকানদার গণ একটী পাত্রে এক পাত্র জল পূর্ণ করিয়া রাখিয়া থাকে। যে যখন চা পান করিয়া যায়, সেই কাপ ও ডিস সেই জল পূর্ণ পাত্রে ডুবাইয়া লইয়া অপর লোককে সেই পাত্রে চা দিয়া থাকে। তাহার ফলে কোন ক্ষয় কাস প্রভৃতি রোগীর পাত্রে চা পান করায় সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেও সেই সকল রোগ জন্মিতে পারে। বারজাতের এঁটো পাত্রে চা পান করিয়া জাত ধর্ম্ম তো নষ্ট হইয়া থাকেই, অধিকন্তু এইরূপ ভাবে চা পানের ফলে স্বাস্থ্য হানিও করা হয়।

আর এক কথা, অনেকে প্রাতে খালি পেটে চা পান করিয়া থাকেন, কিন্তু খালি পেটে চা পান করা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। যাঁহাদের নিকট আমরা চা পান করিতে শিখিয়াছি তাঁহারা—অর্থাৎ সাহেবেরা কখন খালিপেটে চা পা করে না। আমরা অনুকরণ প্রিয়, কিন্তু অনুকরণের ভাল দিকটা পরিত্যাগ করিয়া মন্দদিকটাই অবলম্বন করিয়া থাকি। ইহার শত শত উদাহরণ আছে। সে যা হউক যাঁহারা চা পান পরিত্যাগ করিতে অপারগ, তাঁহাদিগকে আমি বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা 'চা' পানের পূর্ব্বে কিছু আহার করিয়া তবে যেন চা পান করেন, নতুবা ইহা শরীরে যে বিষক্রিয়া উৎপন্ন করিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

দর্পহারী ।

[শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক]

(১)

অহঙ্কারের দশটা বদন দশটা দিকই রাখতো ঘিরে,
অভিমানের দুর্য্যোধন ও সূচ্যগ্র ঠাঁই ছাড়তো কি রে ?
গর্ব্বিত শির বিন্ধ্যগিরি ফেলতো ঢেকে সূর্য্যশশী,
করতো শাসন এই ত্রিভুবন দানব দলের উগ্র অসি।
রইত সাধু সঙ্কুচিত, সইত নিতুই সে অপমান,
কেবল যদি দয়াল হ'তে দর্পহারী হে ভগবান।

(২)

মরতো পুড়ে পাণ্ডবেরা, অশোক বনেই কাঁদত সীতা,
নৃসিংহদেব জাগতো না যে, প্রহ্লাদেরি জ্বলতো চিতা,
চলতো মানব দম্ভভরে, নিজের পায়ে নিজের বলে,
ধর্ম্ম হতো ধর্ষিত যে নিত্য কঠিন পৃথ্বীতলে।
দুর্ব্বলে সব দলতো পদে, কে দিত হায় তার প্রতিদান ?
কেবল যদি দয়াল হ'তে দর্পহারী হে ভগবান।

(৩)

ত্যাজ্য করে চক্র গদা, শঙ্খ এবং পদ্ম লয়ে,
কেবল তুমি থাকতে যদি দয়ার দয়াসিন্ধু হ'য়ে,
বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন যদি না থাকতো পাদপদ্মে তব
গয়াসুরের উচ্চ সে শির তুচ্ছ হ'ত আর কি কব ?
অমর হ'ত সেই শিশুপাল, করতো কে কা'র দণ্ড বিধান,
কেবল যদি দয়াল হ'তে দর্পহারী হে ভগবান।

(৪)

দারুণ লোহার বন্দীশালায় রাখতো বেঁধে দৈবকীরে
কুব্জা গাঁথি কুসুম মালা ভাস্‌তো চির নয়ন নীরে।
ব্যাকুল স্বরে বৃথায় তোমার ডাকতো আহা যাজ্ঞসেনা
লজ্জা তাহার কে নিবারে, সংহারে কে তাহার বেণী ?
পুণ্য পথে ফিরতো কাঁদি করতো কেবা অভয় প্রদান,
কেবল যদি দয়াল হ'তে দর্পহার হে ভগবান।

পরমায়ুপ্রসঙ্গ
বা
মানুষ মরে কেন?

[কবিরাজ শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—:*:—

আর যদি কোন ব্যক্তির জন্মপত্রিকায় আয়ু স্থানে মধ্যবল গ্রহ থাকেন, এবং সেই ব্যক্তি যদি ঐহিক কর্ম্ম সকল মাঝামাঝি সমাধা করে, তাহা হইলে, তাহার মধ্যম দৈব ও মধ্যম পুরুষকারের একত্র সমাবেশ হইল, সুতরাং সেই ব্যক্তি মধ্যায়ু লাভ করিবে, অর্থাৎ পঞ্চাশ ষাট বা সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে। পুনশ্চ যদি কোন ব্যক্তির আয়ু স্থানে প্রবল পাপ গ্রহ থাকেন, এবং তাঁহার উপর কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, আর সেই ব্যক্তি যদি বেলা নয়টা পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী, দিবানিদ্রা-শীল, খাদ্যাখাদ্য বা গম্যাগম্যবিচারে বিমুখ, সৎকর্ম্মবিরত বা যথেচ্ছাচারী হয়; তাহা হইলেই, তাহার হীন দৈব ও হীন পুরুষকারের একত্র মিলন হওয়ায় সেই ব্যক্তি অল্পায়ু হইবে, অর্থাৎ দশ, বিশ, বা পঁচিশ বৎসরেই কাল গত হইবে।

পাঠকগণ! ইহাতেই দীর্ঘায়ু বা হ্রস্বায়ু হইবার কারণ বুঝিয়া লউন।

বিরুদ্ধ ভাবের মীমাংসা।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা পাঠকগণ প্রশস্তায়ু বা নিন্দিতায়ুর সম্বন্ধে একটি দৃঢ় তথ্য অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। অতঃপর এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, যাহার উত্তম দৈব, কিন্তু হীনপুরুষকার, অথবা যাহার উত্তম পুরুষকার, কিন্তু হীন দৈব, এবম্ভুত বিরোধস্থলে কিরূপ মীমাংসা হইবে? অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কোষ্ঠীর মধ্যে যদি দীর্ঘায়ুর লক্ষণ থাকে, এবং সেই ব্যক্তি যদি ইহজীবনে কদাচারী, কুকর্ম্মশীল ও দেববিদ্বেষী হয়; কিংবা যদি কোন ব্যক্তির কোষ্ঠীতে অল্পায়ুর লক্ষণ থাকে, আর যদি সে ইহজীবনে সদাচার পরায়ণ, সৎকর্ম্মনিষ্ঠ, আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন, হিত-মিত ভোজী ও গুরুজনাকুল হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ বিরোধ স্থলে কি প্রকার ফল হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ভাবের মীমাংসার জন্য মহানুভাব চরকাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

> দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে।
> দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টে নোপহন্যতে।

ইহার অর্থ এই—দৈব যদি দুর্ব্বল হয়, এবং পুরুষকার যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে, দৈব নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যুতঃ দৈব যদি প্রবল হয়, এবং পুরুষকার যদি দুর্ব্বল হয়; তাহা হইলে পুরুষকার বিনষ্ট হইয়া যাইবে, অর্থাৎ

চেষ্টা প্রবল হইবে, তদনুসারেই ফল সংঘটন হইয়া থাকে।

তন্নিমিত্ত ইঁহা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় যে, পূর্ব্ব প্রবল দৈববলে, ইহজীবনে ঘোরতর মহাপাতকীও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। আবার দৈব দুর্ব্বল হইলেও ইহজীবনে সদাচারী ধর্ম্মশীল ব্যক্তির যে সুদীর্ঘ জীবন লাভ অবশ্যম্ভাবী, তদ্বিষয়ে আর কোন আপত্তিই থাকিবে পারে না। তবেই এক্ষণে উত্তমরূপে বুঝা যাইতেছে যে, কাহারও পূর্ব্ব দৈব মন্দ হইলেও তিনি ধরাধামে সচ্চরিত্র, সংকৃতিনিষ্ঠ, সদাচারী ও সাবধান হইলেই যে ইহজন্মে প্রশস্ত পরমায়ু লাভ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয়ই নাই, এই কারণে শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বতোভাবে সৎপথাবলম্বী হইতেই ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পাঠকগণ, অধুনা আপনাদের সমীপে আমার বক্তব্য এই যে আপনাদের পূর্ব্ব দৈব কিরূপ, তাহা ত আপনারা অবগত নহেন। আপনাদিগের ঐহিক পুরুষকার যাহাতে ঘৃণিত না হয়,সেই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তদ্দ্বারা অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হইবে।

ঐহিক সদাচারের ফল।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটি সত্য ঘটনায় উল্লেখ করা যাইতেছে। ইংলণ্ডে কোন প্রসিদ্ধ করকোষ্ঠীবিৎ পণ্ডিত (halmist) এক ব্যক্তির হস্তের আয়ুরেখা ছিন্ন দেখিয়া, তাহার ২২।২৩ বৎসর বয়সে জীবন ক্ষয়ের কথা বলেন। তচ্ছ্রবণে সেই ব্যক্তি নিরতিশয় শঙ্কাশঙ্কুবিদ্ধ ও চিন্তাবিষে নিতান্ত বিকল হইয়া দৈবজ্ঞকে কোন প্রতিবিধানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে, সর্ব্বতোভাবে অসৎক্রিয়াবিরত হইতে, নিরন্তর সুপথ্যাদি সেবন করিতে, যথাসময়ে ধর্ম্মমন্দিরে যাইতে এবং অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিহার করিতে পরামর্শ দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তি তদবধি উপদিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি যথানিয়মে সমাধা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ আয়ুক্ষয়ের কাল উত্তীর্ণ হইলে, সেই ব্যক্তি এক দিবস জ্যোতিষীর সন্নিধানে গমন করতঃ হস্ত দেখাইয়া বিপত্তীতি কাটিয়া গিয়াছে, কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, জ্যোতিষী তাহার কররেখা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, তাহার হস্তের ছিন্ন আয়ুরেখা সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। তৎপরে তাহার জীবন সম্বন্ধে আর কোন আতঙ্কের সম্ভাবনা নাই—এই বলিয়া সেই ব্যক্তিকে বিদায় দিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাবধানতা অবলম্বন করিলে আসন্ন বিপদের প্রতিকারের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এতদ্দেশেও হিন্দুদিগের মধ্যে গ্রহ দোষ শান্তি নিমিত্ত নানাপ্রকার যাগযজ্ঞের এবং গ্রহ প্রতিকূলতা নিবারণের জন্য রব্যাদি গ্রহের স্বস্তি শান্ত দানোৎসর্গের, অপিচ গ্রহবৈগুণ্য প্রশমনার্থ নানাপ্রকার কবচ ধারণের ব্যবস্থা শাস্ত্রপ্রকাশকগণ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মুসলমানগিগের মধ্যেও বিঘ্নশান্তির মানসে বহুবিধ বাজু বন্ধনের প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। তাহা হইলেই যাহাতে বিপদ না ঘটে, তন্নিমিত্তও চেষ্টাবান্ হওয়া যে, মানবের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয়। তাহা আর পুনঃ পুনঃ বলিবার প্রয়োজন নাই। অতএব পাঠকবর্গ আপনাদিগের নিকটে অনুরোধ, যদি দীর্ঘ

জীবন কামনা করেন, তবে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব বিষয়ে সাবধান হইয়া থাকিবেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্থূলদেহের সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইলেই তাহাকে জীবন বলা যায়। আরও বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মা স্বকীয় প্রারব্ধানুসারে অনায়ত্তভাবে শুক্রশোণিতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণরূপে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই জীবাত্মা বা আত্মা যে কি পদার্থ তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

আগামী বারে আমরা আত্মার সম্বন্ধে গুটিকতক কথার আলোচনা করিব। [ক্রমশঃ]

দিবোদাস।

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণ-কাব্যতীর্থ, এইচ, এম, বি]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—:*:—

অতঃপর আমরা মহারাজ দিবোদাস কর্ত্তৃক "দিবোদাসেশ্বর" নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার নির্ব্বাণ মুক্তির বিষয় বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। কাশীখণ্ডের অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা ;—

ইতি শ্রুত্বা স রাজর্ষি দিবোদাসঃ প্রতাপবান্।
ব্রাহ্মনায় সশিষ্যায় প্রাদাৎ প্রীতোঽভিবাঞ্ছিতম্॥
অর্থ সংপ্রীণিতং বিপ্রং প্রণম্য চ মুহুর্মুহুঃ।
প্রোবাচ রাজা সংহৃষ্ট স্তারিতোঽস্মি ভবার্ণবাৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি প্রহৃষ্টাত্মা পরিপূর্ণো মনোরথঃ।
সমাপৃচ্ছ মহীনাথ স্বেষ্টং দেশং জগামহ॥
বিলোক্য কাশীং পরিতো মায়াদ্বিজবপুর্হরিঃ।
ভূয়ো ভূয়ো বিচার্য্যাপি কিমত্রাতীব পাবনম্॥
স্থানং যচ্চাহং মধ্যাস্ত নিজভক্তান শেষতঃ।
নেষ্যামি পরমং ধাম বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ॥
স প্রধাবৌতি ভগবান্ দৃষ্ট্বা পাঞ্চনদং হ্রদম্।
তত্র কৃত্বা বিধিং স্নানং তত্রতত্রৈব সংস্থিতঃ॥
প্রতীক্ষমানো লক্ষ্মীশো মংকুব্যক্তংসমগমম্॥
তার্ক্ষ প্রস্থাপয়ঞ্চক্রে রাজবৃত্তান্তবেদিনম্।
দিবোদাসোঽপি রাজেন্দ্রো বিপ্রেন্দ্রং পরিবর্ণয়ন্।
আহুয় প্রকৃতিঃ সর্ব্বাঃ সামাত্যান্ মণ্ডলেশ্বরান্॥
অধ্যক্ষানপি সর্ব্বাশ্চ কোষাশ্চেভাদিদেশিতান্।
পুত্রান্ শঙ্কশতং প্রাজ্ঞং সুতঞ্চ সমরঞ্জয়ম্॥
পুরোহিতং প্রতীহার মৃত্তিজো গণকান্ দ্বিজান্।
সামন্তান্ রাজপুত্রাংশ্চ সূপকারান্ চিকিৎসকান্॥
বৈদেশিকানপি বহুন্নানাকার্য্য সমাগতান্॥
সান্তঃপুরাঞ্চ মহিষীং বৃদ্ধ গোপালবালকান্।
সর্ব্বান্ প্রোবাচ হৃষ্টাত্মা প্রবদ্ধকর সম্পুটঃ॥
যথা স ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দিন সপ্তাবধিস্থিতম্॥
আশ্চর্য্যং তেষু শৃন্বৎসু বিষন্ন বদনেষ্যুচ॥
স্বয়ং রাজগৃহং নীত্বা কুমার সমরঞ্জয়ম্।
অভিষিচ্য মহাবুদ্ধিঃ পৌরান্ জানপদানপি॥
প্রসাদীকৃত্য পুণ্যাত্মা পুনঃ কাশীমগান্নৃপঃ।
আগত্য কাশীং মেধাবী স ভূপালো রিপুঞ্জয়ঃ॥

প্রাসাদং কারয়ামাস স্বর্ধুন্যাঃ পশ্চিমে তটে।
রিপূন্ প্রমথ্য সমরে যাবতী শ্রীরুপার্জ্জিতা॥
তাবত্যা সহি ভূপালঃ শিবালয়মচিক৯পৎ॥
ভূপালপত্নী রথিলা যত্তত্র বিনিযোজিতা।
ভুপাল শ্রীরিতিখ্যাতা ততঃ সা ভুরভূচ্চূড়া॥
দিবোদাসেশ্বরংলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য রিপুঞ্জয়ঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মান মমন্যত নরেশ্বরঃ॥
অথৈকস্মিন্ দিনে রাজা তল্লিঙ্গং বিধিপূর্ব্বকম্।
সমভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য যাবত্তুষ্টাব তুষ্টিদম্॥
তাবন্নভোগণাদাশু দিব্যং যানমবাতরৎ।
পার্শ্বদৈঃ পরিতঃ কীর্ণ শূল খট্টাঙ্গপাণিভিঃ॥
অভ্যাদিত্যাগ্নিতেজোভির্ভালনেত্রৈঃ কপর্দ্দিভিঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশৈ র্বক্ষৈর্দীপ্ত ন্ভোঙ্গনৈঃ॥
বিভূষাহিফণারত্নর্জ্জ্যোতিঃ পূজিত বিগ্রহৈঃ॥
নিত্যং প্রকাশ সংত্রস্ত স্তমঃশ্রিতঃ শিরোধরৈ॥
চামর ব্যগ্রহস্তাগ্র রুদ্রকন্যা শতাবৃতম্।
অথ পারিষদৈ রাজা দিব্যস্রগন্ধুলৈপনৈঃ॥
দিব্যৈ দুর্কূলনেপথ্যৈ রলঙ্কক্রে মুদান্বিতৈঃ।
ত্রিনেত্রীকৃত সন্তালং শ্যামীকৃনশিরোধরম্॥
স্বগৌরী কৃতসর্ব্বাঙ্গং কপর্দ্দীকৃতমৌলিজম্।
চতুর্ভূজী কৃত তনুং ভূষণী কৃত পন্নগম্॥
চন্দ্রার্দ্ধীকৃত মুর্দ্ধানং বিন্যস্তং পার্ষদাদিব।
তদা প্রভৃতি তত্তীর্থ ভূপাল শ্রীরিতিশ্রুতম্॥
তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা দানং দত্ত্বা সশক্তিতঃ।
দিবোদাসেশ্বরং দৃষ্ট্বা সমভ্যর্চ্চ্য চ ভক্তিতঃ॥
রাজশ্চাখ্যা মিকাং শ্রুত্বা ন নরো গর্ভমাবিশেৎ।

ইতি শ্রীস্কন্ধপুরাণে কাশীখণ্ডে দিবোদাস নির্ব্বাণপ্রাপ্তি নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

অনন্তর করতল দ্বারা রাজাকে স্পর্শ করতঃ ব্রাহ্মণ হৃষ্ট মুখে বলিলেন; হে প্রাজ্ঞ-সত্তম ভূপাল! জ্ঞাননেত্র দ্বারা আরও কিছু দেখিতেছি, অবধানসহকারে তাহাও শ্রবণ কর। তুমি ধন্য হইয়াছ, কৃতার্থ হইয়াছ, মহান্ ব্যক্তিগণেরও মান্য হইয়াছ। শুভ-ফলার্থিগণ প্রাতঃকালে তোমার নাম জপ করিবে। হে দিবোদাস! আমরা তোমার সামীপ্য লাভ করিয়া ধন্যতর হইলাম। যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করে সেই মানবেরাও ধন্যতর। ব্রাহ্মণ বারংবার ঈষৎ হাস্য করতঃ সহর্ষে রোমাঞ্চিত শরীরে মস্তক আন্দোলন করিয়া মনে মনে অনেক কথা বলিলেন। ওঃ এই রাজার কি ভাগ্য! এই রাজার কি নির্ম্মলতা। নিখিল জনগণের ধ্যেয় বিশ্বেশ্বর কি না ইহার বিষয় ভাবিয়া থাকেন। এ রাজার কি আশ্চর্য্য পরিণাম! এরূপ পরি-ণাম কাহারও হয় না, যে ফল আমাদের দূর-বর্ত্তী এ রাজার কিনা তাহাও অদূরতর। ব্রাহ্মণ হৃদয়ে এই সকল আলোচনা করিয়া রাজাকেবর্ণনা করিয়া সমাধিদৃষ্ট সকল বিষয়ই প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন হে রাজন! তোমার মনোরথ মহা-বৃক্ষ আজ ফলবান হইয়াছে। তুমি এই শরীরেই পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বেশ্বর তোমার বিষয় যেমন সর্ব্বদাই মনে করেন তাঁহার চরণসেবক অস্মদাদি বিপ্রগণকে সেরূপ মনে রাখেন না। তুমি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে অদ্য হইতে সপ্তম দিনে দিব্য বিমানে আরো-হণ করিয়া তোমাকে লইতে শিব-কিঙ্করেরা আসিবেন। রাজন! ইহা তোমার কোন্ পুণ্যের ফল তাহা কি তুমি জান? সম্যক্-প্রকারে বারাণসী নগরী সেবনেই এই ফল, ইহা আমি জানি। যে ব্যক্তি কাশীস্থিত এক জনের পালক হয়, হে রাজসত্তম! দেহান্তে তাহারও এইরূপ পুণ্যভোগ হইয়া থাকে।

প্রতাপবান্ রাজর্ষি দিবোদাস ইহা শুনিয়া সশিষ্য ব্রাহ্মণকে প্রীতিসহকারে অভিলষিত বস্তু দান করিলেন। অনন্তর প্রীণিত ব্রাহ্মণকে মুহুর্মুহু প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে রাজা বলিতে লাগিলেন,—আমাকে আপনি ভব-সমুদ্র হইতে পার করিলেন। পরিপূর্ণ মনোরথ হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণও মহীপতির নিকট বিদায় লইয়া আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। মায়া-ক্রমে ব্রাহ্মণশরীরধারী হরি কাশীর চতুর্দ্দিক অবলোকন করতঃ পুনঃ পুনঃ বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি যে স্থানে থাকিয়া নিজ ভক্তবৃন্দকে বিশ্বেশ্বরের পরমানুগ্রহে নিঃশেষে পরম স্থানে লইয়া যাইব, তাদৃশ অতীব পাবন স্থান কোনটী? ভগবান শ্রীপতি ইহা মনে করিয়া পাঞ্চনদ হ্রদ অবলোকনপূর্ব্বক তথায় বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া শীঘ্র ত্র্যম্বক সমাগম প্রতীক্ষায় সেই স্থানেই রহিলেন, তার পর রাজবৃত্তান্তাভিজ্ঞ গরুড়কে শিবসমীপে পাঠাইলেন। রাজেন্দ্র দিবোদাস বিপ্রশ্রেষ্ঠের গুণ বর্ণনা করতঃ সকল প্রকৃতিপুঞ্জ অমাত্য-বৃন্দ, মণ্ডলেশ্বরসমূহ কোষ, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতির সমগ্র অধ্যক্ষ পঞ্চ শত পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র সমরঞ্জয়, পুরোহিত, প্রতীহারী, ঋত্বিকবৃন্দ গণকসমূহ দ্বিজগণ, প্রিয় রাজকুমারগণ, সূপ-কারগণ, চিকিৎসকগণ নানা কার্য্যের জন্য সমাগত বৈদেশিকবৃন্দ, অন্তঃপুরবাসিনীগণ সমভিব্যাহারিণী মহিষী, বৃদ্ধ, বালক এবং গোপালগণ সকলকে আহ্বানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণোক্ত সপ্তাহমাত্র আপনার এ রাজ্যে অস্তিত্বের কথা কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার আহূত ব্যক্তিগণ শ্রবণ করিতে ছিলেন এবং তাঁহাদের মুখ বিষণ্ণ হইতেছিল, ইত্যবসরে পুণ্যাত্মা মহামতি রাজা স্বয়ং রাজ-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্র সমরঞ্জয়কে অভি-ষিক্ত করিয়া পরিশেষে পৌরজানপদগণকে প্রসন্ন করতঃ পুনরায় কাশীতে প্রস্থান করিলেন। সেই মেধাবী রাজা রিপুঞ্জয় কাশীতে আসিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজা সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যাবৎ সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাবৎ সম্পত্তি দ্বারা শিবালয় প্রতিষ্ঠা করাইলেন। সমস্ত রাজসম্পত্তি তথায় ব্যয়িত হইয়াছিল বলিয়া সেই শুভস্থান "ভূপালশ্রী" বলিয়া খ্যাত হইল। নরনাথ রিপুঞ্জয় "দিবোদাসেশ্বর" নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে যেন কৃতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর একদিন রাজা সেই লিঙ্গকে বিধি-পূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করিয়া যখন সন্তোষকর স্তব পাঠ কতিতেছিলেন তখন গগন প্রাঙ্গণ হইতে দ্রুতবেগে দিব্যযান অবতীর্ণ হইল। শূল খট্টাঙ্গধারী এবং অগ্নিতেজ অপেক্ষাও অধিক-তর তেজ সম্পন্ন, ত্রিলোচন, জটাজুটধারী, নির্ম্মল স্ফটিকবৎ শুভ্রকান্তি, গগনপ্রাঙ্গণের, উজ্জ্বল্য সম্পাদক অঙ্গসমন্বিত সর্পালঙ্কারে বিভূ-ষিত রত্ন জ্যোতিনিচয়ে সুশোভিত দেহ নীল-কণ্ঠ শিব পারিষদগণ বিমানের উপরে চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। তমোরাশি নিত্য প্রকাশে সন্ত্রাস্ত হইয়াই যেন সে শিব পারিষদগণের কণ্ঠদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চামরা-ন্দোলন্ পরায়ণা শত শত রুদ্রকন্যা বিমানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। অনন্তর শিব-

উত্তম ললাটকে তৃতীয় নেত্রযুক্ত করিলেন। এবং তাঁহার কণ্ঠ নীলময় করিলেন। সর্ব্বাঙ্গ অতি গৌরবর্ণ এবং মস্তকের কেশ জটাজুট করিলেন। স্বদীয় দেহে ভুজচতুষ্টয়ের সমাবেশ করতঃ সর্পসমূহকে অলঙ্কার করিলেন এবং মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন। তারপর পার্ষদেরা তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। তদবধি সেই তীর্থ "ভূপালশ্রী" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, যথাশক্তি দান, দিবোদাসেশ্বর দর্শন, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজন, এবং রাজা দিবোদাসের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে মানবের আর জন্ম হয় না। দিবোদাস রাজার এই আখ্যান পাঠ কি পাঠন করিলে মানব পাপমুক্ত হয়। দিবোদাসের পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সমরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার কোথাও কখন শত্রুকৃত ভয় হয় না। মহোৎপাত বিনাশিনী পবিত্র এই দিবোদাস কথা সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির জন্য যত্ন সহকারে পঠনীয়। যথায় সর্ব্ব পাপ বিনাশিনী দিবোদাসকথা হয় তথায় অনাবৃষ্টি হয় না। অকাল মরণের ভয় হয় না। শিবধ্যান সম্পাদক কৃত এই আখ্যায়ন পাঠ করিলে মনোরথ পূর্ণ হয়।

(ক্রমশঃ)

সংস্কার তত্ত্বে আয়ুর্ব্বেদ।

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী]

—:*:—

শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধে প্রকারান্তরে আয়ুর্ব্বেদের কার্য্যই সংসাধিত হইয়া থাকে—ইহা ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় বুঝাইয়াছি। এক্ষণে দেখাইব আমাদের দশম সংস্কারের মধ্য দিয়া আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য কিভাবে রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কার ক্রিয়া দেহের উপর—ইন্দ্রিয় মন আত্মার উপর তুল্যরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।

জন্মে সকলেই শূদ্র থাকে, সংস্কারে তবে দ্বিজ হয়। আমাদের শাস্ত্রে জন্মগত জাতি যদ্যপিও স্বীকৃত আছে, তথাপি গুণকর্ম্মগত জাতিত্বও অস্বীকৃত হয় নাই, দ্বিজ সন্তান দ্বিজোচিত সংস্কার পাইলে তবে সম্পূর্ণ দ্বিজ হইবে। জন্মে কেহ ব্রাহ্মণ, কিন্তু গুণকর্ম্মে শূদ্র, সেই ব্যক্তি অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ। আর জন্মে শূদ্র, কিন্তু গুণকর্ম্মে ব্রাহ্মণবৎ, সেই ব্যক্তি অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ। জন্মগত প্রাধান্য বর্ত্তমান জন্মে, গুণ ও কর্ম্মগত প্রাধান্য বর্ত্তমান জন্মে অল্প হইলেও পরজন্মেই অধিক।

দশম সংস্কার অদৃষ্ট বিশেষকজনক পুণ্য কার্য্য। ইহা বৈদিক ও স্মার্ত্ত। এই সংস্কার কার্য্যই মন্ত্রশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, তাড়িৎশক্তি ও ঐশী করুণার গুণে অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করে। যথোচিত প্রযুক্ত হইলে এই

সংস্কার কার্য্য পরিণামে অতীন্দ্রিয় ভাবনাখ্য সংস্কারে পরিণত হইয়া থাকে। ভাবনাময় সংস্কার কার্য্যই ভাবনাখ্য ফলরূপে দেখা দেয়। প্রথমে গর্ভশুদ্ধি; তার পর বীজশুদ্ধি; তৎ-পরে স্থূলদেহের শুদ্ধি। পরিশেষে ইন্দ্রিয় ও মনঃ শুদ্ধি। সত্বগুণ বৃদ্ধি ব্যতীত মনঃশুদ্ধি সম্ভব নহে, তজ্জন্য সত্বগুণ বৃদ্ধি হেতু প্রযত্ন সংস্কার কার্য্যে বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। মনঃ শুদ্ধি আত্মাকে স্বরূপ প্রতিষ্ঠ স্বতঃশুদ্ধি করিয়া তুলে। ক্রমে জীব আপনার মলিন বাসনা ত্যাগ করতঃ পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়। সংস্কার ক্রিয়ার চরমফল জীবাত্মার পরমাত্ম প্রাপ্তি, অবিদ্যার চির বন্ধনোচ্ছেদ।

শারীরিক ও মানসিক শুদ্ধির নামই সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন। যে কর্ম্মদ্বারা এবং যে কর্ম্মজনিত অতীন্দ্রিয় ভাবনা দ্বারা দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধি সাধিত হয়—তাহাই শাস্ত্রীয় সংস্কার। এই শুদ্ধি যে না চাহে, সে নিজের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি ত করেই, উপরন্তু বংশ পরম্পরাকে শুভ ফল হইতে বঞ্চিত করে। খনি হইতে যখন হীরক তোলা হয়, তখন তাহার সে উজ্জ্বলতা, সে গুণ, সে শক্তি দেখা যায় না। উচিত মূল্যেও সে হীরক বিক্রীত হয় না। যথোচিত সংস্কৃত হইলে তখন হীরকের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠে, গুণ এবং শক্তি বিকাশ লাভ করে। এই মণিসংস্কার আর আমাদের শাস্ত্রীয় বৈজিকসংস্কার একই বস্তু। বীজ রোপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রশুদ্ধির প্রয়োজন। তার পর জল বায়ু রৌদ্রের যথোচিত ব্যবস্থা, বিঘ্নের যথাসাধ্য নিরাকরণ আবশ্যক।

পিতা মাতার দোষগুণ সাধারণতঃ সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে। দেহের যত কিছু দোষ বল, রোগ বল—সমস্তই স্বাভাবিক নিয়মে সংক্রান্ত হইবার কথা। সে সংক্রমণ অতি সূক্ষ্মভাবে আইসে, তবে দুশ্চিকিৎস্য নহে। সে চিকিৎসা করা অতি কর্ত্তব্য। রোগের অঙ্কুরে নষ্ট করাই কি ভাল নহে? ভূমিষ্ট হইবার পর যে রোগাদি দেখা দেয়, তাহা অঙ্কুরেরও পরবর্ত্তী অবস্থা। গর্ভে যখন সন্তান বিদ্যমান, তখনই তাহার অঙ্কুরাবস্থা, পুরুষ দেহে যখন বর্ত্তমান, তখন তাহার বীজাবস্থা।

বীজাবস্থায় পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম পালনই বিধি। অঙ্কুরাবস্থায় গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমোন্তোন্নয়ন। গর্ভাধান পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন দ্বারাই রোগাদি সংক্রমণ এবং যতকিছু গর্ভদোষ নিবারিত হয়। এই জন্য এই তিনটি সংস্কারকে গর্ভ সংস্কার বলে।

জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া-করণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন ও বিবাহ—এই বাকী সাতটী সংস্কার ভূমিষ্ট হইবার পর কর্ত্তব্য। গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যন্ত এই দশ সংস্কার কার্য্যই দশ কর্ম্ম।

গর্ভাধান।

"গর্ভাধানবৎপৈতো ব্রহ্মগর্ত্তং সন্দধাতি"

সন্তানোৎপত্তি সময়ে সাধারণতঃ মন চঞ্চল, মোহমুগ্ধ, উন্মত্তবৎ এবং পাশব ভাবাচ্ছন্ন থাকে, সেই সময়ে যাহাতে সেই মনে স্থৈর্য্য আনা যায়, কর্ত্তব্য বোধ জাগান যায়, ভগবৎ প্রেরণা ফুটান যায়, তাহার জন্য যত্ন বিধেয়। ঐ সময়ে পিতা মাতার মনটিতে যদি সত্ত্বভাব ও ধর্ম্মভাব জাগে তবে সন্তানেও সেই ভাব জাগিবে আশা করা যায়, গর্ভাধানকালীন মন্ত্রগুলি

দেখিলে বোধ হয় কেমন সুন্দর ভাবে কামোন্মত্ত অসংযম অবস্থাকে কর্ত্তব্যবন্ধনে আবদ্ধ ভক্তিভাবে কৌশল ও ইচ্ছাশক্তিতে সংযত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে! এই গর্ভাধান পাশব বৃত্তি চরিতার্থতা নহে, পঙ্কিল ভোগ নহে—ইহা একটী শাস্ত্রীয় ধর্ম্মসংস্কার। মরণকালীন দৃঢ় ভাবনার মত গর্ভাধান কালীন মনোবৃত্তিও পূর্ব্ব মনোভাব অপেক্ষা অধিকতর বলবতী কুকর্ম্মান্বিত এবং কুমনোবৃত্তি সম্পন্ন পিতা মাতারও মনটিকে যদি এই সময়ে বিশুদ্ধ করা যায়, তবে সেই সাময়িক শুদ্ধিভাব সন্তানে সংক্রমিত হইতে পারে।

ওঁ বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভ দধাতু তে॥

* * * *

নমস্তে ভগবন্ সূর্য্য লোকসাক্ষিন্ বিভাবসো।
পুত্রার্থি চ প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালে গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্কর স্রজৌ॥

পত্নীর নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া পতির এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

ওঁ জীবৎসা ভব ত্বং সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণি আবিঘ্নগর্ভধারিণী।
ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥

কুরুক্ষেত্রের অস্ত্র ঝনঝনমুখর সৈন্যকোলাহলের মধ্যেই গীতার উদ্ভব হইয়াছিল; আর এই কামোন্মত্ত অবস্থার মধ্যেই এই মন্ত্রের উচ্চারণ হইয়া থাকে। দুইই অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার, এ সংযমপূত ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষেই এই আশ্চর্য্যের উদ্ভব। আবার ঋগ্বেদীয় গর্ভাধান সংস্কার আরও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। পাঠকগণ পুরোহিত দর্পণ প্রভৃতিতে সেইগুলি লক্ষ্য করিবেন।

এই গর্ভাধান সংস্কার দ্বারা ক্ষেত্রের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা হয়। ক্ষেত্র বিশুদ্ধ না হইলে উৎকৃষ্ট বীজও উৎকৃষ্ট হইবে না। জল, বাতাস, রৌদ্র প্রভৃতির ব্যবস্থাও সম্যক সুফল উৎপন্ন করিবে না।

পুংসবন।

"পুমান্ সূয়তে অনেন পুংসবনং"—যে সংস্কার দ্বারা পুত্র সন্তান জন্মান যায় সেই সংস্কারের নামই পুংসবন। পুত্র সন্তানই পিতা মাতা আত্মীয়জনের অধিকতর কাঙ্ক্ষনীয়। পিতা-মাতার ইচ্ছাশক্তি ও মন্ত্রশক্তি দ্বারা গর্ভস্থ প্রাণকে পুত্র সন্তানরূপে পরিণত করা যাইতে পারে। এই আয়ুর্ব্বেদেই প্রিয় বন্ধু সুধী কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় মহাশয় উপরোক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচন করিয়াছেন। বাস্তবিক জাত প্রাণকে পুংসবন ক্রিয়া দ্বারা পুত্র সন্তান রূপে পরিণত করা যাইতে পারে কি না, এসম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু পুংসবন ক্রিয়ার অর্থে এই অসম্ভবত্বের সম্ভাবনা বুঝা যায়।

আর উৎপত্তিকালেই পুত্র কি কন্যা যদি নিশ্চয় হইয়া যায়, তাহা হইলে পুংসবন কথাটির অর্থ এই হয় যে, পুমান্ পুরুষোচিতগুণাসম্পন্নঃ ক্রিয়তে অনেনর্থ পুংসবনং। অর্থাৎ যে সংস্কার দ্বারা পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন করা যায়, তাহাই পুংসবন। আর তদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা গর্ভদোষ গর্ভাপাতাশঙ্কাও বিদূরিত হইয়া থাকে।

এই পুংসবন ক্রিয়া সন্তানের স্পন্দনশক্তি

জন্মিবার পূর্ব্বেই করার বিধি। এই ক্রিয়াতে প্রসূতির একটি আনন্দাতিরেক জন্মে। সে সময়ে লজ্জা, সঙ্কোচ ও ভীতিভাব দূর হইয়া গিয়া আনন্দভাব আনয়ন করা অতি আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির মনোভাবই সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে। পুংসবনের মন্ত্র যথা—

ওঁ পুমামৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ।
পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ব্ভস্তবোদরে॥
ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতি।
পুমাংসং পুত্রঃ বিন্দস্ব ত্বং পুমানন্নু জায়তাম্॥

পুংসবনক্রিয়ায় যব, মাসকলাই ফলদ্বয়যুক্ত বটপল্লব, শুঁট্ প্রভৃতির আনয়ন করা হয়। শুট্, বটপল্লব, যব এগুলি গর্ভপোষণ শক্তির বৃদ্ধিকর। বটফল যে যোনিদোষ নিবারণের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাহা আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কবিরাজগণ অবগত আছেন।

এক্ষণে পুংসবন ক্রিয়া একেবারেই উঠিয়াই গিয়াছে। আমাদের ভট্টপল্লীসমাজেও পুংসবনক্রিয়াও প্রচলিত নাই। গর্ভাধান আমাদের সমাজে অবশ্য প্রচলিত আছে, কিন্তু অনেক সীমন্তোন্নয়ন স্থানে উহাও উঠিয়া যাইতেছে।

সীমন্তোন্নয়ন কথাটির অর্থ সীমন্তের উন্নয়ন, সীমন্ত—সিঁথি তাহার উন্নয়ন উত্তোলন। সিঁতি তুলিয়া দেওয়ার পর আর কবরী রচনা করা যাইবে না। সীমন্তোন্নয়নের পর স্ত্রীলোকের চুল বাঁধিতে নাই, অনুলেপনাদি (গন্ধ দ্রব্যাদি) মাখিতে নাই, কুঙ্কুম, চন্দন, আতর, লাভেণ্ডার এসেন্স্ প্রভৃতি ব্যবহার এমন—কি বেশভূষা নিষিদ্ধ। সুসজ্জিতা থাকিলে পাছে নিজের ভোগস্পৃহা জাগে, পাছে স্বামীর লালসা উদ্রিক্ত করে, ইহাও এই ব্যবস্থার অন্যতম কারণ।

ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়নের বিধি। ষষ্টমাসের পর গর্ভবতী নারীর বিলাসিতা বর্জ্জন হিতকর—ইহা কে না স্বীকার করিবেন? পতি সমাগম সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়—তাহা সকল দেশের চিকিৎসকেরাই এক বাক্যে মানিয়া গিয়াছেন। এই সমাগমের ফলে গর্ভপাতাশঙ্কা ব্যতীত অন্ধ বধিরত্বাদি দোষ, জন্মব্যাধিও ঘটিতে পারে, অকাল মৃত্যু শিশুদের রোগ, দুর্ব্বলতা সমস্তই হইয়া থাকে। এই সীমন্তোন্নয়নেও রীতিমত বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, হোম. চরুপাক প্রভৃতি কর্ত্তব্য।

সীমন্তোন্নয়ন পূর্ব্বে আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল। সংপ্রতি ইহাও একপ্রকার উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। এই সীমন্তোন্নয়নের পরই উত্তম সুস্বাদু ভোজন দ্বারা গর্ভবতীর সন্তোষ উৎপাদন কর্ত্তব্য। আধুনিক সাধভক্ষণটি সীমন্তোন্নয়নের বহিরঙ্গ মাত্র। সীমন্তোন্নয়নের বাহিরের একটী কার্য্য মাত্র সাধভক্ষণ দ্বারা পূর্ণ করা হয়।

সীমন্তোন্নয়নের মন্ত্র যথা—

ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিণী ভব।
পূর্ণং বনসতে নুত্বা নুত্বাচ সূয়তাং ময়ি॥

শেষে পতি পুত্রবতী রমণীগণ গর্ভবতী বধূকে বেদীর উপর আরোহণ করাইয়া স্নানাদি মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করতঃ বলিলেন—

ত্বং বীর প্রসবা ভূয়াঃ ত্বং জীববৎসা ভব ভবতী জীবৎ পতিকা ভবতু॥ বীরপুত্র প্রসব কর—জীববৎসা হও, পতি সহধর্ম্মচারিণী থাক। কি সুন্দর!

জাত কৰ্ম্ম।

"প্রসবে জাত কর্ম্ম চ" প্রসবের পরই জাত কর্ম্ম; কিম্বা অশৌচান্তেও করা যাইতে পারে। পুত্রজন্মের পর বৃথা আমোদ আহ্লাদ না করিয়া শাস্ত্রীয় ধর্ম্মকার্য্যরূপ আমোদ করাই ভাল। জাতকর্ম্ম শৈশব সংস্কার। প্রজাপতি-ঋষিরিতাদি মন্ত্রে সন্তানের আয়ুকামনা করিয়া সম্যক্ পিষ্ট ব্রীহি যবচূর্ণ দ্বারা পুনরায় সন্তানের জিহ্বা মার্জ্জন করিয়া দিতে হয়। পরে স্বর্ণ ঘৃষ্ট ঘৃত দ্বারা পুনরায় "মেধ্যন্তে মিত্রাবরুণৌ" মন্ত্রে সন্তানের ধারণা মতি, মেধা প্রার্থনা করিতে হয়। ধন সম্পত্তি না চাহিয়া মেধাবী বুদ্ধিমান্ হউক এই প্রার্থনা করাই ভাল।

জাতকর্ম্ম সংস্কারে ভূমিষ্ট সন্তানের জিহ্বাতে স্বর্ণ ঘৃষ্টঘৃত যব ব্রীহিচূর্ণ স্পর্শের নিয়ম। স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃতের গুণ কি? স্বর্ণ দ্বারা বায়ুদোষের দমন, এবং প্রস্রাব পরিষ্কার হয় আর রক্তের উৰ্দ্ধগতির দোষ নিবারিত হয়। ঘৃত দ্বারা শৌচ পরিষ্কার, বলাধান এবং দেহের তাপবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মধুস্পর্শে বৰ্দ্ধিত পিত্ত, লালা সঞ্চার এবং কফদোষের দমন হয়। প্রসব যন্ত্রণার পর সদ্যোজাত সন্তানের শোণিত উৰ্দ্ধগামী হয়, দেহে কফাধিক্য জন্মে, এবং অন্ত্রাভ্যন্তরে একপ্রকার কৃষ্ণমলের সঞ্চার ঘটে। যদি সেই মলনির্গত না হয়, তবে নানাবিধ রোগ শিশুর হইতে পারে। স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধু দ্বারা সেইসকল দোষের নিরাকরণ হইয়া থাকে।

নাভিচ্ছেদনের অনুমতি দিয়া পিতা স্নান করিবেন। জাতকর্ম্মসংস্কার অনেক সময় আবশ্যক। তত সময়পর্য্যন্ত নাভিচ্ছেদ না করিলে পাছে সন্তান ও গর্ভিণীর কোন বিপত্তি হয় সেই ভয়ে অনেক নিবন্ধকর প্রসবের পরই জাতকর্ম্ম সংস্কার সঙ্গত মনে করেন না। তাঁহাদের মতে উহা অশৌচান্তে করাই ভাল।

নামকরণ, অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, বিবাহ—বাকী রহিল। ঐগুলি পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বনৌষধি।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

পুনর্ণবা—খাপুন্য, গাদাপুন্যে, হিং—বিষখাপরা। সংস্কৃত বর্ষাভুঃ।

পুনর্ণবা দ্বিবিধ—শ্বেত ও রক্ত, বর্ষার প্রারম্ভেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বর্ষান্তে শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়।

পুনর্নবা শোথের একটী মহৌষধ, এমন কি, একমাত্র পুনর্নবার ক্কাথ, পুনর্নবার শাক পুনর্নবার রস সেবনে শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বেত পুনর্নবা ঔষধে প্রশস্ত, রক্ত পুনর্নবা ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্ত পুনর্নবার লতাগুলি দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, এজন্য ইহা সৰ্ব্বত্রই সুলভ।

পূনর্ণবার শোথঘ্নী গুণদৃষ্টে বর্ত্তমান সময়ে

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যেও কেহ কেহ শোথ রোগে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই অযত্নরক্ষিত বন-লতা পল্লীগ্রামে প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্ম্মাসিতে এই পুনর্ণবার তরলসার প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত তরলসার অপেক্ষা পুনর্ণবার স্বরস অত্যধিক উপকারী।

পুনর্নবা শোথরোগে "শোথঘ্নী" নামে স্বনামধন্য হইলেও অন্যান্য বহুবিধ রোগেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। পুনর্নবা কিঞ্চিৎ শুষ্ক অবস্থায় পাচন এবং কাচা অবস্থায় ঔষধের সহপান রূপে ব্যবহৃত হয়।

শোথরোগে পুনর্ণবার প্রয়োগ

প্রত্যহ প্রাতে শ্বেত পুনর্নবা, অভাবে রক্ত পুনর্ণবার রস একছটাক পরিমাণ ৩ রতি গোলমরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে মূত্রাধিক্যহেতু শোথ শুষ্ক প্রাপ্ত হয়।

২ তোলা পুনর্ণবা (মূল লতা পত্র সহিত) অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া তৎ সহ এক আনা হইতে দুই আনা সোরা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া শোথ রোগীকে সেবন করাইলে অচিরাৎ শোথের উপশম হইয়া থাকে। একমাস যাবৎ এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পুনর্ণবাষ্টক পাচন শোথের একটি বিশেষ মহৌষধ—পুনর্ণবা, নিমছাল, পলতা, শুণ্ঠী (আদা শুঁঠ) কট্‌কী; গুলঞ্চ, হরীতকী, দারু-হরিদ্রা প্রত্যেক চারি আনা জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ ছাকিয়া প্রত্যহ প্রাতে শোথরোগীর সেবনে অল্পকাল মধ্যেই শোথের উপশম দৃষ্ট হয়।

জলোদর রোগেও পূর্ব্বোল্লিখিত পুনর্ণবাষ্টক পাচন বিশেষ উপকারী। উদররোগ চিকিৎসায় পুনর্ণবার ক্বাথ ও স্বরস ঔষধের সহ পানে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফলদৃষ্ট হইয়া থাকে।

শোথ ও উদরী রোগী পুনর্নবার শাক পুনর্ণবার ঝোল, পুনর্ণবার রস প্রত্যহ পান করিবে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শোথ ও উদরী রোগে পুনর্ণবার প্রয়োগ সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, ইহা আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই বিদিত আছেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ইহার উপকারিতা-শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, আমরা প্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেবের মুখে শোথে পুনর্ণবার প্রশংসা শ্রুত হইয়াছি।

জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় কবিরাজী ঔষধের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাহারা বোধহয় ডাক্তার ব্রাউন সাহেবের অভিমতটা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন অভিজ্ঞ ডাক্তার ওয়াট্ সাহেব তৎকৃত ডিক্সনারি অফ্ দি ইকনমিক প্রজক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থে শোথে পুনর্ণবার বিশেষ উপকারিতা উল্লেখ করিয়াছেন।

ডাক্তার এন্ শিল্পের মতে পুনর্ণবামূল মৃদু বিরেচক ও কৃমিঘ্ন। ডাক্তার ওয়ারিংয়ের মতে পুনর্ণবা উৎকৃষ্ট কফনিসাঃরক। এবং ইহার চূর্ণ ও ক্বাথ শ্বাসরোগে বিশেষ উপকারী।

কুষ্ঠে পুনর্ণবা দধির সরের সহিত পুনর্ণবার মূল পেষণ করিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

অশ্মরী (পাথরী) রোগে পুনর্ণবা—দুগ্ধের সহিত পুনর্ণবা সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধপান করিবে। দুগ্ধ একপোয়া, জল একপোয়া, পুনর্ণবা ২ তোলা, জল শেষ করিয়া দুগ্ধ এক পোয়া রাখিবে। ঐ অবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিবে।

চাতুর্থক জ্বরে পুনর্নবা—দুই দিন অন্তর যে জ্বর হয় সেই জ্বরে শ্বেত পুনর্নবার চারি আনা পরিমিত মূল দুগ্ধের সহিত অথবা আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রাতে সেবন করিলে সেই জ্বর উপশমিত হয়।

রসায়নে পুনর্নবা—উপযুক্ত মাত্রায় গব্য দুগ্ধের সহিত শ্বেত পুনর্ণবার মূল পেষণ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে দুর্ব্বল ও ক্ষীণ ব্যক্তিও বলিষ্ট হইয়া থাকে।

অনিদ্রায় পুনর্নবা—যাহাদিগের সুনিদ্রা হয় না, কিম্বা একেবারেই অনিদ্রা হয়, পুনর্ণবার কাথ তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে সুনিদ্রা হইয়া থাকে।

আমবাতে পুনর্নবা—পুনর্নবার কাথ, পুনর্ণবা শাক ভোজন আমবাত রোগীর পক্ষে উপকারী। পুনর্ণবা ঘৃত শোথের একটী ঔষধ।

পুনর্বার্ণর সাধারণ প্রয়োগ—

মূত্রকৃচ্ছ্র, শ্বাস শোথ, কামলা, জলোদর, প্লীহোদর, গণোরিয়া, বিদ্রধি,রোগে ও বোলতা প্রভৃতি দংশিত স্থানে পুনর্ণবার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

—:০:—

ওপারের আলো। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ প্রণীত। মূল্য ২৷৷০ টাকা। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। এ খানি উপন্যাস, কিন্তু চাঁদের আলো, মলয় মারুত, ফুলের হাসির উৎকট সমাবেশে প্রেমিক-প্রেমিকার বিকট আলেখ্য ফুটাইবার জন্য ইহা লিখিত নহে, নিত্যনৈমিত্তিক সামাজিক ঘটনার সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশে মুক্তির পন্থা অঙ্কনের জন্য এখানি রচিত। দীনেশ বাবুর পরিণত বয়সের পাকা হাতের তুলিকায় সে চিত্র অপূর্ব্ব কৌশলে বেশ স্নিগ্ধমধুরোজ্জলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গল্পপ্লাবিত দেশে এরূপ চিন্তাকর্ষক অথচ ধর্ম্মমূলক গল্পের একান্তই অভাব বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। এখনকার দিনের যাঁহারা গল্প লেখেন, তাঁহাদের গল্পগুলির সমন্বয় করিলে যেন একই সুরে সে গান

গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই একই সুরে গ্রন্থন-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট নহে, স্বকীয় মৌলিকতায় এ গ্রন্থখানি গৌরবান্বিত। তা' ছাড়া ধর্ম্ম-মূলক উপন্যাস হইলেও ইহাতে দাম্পত্য প্রণয়, বিরহ-মিলন, পাপের শাস্তি, পুণ্যের জয়—এ সকল চিত্রেরও অভাব নাই, কিন্তু সেই সকল চিত্রে ভাবদুষ্টির লেশমাত্রও নাই, সেই জন্যই অ.নক নবেলের মত এই নভেলখানি পিতা পুত্রে, গুরুজন অনুজনে, একত্র বসিয়া পড়িলেও 'কামগন্ধের' আস্বাদনে কাহাকেও লজ্জিত হইতে হইবেনা। দীনেশবাবুর জয় হউক, তিনি শেষ বয়সে এই ধরণের আরও কতকগুলি উপন্যাস বাঙ্গালী পাঠককে উপহার প্রদান করিয়া অমরত্ব লাভ করুন—ইহাই আমরা তাঁহার নিকট কামনা করিতেছি।

স্তব-সমুদ্রঃ। প্রথম প্রবাহঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষার পরীক্ষক কবি-ভূষণ-শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট সাগর বি, এ, সম্পাদিত। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়, মূল্য ২৲ টাকা। কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় স্তবের মূল শ্লোক ও তাহার পদ্য বঙ্গানুবাদ করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত। সংস্কৃত শ্লোকগুলি যেমন সুভাষিত, উহার অনুবাদ গুলিও সেইরূপ সরল ও সহজ বোধ্য হইয়াছে। পূর্ণবাবু সংস্কৃত শ্লোকের পদ্য অনুবাদে সিদ্ধহস্ত, তাঁহার কাব্য কৃতিত্বে বাল্মিকী, বশিষ্ট, ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য্য, শুকদেব, রূপগোস্বামী প্রভৃতির ভাবপ্রবণ শ্লোকগুলি আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের মহিলাকুল যদি ব্যাকুলপ্রাণে—এই শ্লোকগুলির পদ্য অনুবাদ মুখস্থ করেন, তাহা হইলে হিন্দুর অন্তঃপুর সপ্তসমুদ্রের পুণ্য সলিলে সিঞ্চিত হইয়া রুচি বিগর্হিত নভেলি শিক্ষার অবশ্যম্ভাবীফল হিষ্টিরিয়ার হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিতে পারে।

পল্লীব্যথা। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি এ প্রণীত। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। পল্লীর দুঃখকষ্টের আলেখ্য রাশি কাব্য তুলিকায় ফুটাইয়া এই ব্যথা প্রকাশিত। এ ব্যথায় কষ্টকল্পনার এতটুকুও নাই, মর্ম্মন্তুদ বেদনার অবাধ উচ্ছ্বাসে ইহা আকুল প্রাণে যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, সে স্ফুটনে কবি গাহিতেছেন,—

পল্লীবালা কুটীর আলা
কাঁপছে জ্বরের ঝোঁকে।
বিধবা মা কাঁদছে শুয়ে
মরা ছেলের শোকে।
কাঁদছে চাষা মনের দুঃখে
প্যায়াদা মশায় দাঁড়িয়ে রুখে'
কোথায় প্রীতি শান্তি কোথা
কেবল কথার সার,
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার।

উপাসনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন, সে ভূমিকা হইতেও অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—ভাদ্র। | ১২শ সংখ্যা।

ব্যাধি তত্ত্ব।

বায়ু, পিত্ত ও কফের ক্রিয়া রহস্য।

(শ্রী—পাইকর-বীরভূম)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

—:*:—

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, বিশ্ব-রাজ্যের তাপ ও শৈত্যের খনি যেমন যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্র, তেমনই মনুষ্যদেহের তাপের ও শৈত্যের খনি হইতেছে যথাক্রমে পিত্ত ও কফ। আবার বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন পূর্ব্ব সংস্কারক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ নরদেহের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে তন্মধ্যে পিত্ত ও কফের যে তন্মাত্র বিদ্যমান থাকে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। পরে বিভিন্নরূপে তেজ ও আপ নামক স্থুল ভূতদ্বয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সেই অঙ্কুরিত তাপ ও শৈত্য দেহের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক দেহ-রাজ্যের পুষ্টির জন্য আবশ্যকীয় তাপ ও শৈত্য দান করিতে থাকে। এক্ষণে বায়ু, পিত্ত ও কফ দেহমধ্যে কিরূপে উৎপন্ন হয় ও সেই উৎপন্ন ধাতুত্রয় কিরূপে দেহস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফের সহিত সংযুক্ত হয় তাই আলোচ্য।

বায়ু যেমন বিশ্বরাজ্যের সৃজন ও পালন কর্ত্তা, তেমনই উহা যে নরদেহেরও সৃজন ও পালন করিয়া থাকে ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই বায়ুই শরীরের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ও পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া শরীরের সৃজন, পালন ও ধারণ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। এক্ষণে প্রথমতঃ তাহার সৃজন প্রক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করা হইলেই পিত্ত, কফ ও রক্ত নামক দেহোৎপাদনের অপর

তিনটী উপাদানের উৎপত্তির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

মৈত্র্যুৎপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়া আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাণের দুইটি রূপ। ইহা একরূপে জগদবভাসক আদিত্য নামে পরিচিত এবং অন্যরূপে প্রাণ অপানাদি পঞ্চধা-বিভক্ত। প্রাণ এই দ্বিতীয় রূপেই সৃজন ও পালনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বায়ু নাম ধারণ করে। যে পিত্ত ও শ্লেষ্মা অচল জড় পদার্থ মাত্র, তাহারাও প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার ফলে সচল ও সক্রিয় ভাবে দৃষ্ট হয়। প্রাণের এই ক্রিয়ার ফলেই পক্বাশয়স্থ পিত্ত বা পাচকাগ্নি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকার খাদ্য ও পানীয়কে পরিপাক করে এবং তৎপরে সেই পরিপক্ক অন্নকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহা হইতে রস ধাতু, বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক দোষ ধাতুত্রয় এবং বিষ্ঠা ও মূত্র নামক মল ধাতু-দ্বয়কে পৃথক করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে মলধাতুদ্বয় শরীর হইতে ক্রমে বাহির হইতে থাকে এবং রসধাতু, দেহের আবশ্যকীয় রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রোৎপাদনের উপাদান স্বরূপ দেহ মধ্যেই থাকিয়া যায়। অপিচ, উৎপন্ন দোষ ধাতুত্রয়ে দেহের ক্ষয়িত বায়ু, পিত্ত ও কফের ক্ষয় পূরণ করে।

প্রাণবায়ুর প্রধান কর্ম্ম অন্ন গ্রহণ করা এবং তাহার ক্রিয়ার ফলেই অন্ন আমাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। অন্ন আমাশয়ে উপস্থিত হইলে ক্লেদন শ্লেষ্মা দ্বারা দ্রবীভূত ও তাহার স্নেহাংশ দ্বারা মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সমান বায়ু দেহস্থ পাকাগ্নিকে ক্ষিপ্ত ও জ্বালিত করিয়া সেই অন্নকে পরিপাক করে। আমরা যেমন কোন পাকপাত্রে জল ও তণ্ডুল রক্ষা করিয়া অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক করিয়া থাকি, সমান বায়ু তদ্রূপ আমাদের পাচকাগ্নির সাহায্যে আমাশয়স্থ অন্নকে পরিপাক করিয়া তাহা রস ও মল রূপে পরিণত করে। ভোজন মাত্র ছয় রস বিশিষ্ট অন্নের প্রথম পরিপাকেই মধুর রস হইতে ফেনভূত কফ উদ্গত হয়। পরে পচ্যমান অন্ন অম্ল ভাবে বিদগ্ধ হইয়া আমাশয় হইতে ক্ষরিত হইলে তাহা হইতে স্বচ্ছ পিত্ত উদ্গত হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানও এই মতের সমর্থন করিয়া থাকে। কারণ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন—আহারের পরিপাক কালে পিত্ত বাহিনী প্রণালী দ্বারা গ্রহণীর (Dudenum) মধ্যে ক্ষরিত হয়। অতঃপর অন্ন পাচকাগ্নি দ্বারা শুষ্ক হইয়া পক্বাশয়ে উপস্থিত হয়। পরে তাহা পরিপিণ্ডিত ও বিষ্ঠারূপে পরিণত হইলে তাহার কটুরস হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই চরক বলেন—

"অন্নস্য ভুক্তমাত্রস্য ষড়রসস্য প্রপাকতঃ। মধুরাৎ প্রাক্ কফোভাবাৎ ফেনভূত উদীর্য্যতে॥ পরস্তু পচামানস্য বিদগ্ধস্যাম্লভাবতঃ। আশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্তমচ্ছমুদীর্য্যতে॥ পক্বাশয়ন্তু প্রাপ্তস্য শোষ্যমানস্য বহ্নিনা। পরিপিণ্ডিত পক্কস্য বায়ুঃ স্যাৎ কটুভাবতঃ॥" এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই বায়ু ও পূর্ব্বোক্ত প্রাণবায়ু পৃথক পদার্থ। পরে এ বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

এস্থলে উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, অন্ন রুচিকর ও সুগন্ধ যুক্ত হইলে দেহে গন্ধাদির উৎকর্ষ সাধন ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি সাধন হয়। পাঞ্চভৌতিক অন্নের পঞ্চ প্রকার উপাদান হইতে ভৌম্য, জলীয়, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস এই পাঁচ প্রকার পাচক উষ্মা

উত্থিত হয় এবং সেই উষ্মা আহার্য্য বস্তুর পার্থিবাদি পঞ্চবিধ গুণকে পাক করিয়া থাকে। আহারের এই পঞ্চ প্রকার গুণ পরিপক্ক হইলে তৎসমুদয় পঞ্চভূতাত্মক শরীরের ঐ সকল গুণকে পরিপুষ্ট করে। অর্থাৎ আহারের পরিপক্ক পার্থিব গুণ ও আহারের পরিপক্ক জলীয় গুণ প্রভৃতি যথাক্রমে শরীরের পার্থিব, জলীয় প্রভৃতি গুণকে পুষ্ট করিয়া থাকে। তাই আহারের আগ্নেয় গুণ শরীরের তাপকে (পিত্তকে) এবং জলীয় গুণ দেহের শৈত্যকে (কফ্‌কে) বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অতএব আহার্য্য বস্তু জলীয় ও আগ্নেয় গুণ প্রধান হইলে দেহে কফ্‌ ও পিত্তের আধিক্য ঘটিয়া থাকে।

এইবার দেহের চতুর্থ অর্থাৎ অবশিষ্ট উপাদান রক্তের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা যাউক। বস্তুবিদ্যার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের আহার্য্য বস্তু মাত্রেরই অল্লাধিক পরিমাণে বলদায়িনী শক্তি আছে। এই শক্তির অপর নাম তেজঃ পদার্থ। এই তেজের মাহাত্ম্যেই পূর্ব্বোক্ত অন্নরস রক্তবর্ণ ধারণ করে। এই তেজঃ পদার্থ দেহের মধ্যে পিত্তের উষ্মারূপে বিরাজিত। এই উষ্মা আহার্য্য বস্তুজাত রসের সহিত মিলিত হইলেই রক্ত উৎপন্ন হয়। পরে রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। আবার দেখা যায়, রক্ত হইতে কণ্ডরা ও শিরা, মাংস হইতে বসা ও সাত প্রকার ত্বক্‌ ও মেদ হইতে স্নায়ু সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মোটের উপর দেহের মধ্যে যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে তৎসমুদয়েরই কর্ত্তা সেই এক বায়ু এবং উপাদান হইতেছে মাত্র তিনটী অর্থাৎ কফ, পিত্ত ও শোণিত। এই উপাদানত্রয় অচল জড় পদার্থ। কাজেই একমাত্র বায়ুর সাহায্যেই তাহারা পদার্থান্তরে পরিণত হইতেছে। বায়ু—পিত্তের তাপে খাদ্যকে পরিপাক করিতেছে এবং আবশ্যক হইলে খাদ্যকে শ্লেষ্মার দ্বারা ক্লিন্ন করিতেছে এবং এইরূপে ক্রমে দেহের আবশ্যকীয় যাবৎ উপাদান সৃজন করিতেছে। দেহের মধ্যে এমন কোন উপাদান নাই, যাহার মধ্যে বায়ুর সৃজন ও পালন ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। এমন যে কঠিন অস্থি তাহার মধ্যেও বায়ুর গতি ও ক্রিয়া অব্যাহত। মৃণ্ময় কুম্ভ স্থূলভাবে সচ্ছিদ্র না হইলেও তাহা হইতে যেমন জল চুয়াইয়া পড়ে, তেমনই অস্থির মধ্যে কোন স্থূল ছিদ্র দৃষ্ট না হইলেও তাহার মধ্য হইতে শুক্র স্রাবিত হইতে থাকে। বায়ব্য ও আকাশ গুণে অস্থির সর্ব্বাবয়বই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অদৃশ্য ছিদ্র সকল বিদ্যমান আছে! এই সকল ছিদ্রের সাহায্যে বায়ুর ক্রিয়ার ফলে অস্থির ভিতর হইতে শুক্র প্রস্তুত হইয়া স্রাবিত হয়। সেই শুক্র বায়ুর সাহায্যে শুক্রবাহী স্রোতঃসমূহ দ্বারা হর্ষ, রাগ ও সঙ্কল্প বশতঃ ক্ষরিত হয় এবং মৈথুনাদি ব্যায়ামজ উষ্মার দ্বারা ঘৃতবৎ দ্রবীভূত ও স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া বস্তিতে সঞ্চিত হয় এবং জল যেমন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নস্থলে গমন করে সেইরূপ নিঃসৃত হইয়া থাকে। দেহের উষ্মার (Animal heat) দ্বারা যে দেহ মধ্যে অহরহঃ এইরূপ পচন ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ এই পাক-প্রণালীর যেরূপ বিশিষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার পরিচয় অ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

আমরা যে অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া থাকি তাহার পাকপ্রণালীর আলোচনা করিলে, দেখা যায় যে, পাচক অগ্নি ও জল এই তিনই তৎসমুদয়ের প্রধান সাধন। এইরূপ আমাদের দেহের মধ্যবর্ত্তী রসরক্তাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য পাক করিতে হইলে বায়ু পাচক স্থানীয়, পিত্ত অগ্নি স্থানীয় ও শ্লেষ্মা জল স্থানীয় হইয়া কার্য্য করে। আবার পাকের গৃহে পাককার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য পাচক যেমন বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা স্বকীয় কৌশল প্রদর্শন করে, দেহস্থ বায়ুও তদ্রূপ প্রাণাদি নামে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া পাককর্ম্ম সমাপন করে। আবার পাচক যেমন নিজস্থানে অবস্থিতি থাকিয়া পাকের জন্য আবশ্যকীয় জল, কুম্ভ ও জলন্ত চুল্লী প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুত জন্য যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখে,—তদ্রূপ দেহস্থ পাচক স্থানীয় বায়ু নিজস্থানে অবস্থিত থাকিয়া অগ্নি স্থানীয় পিত্তকে পাঁচটী স্থানে যথাযথভাবে সজ্জিত রাখে। অতএব এইবার আমরা দেহমধ্যস্থ বায়ুপিত্ত ও কফের স্থান ও ক্রিয়া এবং এই ক্রিয়ার বাধাজনিত কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বায়ু শরীরের যাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহক হইলেও তাহার প্রধান প্রধান কার্য্য লক্ষ্য করিয়া তাহা প্রধানতঃ পাঁচটি নামে অভিহিত। যথা প্রাণ, উদান, সমান,ব্যান ও অপান। প্রাণ বায়ু ইহার স্থান—মস্তক, হৃদয়, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা প্রভৃতি এবং ইহার নিয়মিত ক্রিয়ার ফলে ষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথুফেলা, ক্ষবথু (হাঁচি), শ্বাস গ্রহণ ও আহার্য্য বস্তু উদরসাৎ করা এবং নিঃশ্বাস,হাঁচি প্রভৃতির বেগ ধারণ করিয়া ইহার ক্রিয়ার বিভ্রাট ঘটাইলে হিক্কা, শ্বাস, প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ার ফলে আমাদের ফুসফুসদ্বয় পরিচালিত হওয়ায় আমরা নিঃশ্বাস ফেলিতে ও উচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতে সমর্থ হই এবং তাহার ফলে ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবিষ্ট হয় এবং দূষিত বায়ু তাহা হইতে বাহির হইয়া যায়। বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিলে দেহের তাপসাধক অম্লজান বায়ু ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্ধনের স্বরূপ হইয়া দেহাগ্নির তাপবৃদ্ধি করে। অপিচ উচ্ছাস্ ক্রিয়ার ফলে ফুস্‌ফুস মধ্যস্থ তাপনাশক বিষাক্ত বায়ু (Corbondioxide) ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির করিয়া দেয়,সুতরাং প্রাণ বায়ুর প্রভাবে যে কিরূপ ক্ষতি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

উদান বায়ু।—ইহার স্থান হইতেছে নাভি, বক্ষস্থল ও কণ্ঠ। বাক্যকথন, দেহের বল, বর্ণ ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধিকরা প্রভৃতি ইহার কার্য্য। উদ্গার, নিঃশ্বাস প্রভৃতির বেগে বাধা দান করিলে এই বায়ু কুপিত এবং তাহার ফলে হিক্কা, শ্বাসকষ্ট, এবং কণ্ঠপ্রদেশের ঊর্দ্ধভাগে বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। উদান বায়ুর ক্রিয়াফলে আমরা আমাদের দেহকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিতে সমর্থ হই। আমাদের পঞ্চভূতাত্মক দেহ স্বভাবতঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরমাণু রাশিতে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে! কিন্তু উদানবায়ুভূত পদার্থগুলির এই স্বাভাবিক শক্তিকে পরাজিত করিয়া দেহকে আপন অস্তিত্বে রক্ষা করিতেছে।

সমান বায়ু।—এই বায়ু আমাশয় ও পক্বাশয় প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিয়া পাচকাগ্নিকে উদ্দীপিত করে এবং ঐ অগ্নির সাহায্যে পাকস্থলীর মধ্যস্থ ভুক্ত ও পীত বস্তু হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা সর্ব্বশরীরে পরিচালিত করিয়া

দেহকে পুষ্ট ও রক্ষা করিয়া থাকে। অধো বায়ুর বেগধারণ ও অতি ভোজন দ্বারা সমান বায়ু প্রকুপিত হয় এবং তাহার ফলে মলবদ্ধতা ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ জন্মে।

ব্যান বায়ু।—এই বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপী। ইহার ক্রিয়ার ফলে আমরা হস্তপদ সঞ্চালন করিতে ও চক্ষুর পলক ফেলিতে পারি। এই বায়ুর দ্বারা সর্ব্বশরীর ব্যাপক রুধির প্রবাহ হইতে তাহার পুষ্টিকর অংশটি গৃহীত হয়। এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বশরীর পুরিপুষ্ট ও রক্ষিত হইয়া থাকে।

অপান বায়ু ইহার স্থান নাভির অধো-দেশ, মূত্রদ্বার,মলদ্বার অণ্ডকোষ শ্রেণী প্রভৃতি। এই বায়ু যথাযোগ্য ক্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক নাভি-স্থানবর্ত্তী পাকাশয়ে প্রবিষ্ট ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের বিষাংশ গুলি মল মূত্রাকারে পরিণত করে এবং পরে মল মূত্রাদিকে নিঃসারিত করে অতঃপর অবশিষ্ট অমৃতাংশ শরীরে এই বায়ুর সাহায্যেই পরিগৃহীত হয়। ঋতুস্রাব ও গর্ভের বহির্নিঃসরণকার্য্যও এই বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়। অনুপস্থিত মল মূত্রাদির বেগের প্রবর্ত্তন ও উপস্থিত মল মূত্রাদির বেগ ধারণাদি জন্য অপান বায়ু প্রকুপিত হয়। এই বায়ু প্রকুপিত হইলে ধ্বজভঙ্গ, মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রাঘাত, মলবদ্ধতা, অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ব্যানবায়ু ও অপান বায়ু যুগপৎ কুপিত হইলে শুক্ররোগ ও প্রমেহ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

মোটের উপর দেখা যায় বায়ুর সঞ্চালন ক্রিয়ার ফলে দেহমধ্যে যাবৎ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আবার বায়ু যেমন সঞ্চালন গুণাত্মক, পিত্তও তেমনি শোষণগুণাত্মক। এই শোষণগুণ অগ্নির ধর্ম্ম বলিয়া পিত্তও দেহের মধ্যে অগ্নিস্থানীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই পিত্ত আগ্নেয় ধর্ম্মবিশিষ্ট কি না অথবা দেহের মধ্যে পিত্ত ভিন্ন আর কোন অগ্নি বিরাজ করিতেছে কি না—তৎ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাহার উত্তরে অনায়াসে বলা যায় যে; এই অগ্নি ব্যতিরেক দেহমধ্যে আর কোন অগ্নি বিরাজ করে না; কারণ দেহমধ্যে দহন পচনাদি ক্রিয়া একমাত্র পিত্তদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পিত্তভিন্ন দেহের মধ্যে বায়ু, কফ ও শোণিত নামক যে আর মাত্র তিনটী পদার্থ আছে, তাহাদের ক্রিয়ায় কোনরূপ আগ্নেয়ত্ব দৃষ্ট হয় না। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, দেহাগ্নি বৃদ্ধি হইলে পিত্তনাশক শীতক্রিয়া করিলে দেহ অপেক্ষাকৃত শীতল হয় এবং দেহ ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকিলে পিত্তবৃদ্ধিকর ঔষধ ব্যব-হারের ফলে দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এই দেহাগ্নি বা পিত্তই দেহের আবশ্যকীয় যাবৎ উপাদানের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করে। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পিত্ত বা দেহাগ্নির প্রকৃতি সমান নহে। এই জন্য রাম ও শ্যাম সুস্থ শরীরেও সম পরিমাণে একইরূপ পান ও ভোজন করিয়া তাহা সমভাবে পরিপাক করিতে পারে না। রাম একসের দধি ভোজন করিয়া অনায়াসে হজম করিল, কিন্তু শ্যাম ঐ পরিমাণ দধি খাইয়া সর্দ্দিকাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। আবার হয়ত রাম একসের মাংস ভোজন করিয়া ভেদ ও বমি রোগে আক্রান্ত হইল, কিন্তু শ্যাম সেই মাংস

দেড়সের উদরস্থ করিয়া অনায়াসে সহ্য করিল। অতএব উভয়ের অগ্নির জন্মলব্ধ সংস্কারে যে একইরূপ নহে, এতদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইল।

অতঃপর আমরা এই পিত্ত বা দেহাগ্নির স্থান ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই পিত্ত দেহের যেস্থানে যেরূপ ক্রিয়া সাধন করে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহার তদনুরূপ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যথা পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক।

পাচকাগ্নি।—ইহাই মূল অগ্নি। মানুষ এই অগ্নির সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্ব জন্মে মানুষ যেরূপ অদৃষ্ট সঞ্চয় করে, তদনুসারে তাহার অগ্নির বা পিত্তের সংস্কার সঞ্চিত হয় এবং তজ্জন্যই সকল মানুষ সকল রকম জিনিষ হজম করিতে পারে না। এই পিত্ত পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া ভক্ষ্য, পেয়াদি চতুর্ব্বিধ অন্ন পান পরিপাক করিয়া বায়ুর সাহায্যে অন্নরস দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) মূত্র ও পুরীষদিগকে পৃথক করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই আত্ম-শক্তির দ্বারা শরীরের অন্য চারিটী পিত্তকে তাপ দান করিয়া তাহাদিগকে পোষণ করে।

রঞ্জকাগ্নি।—এই রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায় অবস্থিত থাকে। উহা পূর্ব্বোক্ত অন্ন রসকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে। এই পিত্তের স্থান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের সহিত আয়ু-র্ব্বেদ শাস্ত্রের মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন,—রক্তের স্থান হৃদয়, কিন্তু কলেরায় মৃত্যুর পর শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া কেবল যকৃতেই রক্ত দৃষ্ট হয়। অথচ হৃদয়ে রক্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অতএব প্রকারান্তরে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের মতও সমর্থন করিতে-ছেন।

সাধকাগ্নি।—এই সাধক-পিত্ত হৃদয়ে অব-স্থিত। উহা প্রার্থিত মনোরথ সাধন করে। এই অগ্নির ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিলে হৃদয়ে বল সঞ্চিত হয়। ইহার ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে অভিমান, বুদ্ধি, মেধা ও মনোরথ প্রভৃতির খর্ব্বতা দৃষ্ট হয়।

আলোচকাগ্নি।—এই পিত্ত চক্ষুতে অব-স্থান করিয়া নীল পীতাদি রূপ জ্ঞাপন করে। এই পিত্তের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য হইলে চক্ষু বিভিন্ন বস্তুর রূপ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না।

ভ্রাজকাগ্নি।—এই পিত্ত গাত্রত্বকে অব-স্থান করিয়া তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, প্রলেপ প্রভৃতি ত্বক্‌গত বস্তুর পাক করিয়া ত্বকের দীপ্তি সাধন করে। ইহা সামাবস্থায় নীলবর্ণ এবং নিরামাবস্থায় পীতবর্ণ। কামলা প্রভৃতি রোগে কখন কখন বিষ্ঠার সহিত যে টাট্‌কা পিত্ত নির্গত হয় তাহা নীলবর্ণ। কিন্তু তাহা তদপেক্ষা অধিকতর পাকপ্রাপ্ত হইলে সবুজ বর্ণ হয় এবং অতিশয় পাকপ্রাপ্ত হইলেই পীতবর্ণ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বিষ্ঠাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ফলে খাদ্য বস্তু হইতে যে বায়ু, পিত্ত ও কফ উৎপন্ন হয়, উপরে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বায়ু ও পিত্তের স্থান ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা আলো-চনা করিয়াছি। এইবার শ্লেষ্মার স্থান ও ক্রিয়ার বিষয় আলোচ্য। আমরা যে সকল বস্তু পান ও আহার করিয়া থাকি, তাহা প্রাণ

বায়ুর সাহায্যে আমাশয়ে (পাকস্থলীতে) প্রথমতঃ প্রবিষ্ট হয়। এই আমাশয়ের ঠিক নিম্নদেশেই পিত্তাশয় (গ্রহণী) অবস্থিত। এই পিত্তাশয় জলন্ত চুল্লীর ন্যায় ক্রিয়া করিয়া পাকপাত্রসম আমাশয়স্থিত ভুক্ত ও পীত দ্রব্য সমূহকে পরিপাক করে। ভোজন মাত্র ছয় রস বিশিষ্ট অন্নের প্রথম পাকই আমাশয় মধ্যে মধুর রস হইতে যে ফেনভূত কফ উদ্গত হয় তাহা পঞ্চবিধ নামে পরিচিত যথা—(১) অবলম্বন (২) ক্লেদন (৩) রসন (৪) স্নেহন (৫) শ্লেষণ।

অবলম্বন শ্লেষ্মা।—ইহা হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের জীর্ণ রস দ্বারা পুষ্ট হয় এবং হৃদয়ে বল প্রদান করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা ত্রিকস্থান (মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশ) সন্ধারণ ও অন্যান্য স্থানের শ্লেষ্মাকে পূরণ করিয়া থাকে। এই অবলম্বন শ্লেষ্মা হৃদয়ে অবস্থান না করিলে হৃদয়ের বল, মন প্রভৃতির সৌম্যগুণ পাচকাগ্নির দ্বারা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। সূর্য্যের বিপরীত দিকে ও উর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া চন্দ্র যেমন শীতল হইয়াছে, তদ্রূপ পিত্ত নামক তেজঃ পদার্থের উর্দ্ধে ও বিপরীত দিকে অবস্থিত বলিয়া শ্লেষ্মার প্রকৃতিও শীতল হইয়া থাকে।

ক্লেদন শ্লেষ্মা।—এই শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক ভুক্ত অন্নকে পিণ্ডিত অবস্থা হইতে ক্লিন্ন অর্থাৎ কোমল করে বলিয়া ইহার নাম ক্লেদন।

রসন শ্লেষ্মা।—ইহা জিহ্বামূলে অবস্থান পূর্ব্বক জিহ্বাকে সরস করিয়া রাখে এবং তাহার ফলে জিহ্বা আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়।

স্নেহন শ্লেষ্মা।—ইহা মস্তকে অবস্থিত থাকিয়া চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে স্নিগ্ধ রাখে এবং তাহার ফলে ঐ সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ক্রিয়া সাধন করিতে সমর্থ হয়।

শ্লেষণ শ্লেষ্মা।—ইহা দেহের প্রত্যেক সন্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া সন্ধিদিগের সব শ্লেষণ সাধক পূর্ব্বক যাবৎ সন্ধির পোষণ করিয়া থাকে। এই শ্লেষ্মার অভাব হইলে আমরা হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কোচ ও চিন্তার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিতাম না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই ত্রিদোষের মধ্যে একমাত্র বায়ুই সঞ্চালন গুণাত্মক মাত্র। তাই আয়ুর্ব্বেদকার বলিয়াছেন ; "পিত্তং পঙ্গু" প্রভৃতি অর্থাৎ পিত্ত ও কফ পঙ্গুর ন্যায় স্বয়ং চলিতে ফিরিতে পারে না, পরন্তু বায়ু যেমন মেঘকে বিভিন্নস্থানে বহন করিয়া লইয়া যায় তদ্রূপ দেহস্থ বায়ুও পঞ্চবিধ পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার ফলে স্ব স্ব স্থানের কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হয়।

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ।

Practice of medicine.

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:•:—

ক্রিমি দ্বিবিধ, অভ্যন্তরদোষজ ও বহির্ম্মলজ। ইহাদের মধ্যে আবার আভ্যন্তর ক্রিমি তিন প্রকার; পুরীষজ, কফজ এবং রক্তজ।

পুরীষজ ক্রিমির উৎপত্তি স্থান পক্কাশয়। কফজ ক্রিমির উৎপত্তিস্থান আমাশয় এবং রক্তজ ক্রিমির উৎপত্তিস্থান রক্তবাহী শিরাগত রক্ত।

পুরীষজ ক্রিমির বিচরণস্থান অধোমার্গ। উহারা বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়াভিমুখে গমন করিলে রোগীর উদ্গার এবং নিঃশ্বাসে মল গন্ধ যুক্ত হয়। উহাদের কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ স্থূল আকৃতিবিশিষ্ট এবং উহাদের বর্ণ শ্যাব, পীত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ।

কফজ ক্রিমির বিচরণ স্থান ঊর্দ্ধঃ এবং অধঃমার্গের সকল স্থান। ইহাদিগের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি ব্রধ্নসদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্ম, এবং কতকগুলি দীর্ঘ। ইহারা শ্বেত কিম্বা তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে।

রক্তজ ক্রিমির বিচরণ স্থান রক্তবাহী শিরা সকল। এই সকল ক্রিমি গোলাকার, পদবিহীন এবং এত সূক্ষ্ম যে, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা তাম্রবর্ণ।

বহির্ম্মলজ ক্রিমির উৎপত্তি স্থান মল এবং স্বেদ সমূহ। যাহারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন তাহারাই এই ক্রিমিদ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহাদের আকৃতি তিল সদৃশ। যূক ও লিখ্যা অর্থাৎ উকুন ও নিকি নামে ইহারা পরিচিত। ইহারা কেশবহুল স্থানে এবং লিখাখ্য ক্রিমিরা বস্ত্রেও অবস্থান করিয়া থাকে।

বিড়ঙ্গচূর্ণ সকলপ্রকার আভ্যন্তর ক্রিমি নিবারণের মহৌষধ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি—

লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রমি হরপরম্।

এই বিড়ঙ্গ চূর্ণের মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে এক আনা। মধু মিশাইয়া সেব্য।

ঘেঁটুয়া পাতার রস অথবা আনারসের কচি পাতার রস ও মধু একত্র কয়েক দিন পান করিলেও ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পলাশ বীজ স্বরসং পিবেদ্বাক্ষৌদ্র সংযুতম্।
পিবেৎ তদ্বিজ কল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্॥

পলাশবীজের রস ও মধু অথবা পলাশের বীজ বাটিয়া ঘোলের সহিত সেবনে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। মাত্রা ২বারে এক আনা।

ক্বাথং খর্জ্জুর পত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমি সঙ্ঘমশেষতঃ॥

খেজুর পাতার ক্বাথ বাসি করিয়া মধু সহ পানে ক্রিমি নষ্ট হয়। পরিমাণ ১ তোলা।

অপক্কং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্ভক্ষ কীটং রস খর্জ্জুর জন্তরোঃ॥

দুই আনা মাত্রায় কাচা সুপারি বাটিয়া এক তোলা জম্বীরের রসের সহিত সেবন করিলে অথবা খেজুর পাতার রস ও লেবুর রস একত্র পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পারাসীয়া যমানী পীত্বা পর্য্যুষিত বারিণাপ্রাতঃ
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু।

প্রাতঃকালে কিছু গুড় খাইয়া তাহার পর বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী সেবনে কোষ্ঠগত ক্রিমি—মলের সহিত পতিত হয়।

নারিকেল জলং পীতং স ক্ষৌদ্রং ক্রিমি নাশনম্।

নারিকেল জল মধুর সহ পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পারিভদ্রস্য পত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রং যুতঃ পিবেৎ।
কেবুকস্য রসং বাপি পত্তুরস্যাথ বা পুনঃ॥

পালিধা মাদারের পাতার রস, কেউ পত্রের রস অথবা সাঞ্চিশাকের রস প্রত্যহ এক তোলা মাত্রায় মধুসহ পানে ক্রিমি নষ্ট হয়।

যমানীং লবণো পেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উত্থিতঃ।
অজীর্ণ মানবাঞ্চ ক্রিমিজাং শ্চ জয়েদগয়ান॥

প্রাতঃকালে খোরাসানী যমানি সৈন্ধব লবণের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমিরোগ নষ্ট হয়।

উপরিলিখিত যোগ গুলির ব্যবস্থা করিয়াও যদি আভ্যন্তর ক্রিমিরোগ আরোগ্য করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পারসীয়াদি চূর্ণ একবার করিয়া এবং ক্রিমিমুদ্গরোরস একবার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে এই দুইটী ঔষধের উপাদান বলা হইতেছে—

পারসীয়াদি চূর্ণম্।

পারসীয় যমানিকা ঘন কণা শৃঙ্গী বিড়ঙ্গারুণ।
চূর্ণং শ্লক্ষ্ণতরং বিলীঢ়মপি তৎক্ষৌদ্রেণ
সংযোজিতম্॥

মাত্রা—২

খোরাসানী যমানী, মুথা, পিপুল, কাঁকড়া শৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ—এই, সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ সমানভাগ। মাত্রা এক আনা, অনুপান আনারসের পাতার রস অথবা চূণের জল অথবা পালিধা মাদারের পাতার রস।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে খোরাসানী যমানী—

পারসীক যবানীতু যবানী সদৃশী গুণৈঃ।
বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ॥

এই পারসীক যমানীর গুণ যমানীর মত, অধিকন্তু ইহা অধিক পাচক, রোচক, গ্রাহক, মাদক ও গুরু।

মুথা—দীপন। পিপুল—দীপন। কাঁকড়াশৃঙ্গী উৰ্দ্ধগ—বায়ু ও বমি প্রভৃতি নিবারক। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। আতইচ—পাচক, আগ্নেয়।

ক্রিমি মুদ্গরোরসঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধং রস গন্ধকাজমোদা বিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকাচ। পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণস্য নিষ্ক প্রমাণং মধুনাবলীঢ়ম্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা ও পলাশ বীজ ৬ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা একআনা। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া মুথার ক্বাথ পান করা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—

পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। গন্ধক—কফবাতঘ্ন। বনযমানী—আগ্নেয়। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। কুচিলা—

কুপী সুশীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু।
পরং ব্যথা হরং গ্রাহি কফপিত্তাস্র নাশনম্।

মূত্র প্রবর্ত্তনং বল্যং বহ্নিকৃৎ কামদীপনম্।
শূল মেকাঙ্গ রোগঞ্চ শুক্রমেহপমস্তুতম্ ॥
গ্রহণীমতীসারঞ্চ গুদভ্রংশং মদাত্যয়ম।
সর্ব্বাঙ্গ কম্পং দৌর্ব্বল্যং ন চিরেণ বিনাশয়েৎ ॥

ইহা শীতল, তিক্ত, বায়ুজনক, লঘু, গ্রাহী অতিশয় ব্যথা নাশক, কফঘ্ন, রক্তপিত্ত প্রশমক, মূত্রকারক. অগ্নিবর্দ্ধক ও কফোদ্দীপক। গুদভ্রংশ, মদাত্যয়, সর্ব্বাঙ্গ কম্প ও দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

পলাশ বীজ—

ফলং লঘুষ্ণং মেহার্শ ক্রিমিবাত কফাপহম্।
বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠগুল্মোদর প্রনুৎ ॥

ইহার ফল লঘু, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মানাশক, পাকে কটু ও রুক্ষ। ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, গুল্ম, ক্রিমি ও উদররোগ নিবারিত হয়।

"কীটারি রস" ও কীটমর্দ্দোরস" নামক ঔষধ দুইটিও আভ্যন্তর ক্রিমিরোগে ব্যবস্থেয়। ইহাদের উপাদান

কীটারি রসঃ।

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবং চাজমোদা মনঃশিলা।
পলাশবীজং গন্ধক দেবদাল্যাত্রবৈর্দিনম্ ॥
সংমর্দ্দ্যঃ ভক্ষয়েন্নিত্যং মুদ্গপর্ণী রসৈঃ সহ।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমি পাতো ভবত্যলম্ ॥

পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা পলাশবীজ ও গন্ধক। সকল দ্রব্য সমানভাগ; ঘোষালতার রসে ১দিন মাড়িয়া ২ রতি বটী। অনুপান চিনি মিশ্রিত মুগানির রস।

পারদ—ত্রিদোষঘ্ন, সর্ব্বব্যাধি বিনাশক। ইন্দ্রযব—ক্রিমিঘ্ন। বনযমানী—আগ্নেয়। মনঃশিলা—

মনঃশিলা গুরুর্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষ শ্বাসকাসভূত বিষাস্রনুৎ ॥

শোধিত মনঃশিলা গুরু, বর্ণ্য, সারক, উষ্ণ, লেখন, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন ও শ্বাসাদি রোগনাশক।

পলাশবীজ—ক্রিমিঘ্ন। গন্ধক—ক্রিমিঘ্ন।

ঘোষালতার রস—ক্রিমিঘ্ন।

মুগানির রস—

মুদ্গপর্ণী হিমারুক্ষা তিক্তাস্বাদুশ্চ শুক্রলা।
চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রাহিণী জ্বরদাহনুৎ ॥
দোষত্রয় হন্ত্রী লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোঽতিসারজিৎ।
বাতরক্তং ক্ষয়ং কাসং নাশয়ত্য বিকল্পতঃ ॥

ইহা শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, স্বাদু, শুক্রজনক, চক্ষের হিতকর, গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

কীটমর্দ্দেরসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধ গন্ধমজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টি ব্রহ্মদণ্ডী যথাক্রম গুণোত্তরম্ ॥
চূর্ণয়েন্মধুনা মিশ্রং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিদ্ভবেৎ।
কীটমর্দ্দো রসোনাম মুস্তকাথং পিবেদনু ॥

পারদ ১তোলা, গন্ধক ২তোলা, বনযমানি ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা ও বামনহাটী ৬ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুসহ মাড়িয়া ২।৩' রতি পরিমিত বটী করিবে। অনুপান মধু ও মুথার ক্বাথ।

পারদ—সর্ব্বব্যাধি বিনাশক। গন্ধক—ক্রিমিঘ্ন। বনযমানী—ক্রিমিঘ্ন। কুচিলা—আগ্নেয়।

বামনহাটী—

ভার্গীরুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ।
দীপনী তুবরা গুল্ম রক্তমুন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥
শোথ কাস কফশ্বাস পীনস জ্বরমারুতান্।

ইহা রুক্ষ, কটু, তিক্ত, রোচক, উষ্ণ, পাচক, লঘু আগ্নেয় ও কষায়। ইহা সেবনে

রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস পীনস, জ্বর ও বায়ু প্রশমিত হয়।

বহির্ম্মলজ ক্রিমি নিবারণের জন্য—

পেষয়েদারনালেন নাড়ীচস্থ ফলানিচ।
যূকালিখ্যা প্রশান্ত্যর্থং দদ্যাল্লেপন্ত মস্তকে॥

ললিতাশাকের বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন সমস্ত নষ্ট হয়।

রসেন্দ্রেণ সমাযুক্তো রসো ধুস্তূর পত্রজঃ।
তাম্বুল পত্রজোবাপি লেপাদ যূকা বিনাশনঃ॥

ধুতরা পাতার রস কিম্বা পানের রস পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন বিনষ্ট হয়।

ধুস্তূর তৈলম্।

ধুস্তূর পত্র কল্কেন তদ্রসেন চ সাধিতম্।
তৈলমভ্যঙ্গ মাত্রেণ যূকাংনাশয়তি ধ্রুবম্॥

কটু তৈল /৪ সের, ধুতূরার পাতার রস ১৬ সের। কল্কার্থ ধুতূরা পাতা /১ সের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে উকুন নষ্ট হয়।

সকল প্রকার ক্রিমি বিনাশের জন্য "হরিদ্রা-খণ্ড" একটি সিদ্ধ ফলপ্রদ ঔষধ। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে।

স্বরসং পারিভদ্রস্য প্রস্থমাদায় যত্নতঃ।
তদর্দ্ধঞ্চ সিতাং দত্ত্বা ঘৃতং কুড়বসম্মিতম্।
প্রস্থার্দ্ধং রজনীচূর্ণং দত্ত্বা পাকং সমাচরেৎ।
যথা দর্ব্বী প্রলেপঃ স্যাৎ তদৈষাং চূর্ণ মাক্ষিপেৎ।
চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীবকম্।
যমানীদ্বয় সিন্ধুত্থং বিড়ঙ্গীফলমেবচ।
পাঠা বিড়ঙ্গকঞ্চৈব শারিবাদ্বয় বাসকৌ।
পলাশবীজং ব্যোষঞ্চ ত্রিবৃদ্দন্তী সরেণুকা।
অরিষ্টং সোমরাজী চ প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।

পালিধা মাদার পত্রের রস /৪ সের, চিনি /১ সের, ঘৃত /১ সের ও হরিদ্রাচূর্ণ /১ সের, সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া পাকশেষ হইয়া আসিলে চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া মুথা, বিড়ঙ্গ কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, দন্তীমূল রেণুকা, নিমছাল ও সোমরাজী—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। মাত্রা ।০ আনা।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে পালিধা মাদারের রস—ক্রিমিঘ্ন। চিনি—বাতপিত্তনাশক। ঘৃত—

ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্।
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষী পাপ পিত্তাংনিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দিকান্ত্যোজঃ তেজো লাবণ্য বৃদ্ধিকৃৎ।
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যং আয়ুষ্যং বলকৃদ্গুরু।
উদাবর্ত্ত জ্বরোন্মাদ শূলানাহ ব্রণান হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষং ক্ষয় বীসর্প রক্তনুৎ।

ইহা রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য, আগ্নেয়, শীতলবীর্য্য, বিষঘ্ন, দারিদ্র্য নাশক, পাপধ্বংসী, পিত্তনাশক, বায়ুশান্তিকর, অল্প অভিষ্যন্দী, লাবণ্যজনক, ওজোবর্দ্ধক, তেজস্কর, কান্তিকারক, বুদ্ধিউৎপাদক, স্বর বিশোধক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, বায়ুশুদ্ধিকর, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক। ইহা পানে উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল আনাহ, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প রক্তদোষ প্রশমিত হয়।

হরিদ্রাচূর্ণ—

হরিদ্রা কটুকা তিক্তারুক্ষোষ্ণা কফ পিত্তনুৎ।
বর্ণ্যা ত্বগদোষ মেহাস্র শোথ পাণ্ডুব্রণা পহা॥

ইহা কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ ও বর্ণজনক।

কফ, পিত্ত ও ত্বকের দোষ, মেহ রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণ ইহা দ্বারা নষ্ট হয়।

চিতামূল—দীপন, ক্রিমিঘ্ন। হরীতকী—ত্রিদোষঘ্ন, সারক। আমলকী—ত্রিদোষঘ্ন। বহেড়া—কফনাশক। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। কৃষ্ণজীরা—দীপন। যমানী দীপন। বন যমানী আগ্নেয়। সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষঘ্ন। আকনাদি—ক্রিমিঘ্ন। শ্যামালতা—ত্রিদোষঘ্ন, বিষঘ্ন। অনন্তমূল—ত্রিদোষ নাশক।

বাসকছাল—

বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্র নাশনঃ।
তিক্ত স্তবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীত স্তৃড়র্ত্তিহৃৎ॥
শ্বাস কাস জ্বরচ্ছর্দ্দি মেহ কুষ্ঠ ক্ষয়াপহ।

ইহা বায়ুকারক, স্বরশোধক, তিক্ত, কষায়, হৃদ্য, লঘু ও শীতল। কফবৃদ্ধি, রক্ত পিত্ত, তৃষ্ণা রোগ, কাস, জ্বর, বমি,মেহ ও ক্ষয় রোগে ইহা উপকারক।

পলাশবীজ—ক্রিমিঘ্ন। শুঁঠ—আগ্নেয়। পিপুল—দীপন। মরিচ—আগ্নেয়। তেউড়ী—রেচক—দন্তীমূল—রেচক।

রেণুকা—

রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ।
পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচিনী গর্ভপাতিনী॥
বলাস বাতকৃচ্চৈব তৃটকণ্ডূ বিষদাহ নুৎ।

ইহা পাকে কটু রস, তিক্ত, উষ্ণ, কটু, লঘু, পিত্তল,আগ্নেয়, স্মরণ শক্তি বর্দ্ধক, পাচক, গর্ভপাতকারক, কফজনক ও বায়ু বর্দ্ধক। তৃষ্ণা, কণ্ডু, বিষরোগ ও দাহরোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

নিম্বছাল—

নিম্বঃ রুক্ষো কুট ভেদী কটু পাকোঽগ্নি বাত নুৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট কাস জ্বরারুচি ক্রিমি প্রনুৎ॥
ব্রণ পিত্ত কফচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠ হৃল্লাস মেহনুৎ।

ইহা রুক্ষ, কটু, ভেদী, পাকেও কটু,অগ্নি-বাত নাশক ও শ্রমশান্তিকর। তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমন, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহ রোগ নাশক।

সোমরাজী—

বাকুচী মধুরা তিক্তা কটু পাকা রসায়নী।
বিষ্টম্ভ হৃৎ হিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্র পিত্তনুৎ॥
রুক্ষা হৃদ্যা শ্বাস কুষ্ঠ মেহ জ্বর ক্রিমি প্রনুৎ।
তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠ কফানিল হরং কটু।
কেশ্যং ত্বচ্যং বমি শ্বাস কাস শোথাম পাণ্ডুনুৎ॥

ইহা মধুর, তিক্ত, কটু, রসায়ন, বিষ্টম্ভ নাশক, শীতল, রোচক, সরঃ, শ্লেষ্ম নাশক, রক্তপিত্ত নাশক, রুক্ষ ও হৃদ্য। শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমি নষ্ট করে। সোমরাজীর ফল পিত্তল, কেশের হিতকর, ত্বকের উপকারক ও কটু। কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, বমি শ্বাস, কাস শোথ, আম ও পাণ্ডু রোগ ইহার দ্বারা নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্য।

দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, রাত্রিতে সাগু-বার্লি। তরকারির মধ্যে উচ্ছে, করোলা, মানকচু, ডুমুর, পটোল, মোচা প্রভৃতি। তিক্ত কষায় কটু রস বিশিষ্ট দ্রব্য এই রোগে হিতকর। তক্র এবং পাতি বা কাগজী লেবুর রস ও এই পীড়ায় উপকারক।

গুরু ভোজন, মিষ্টদ্রব্য, পিষ্টকাদি, দধি, অধিকঘৃত এবং মাষকলাই এই রোগে অহিতকর। মাংস এই রোগে অতিশয় কুপথ্য। দিবানিদ্রা এবং মলমূত্রাদির বেগ ধারণও ক্রিমি রোগে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

পাণ্ডু, কামলা, হলীমক।

পাণ্ডু রোগ পাঁচ প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ ও মৃত্তিকাভক্ষণজাত।

বাতজ পাণ্ডুরোগীর প্রধান চিহ্ন ত্বক, মূত্র, চক্ষু ও নখের কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণত্ব প্রাপ্তি ও ঐ সকলের রুক্ষভাব ধারণ। পিত্তজ পাণ্ডু রোগীর প্রধান চিহ্ন সমস্ত দেহ এবং মল, মূত্র ও নখের পীতবর্ণত্ব প্রাপ্তি। শ্লেষ্মজ পাণ্ডু রোগীর প্রধান চিহ্ন ত্বক, মূত্র, নেত্র ও মুখের শুক্লবর্ণত্ব প্রাপ্তি ও শোথ প্রকাশ। সান্নিপাতজ পাণ্ডু রোগীর উপরোক্ত সকল প্রকার মিশ্রিত চিহ্নই যুগপৎ প্রকাশমান হইয়া থাকে। মৃত্তিকাভক্ষণজাত পাণ্ডুরোগীর রসরক্তাদি ধাতু সমূহ ও ভুক্ত দ্রব্যাকে রুক্ষ করিয়া স্বয়ং অপক্ক থাকিয়া রস বহাদির স্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ করিয়া থাকে, এই পাণ্ডুরোগীর উদর মধ্যে ক্রিমি জন্মিয়া থাকে।

যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি না ঘটিলে কোন প্রকার পাণ্ডু রোগই উৎপন্ন হইতে পারেনা, এইজন্য সকল প্রকার পাণ্ডু রোগীর পক্ষেই প্রধান ও প্রশস্ত চিকিৎসা যকৃতের ক্রিয়ার সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন কার্য। নিম্নে কতকগুলি উপায় বলা যাইতেছে।

> পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনী বিপক্কং যৎ ত্রৈফলং
> তৈন্দুকমেব বাপি।
> বিরেচন দ্রব্য কৃতান্ পিবেদ্বা যোগাংশ্চ বৈরেচনি-
> কান্ ঘৃতেন॥

হরিদ্রার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বা ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত অথবা বাতব্যাধি রোগোক্ত তৈন্দুকঘৃত কিম্বা বিরেচক দ্রব্য দ্বারা সাধিত ঘৃত অথবা ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ পাণ্ডু রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

সাধারণতঃ বায়ুজনিত পাণ্ডু রোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পিত্তজনিত পাণ্ডু রোগে তিক্ত দ্রব্য সেবন ও শীত ক্রিয়া, শ্লেষ্মজনিত পাণ্ডুরোগে কটু দ্রব্য সেবন, রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া এবং মিশ্রদোষজন্য পাণ্ডুরোগে মিশ্র ক্রিয়া করিবে—ইহাই শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত উপদেশ। যথা—

> বিধিঃ স্নিগ্ধস্তু বাতাখ্যে তিক্ত শীতস্তু পৈত্তিকে।
> শ্লৈষ্মিকে কটু রুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে॥

শাস্ত্রকার উপরোক্ত যে সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ নিম্ন-লিখিতভাবে করা যাইতে পারে, যথা—বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার কাথ, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে ২ তোলা ৫ মাষা ৪ রতি চিনির সহিত ১০ মাষা ৮ রতি পরি-মিত তেউড়ীচূর্ণ, কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া এবং গোমূত্র অনুপানে সেবন অথবা গোমূত্রের সহিত শুঁঠচূর্ণ চারি মাষা ও লৌহ ভস্ম এক মাষা অথবা গোমূত্র সহ পিপুল চূর্ণ চারি মাষা ও শুঁঠ চূর্ণ চারি মাষা কিম্বা গোমূত্রের সহিত শিলাজতু তিন মাষা অথবা ঘৃতপিষ্ট গুগ্‌গুলু আট মাষা সেবনের ব্যবস্থায় পাণ্ডুরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

কামলা রোগের হেতু ও সংপ্রাপ্তি।

পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি বহুল পরিমাণে পিত্তকারক দ্রব্য সেবন করে, তাহা হইলে তৎকর্তৃক বর্দ্ধিত পিত্ত তাহার রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ উৎপন্ন করে। কামলা রোগীর চক্ষু, চর্ম্ম, নখ ও মুখ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, ঐ রোগীর মলমূত্র পীত বা রক্তবর্ণ হয় এবং শরীরের বর্ণ বৃহৎ ভেকের ন্যায় হইয়া থাকে। এই কামলা রোগ কখন কোষ্ঠপ্রদেশকে আশ্রয় করে, কখন বা রক্তাদি ধাতুসমূকে আশ্রয় করিয়া

থাকে। যদি এই রোগ বহুকাল স্থায়ী ও থরীভূত হয়, তবে তাহাকে 'কুম্ভ' কামলা বলিয়া থাকে। ইহা কোষ্ঠাশ্রিত ব্যাধি।

হলীমক।

হলীমক রোগ—পাণ্ডুরোগের প্রকার ভেদ-মাত্র। পাণ্ডু রোগীর বর্ণ যদি হরিৎ, শ্যাব এবং পীতবর্ণ হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, মন্দাগ্নি, মৃদু বেগযুক্ত জ্বর, শারীরিক বেদনা, অরুচি, ভ্রম প্রভৃতি উপস্থিত হয় তবে তাহাকে হলীমক বলে। বায়ু ও পিত্ত হইতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা অরিষ্টকস্য বা।
শ্রাতর্মাক্ষিক সংযুক্তঃ শীতলঃ কামলাপহঃ।
অঞ্জনে কামলার্ত্তনাং দ্রোণপুষ্পীরসোহিতঃ।
গুড়ূচীপত্র কল্কং বা পিবেত্তক্রেণ কামল॥
ধাত্রী লৌহ রজো ব্যোষ নিশা ক্ষৌদ্রাজ্য শর্করাঃ।
লীঢ়া নিবারয়ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি॥
কুম্ভাখ্য কামলায়াস্ত হিতঃ কামলিকো বিধিঃ।
গোমুত্রেণ পিবেৎ কুম্ভ কামলাবান্ শিলাজতুম্॥

ত্রিফলা কিম্বা গুলঞ্চ অথবা দারুহরিদ্রা বা নিম্বের শীত কষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ উপ-শমিত হয়। দ্রোণপুষ্পীর রস দ্বারা অঞ্জন দিলেও কামলা রোগে উপকার হইয়া থাকে। গুলঞ্চের পাতা পেষণ করিয়া তক্রসহ পানে কামলা রোগের শান্তি হইয়া থাকে। আমলকী, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, মধু, ঘৃত ও চিনি—এই সকল দ্রব্য সমভাগে সেবন করিলে সুদারুণ কামলাও নিবারিত হয়। কুম্ভ কামলা রোগে শিলাজতু গোমূত্রের সহিত পান করা উত্তম ব্যবস্থা।

দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্ম্মলমায়সন্ত গোমুত্র নির্ব্বাপিতমষ্টবারান্।
বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ কুম্ভাহ্বং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥
অপহরতি কামলার্ত্তির্নস্তেন কুমারিকা জলং সদ্যঃ॥

বহেড়া বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে প্রক্ষেপ দিবে। এইরূপ আটবার দগ্ধ ও নির্ব্বাপিত করতঃ চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে কুম্ভকামলা এবং পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা নস্য লইলেও কামলা নষ্ট হয়।

হলীমক নিবারণের জন্য—

মারিত মায়সক্ষুর্ণ মুস্তাচূর্ণেন সংযুতম্।
খদিরস্য কষায়েন পিবেদ্ধন্ত হলীমকম্॥
সিতা তিলা বলা যষ্ঠী ত্রিফলা রজনীযুগৈঃ।
লৌহং লিহ্যাৎ সমধ্বাজ্যং হলীমক নিবৃত্তয়ে॥

জারিত লৌহচূর্ণ এবং মুথা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া খদিরকাষ্ঠের কাথসহ পান করিলে হলীমক নষ্ট হয়।

চিনি, তিল, বেড়লা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার সহিত মধু ও ঘৃত সংযুক্ত লৌহ সেবন করিলে হলীমক প্রশমিত হয়।

সকল প্রকার পাণ্ডু রোগেই "নবায়স লৌহ" অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্লেষ্মজ পাণ্ডু রোগে ইহার সহিত প্রতি মাত্রায় ১ রতি পরি-মাণে মকরধ্বজ মিশাইয়া দেওয়া আরও ভাল ব্যবস্থা। কুলেখাড়ার রস ও মধু, শ্বেত পুনর্ণ-বার রস ও মধু এই সকল নবায়স লৌহের উৎকৃষ্ট অনুপান। এই ঔষধের উপাদান—

ত্র্যূষণ ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গ চিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়ো রজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, চিতামূল, ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা। জলসহ মাড়িয়া ৪।৫ রতি পরিমিত বটি।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে শুঁঠ—

শোথনাশক। পিপুল—বাতশ্লেষ্মনাশক। মরিচ—বাতশ্লেষ্মনাশক। হরীতকী—সারক। আমলকী—সারক। বহেড়া—শ্লেষ্মঘ্ন। মুথা—আগ্নেয়। চিতা—দীপন। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। লৌহ—পাণ্ডুরোগনাশক।

"ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ" এবং "পঞ্চামৃত লৌহমণ্ডূর"—এই দুইটি ঔষধও সকল প্রকার পাণ্ডুরোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিম্নে এই দুইটি ঔষধের উপাদান লিখিত হইতেছে।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্।

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ।
সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুনশ্চ পলং তথা॥
তোলৈকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয় সমন্বিতম্।
ততঃ পাত্রে বিধাতব্যাং লৌহে বা মৃন্ময়ে তথা।
ভাবিতং মধুসর্পিভ্যাং রৌদ্রে শিশির এবচ।
ভোজনাদৌ তথামধ্যে চান্তেচৈব প্রয়োজয়েৎ।

মণ্ডূর ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা, কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামুল, মুথা, ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকটির ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ পাত্রে বা মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃত ৮ তোলা ও মধু ৮ তোলা দ্বারা রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিয়া পৃথক পৃথক ভাবনা দিবে। মাত্রা দুই আনা। ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেবন করিতে হয়।

মণ্ডূরের প্রধান গুণ—ইহা পাণ্ডুরোগনাশক। চিনি—বাতপিত্তনাশক। লৌহ—পাণ্ডুরোগঘ্ন। শুঁঠ—শ্লেষ্মঘ্ন। পিপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। মরিচ—কফঘ্ন। হরীতকী—ত্রিদোষঘ্ন। আমলকী—রসায়ন। বহেড়া—কফনাশক। চিতা দীপন। মুথা—আগ্নেয়। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। ঘৃত—ওজোবর্দ্ধক। মধু—সূক্ষ্ম দৈহিক স্রোতঃ সকলের বিশুদ্ধি কারক।

পঞ্চামৃত লৌহমণ্ডূর।

লৌহং তাম্রং গন্ধমভ্রং পারদঞ্চ সমাংশিকম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা।
কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয়ঃ পুষ্করম্।
যমানী জীরযুগঞ্চ শটী ধান্যঞ্চ চব্যকম্।
প্রত্যেকং লৌহং ভাগঞ্চ প্রকৃ চূর্ণস্তু কারয়েৎ।
সর্ব্ব চূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহ কিট্টকম্।
গোমূত্রে পাচয়েদ্ বৈদ্যো লৌহ কিট্টং চতুর্গুণে।
পুনর্ণবাষ্ট গুণিতং কাথং তত্র প্রদাপয়েৎ।
সিদ্ধেহবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষানুপানতঃ।

লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামুল, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, ধনে, চই—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক মণ্ডূর। মণ্ডূরের চারিগুণ গোমূত্র এবং আট গুণ পুনর্ণবার কাথ। প্রথমে গোমূত্র, মণ্ডূর চূর্ণ ও পুনর্ণবার কাথ একত্র পাক করিয়া পাত্রস্থ পদার্থ ঘন হইয়া আসিলে লৌহাদি অন্যান্য চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইয়া লইতে হয়। তাহার পর শীতল হইলে ৮ তোলা মধু মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা চারি আনা। অনুপান কুলেখাড়ার রস। প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেব্য।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে লৌহ পাণ্ডুরোগঘ্ন। তাম্র—ত্রিদোষপ্রশমক। গন্ধক—কফ ও বায়ু নাশক। অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। শুঁঠ—বায়ু নাশক। পিপুল—কফঘ্ন। মরিচ—শ্লোথঘ্ন। হরীতকী

—বাতপিত্ত কফঘ্ন। আমলকী - রসায়ন। বহেড়া—শ্লেষ্মঘ্ন। মুথা—আগ্নেয়। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। চিতামুল—দীপন। চিরাতা—শোথঘ্ন। দেবদারু—শোথঘ্ন। হরিদ্রা—কফপিত্তঘ্ন, ত্বকের দোষ নাশক। দারু-হরিদ্রা—পিত্ত নাশক। কুড়—বায়ু ও কফ নাশক। যমানী—পাচক। জীরা—আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—পাচক। শঠী—আগ্নেয়। ধনে—দীপন। চই—দীপন। মণ্ডুর—পাণ্ডুরোগঘ্ন। গোমূত্র—পাণ্ডু রোগনাশক। পুনর্ণবা—পাণ্ডু নাশক।

"কামলান্তক লৌহ"—কামলা এবং হলীমক রোগে ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধের অনুপান মধু। ইহার উপাদান—

> দ্বিপলং জারিতঃ লৌহং লৌহার্দ্ধং জারিতাভ্রকম।
> মণ্ডূরঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং মৃত বঙ্গকম্।
> বঙ্গার্দ্ধং মাগধং শুণ্ঠী পিপ্পলী গজপিপ্পলী।
> ত্রম্বিকং গন্ধপত্রঞ্চ দার্ব্বী চব্যং যমানিকা।
> চিত্রকঃ কটফলং রাস্না দেবদারু ফল ত্রিকম্।
> রসাঞ্জনং চাতিবিষাং সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
> কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য সোমরাজ রসস্য চ।
> মণ্ডূকপর্ণাঃ স্বরসৈ ভাবয়েচ্চ দিন ত্রয়ম্।

লৌহ ১৬ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, মণ্ডুর ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা এবং শুঁঠ, পিঁপুল, গজ পিঁপুল, তেজপত্র, দারু হরিদ্রা, চই, যমানী, চিতা, কটফল, রাস্না, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন ও আতইচ—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া কেশুরিয়া ভৃঙ্গরাজ, সোমরাজ ও থুলকুড়ীর ইহাদের প্রত্যেকটির রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২।৩রতি বটী করিবে, (কামলারোগে প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিও)।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে লৌহ, ও অভ্র, মণ্ডুর পাণ্ডু নাশক। শুঁঠ, পিঁপুল বাত শ্লেষ্মঘ্ন। গজ পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। তেজপত্র শ্লেষ্মঘ্ন। দারুহরিদ্রা—পিত্তঘ্ন। হরিদ্রা—পিত্তঘ্ন। চই—যমানী ও চিতা দীপন। কটফল—শ্লেষ্মঘ্ন। রাস্না—বাতঘ্ন। দেবদারু শ্লেষ্মঘ্ন। হরীতকী ও আমলকী—ত্রিদোষঘ্ন। বহেড়া—শ্লেষ্মঘ্ন। রসাঞ্জন—ঘনীভুত শ্লেষ্মা-নাশক। আতইচ—আগ্নেয়। কেশুরিয়া ও ভৃঙ্গরাজ—পাণ্ডু নাশক। সোমরাজ - শ্লেষ্মঘ্ন। থুলকুড়ী—পাণ্ডু রোগনাশক।

পুনর্ণবাদিমণ্ডুর ও ত্র্যূষনাদি মণ্ডুর নামক ঔষধ দুইটিও কামলা, হলীমক এবং পাণ্ডু রোগে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে নিম্নে ঔষধ দুইটীর উপাদান লিখিত হইতেছে।

পুনর্ণবাদি মণ্ডূরম্।

> পুনর্ণবা ত্রিবৃচ্ছুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানিচ।
> বিড়ঙ্গং দেব কাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করা হ্বয়ম্।
> ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রেচ দন্তী চ চবিকা তথা।
> কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলী মূল মুস্তকম্।
> এতানি সমভাগানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।
> গোমূত্রে দ্বষ্ট গুণে পক্ত্বা স্থপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে।

পুনর্ণবা, তেউড়ী মুলের ছাল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতালমূল, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, কটুকী, পিঁপুলমূল ও মুথা—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ সমভাগ। সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ মণ্ডুর এবং মণ্ডুরের আট গুণ গোমুত্র। প্রথমে মণ্ডুর অষ্ট গুণ গোমুত্রসহ পাক করিয়া জলী-য়াংশ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে অন্যান্য চূর্ণ-

গুলি নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ঔষধ ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে মাত্রা ।০ আনা।

ত্র্যূষণাদি মণ্ডূরম্।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বীত্বউ মাক্ষিকো ধাতু গ্রন্থিকং দেবদারুচ।
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান চূর্ণান কৃত্বা পৃথক পৃথক।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধ মঞ্জন সন্নিভম্।
মূত্রেচাষ্ট গুণে পক্ত্বা তস্মিং স্তু প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
উড়ুম্বর সমান কৃত্বা বটকং স্তান্ যথাগ্নিতু।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, দারু হরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিঁপুলমূল ও দেবদারু—প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ মণ্ডূরচুর্ণ এবং মণ্ডূরের আট গুণ গোমূত্র। পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া লইবে।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক—সকল প্রকার রোগেই অবস্থা বিবেচনায় "মুর্ব্বাদ্য ঘৃত" ও "ব্যোষাদ্য ঘৃত" একবার করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতেই পারে। এ দুইটি ঘৃতের উপাদান—

মুর্ব্বাদ্য ঘৃতম্।

মূর্ব্বা তিক্তা নিশা যাস কৃষ্ণা চন্দন পপ্প টৈঃ।
ত্রায়ন্তী বৎস ভূনিম্ব পটোলাম্বুদ দারুভিঃ।
অক্ষ মাত্রে ঘৃত প্রস্থং সিদ্ধং ক্ষীরং চতুর্গুণম্।

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ দুর্ব্বামূল, কটুকী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিঁপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, বলাডুমুর, কুড়চি ছাল, চিরাতা, পলতা মুথা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। মাত্রা ।০ তোলা।

ব্যোষাদ্য ঘৃতম্।

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্ণবা।
মুস্তাক্ষয়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারুচ।
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈ স্তৈঃশৃতং ঘৃতম্।
সর্ব্বান্ প্রশময়ত্যেতত্ বিকারান্ মৃত্তিকা কৃতান্।

ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বেলছাল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্বেত পুনর্ণবা. রক্ত পুনর্ণবা, মুথা, লৌহচূর্ণ, আক-ন্দাদি, বিড়ঙ্গ দেবদারু, বিছাটি ও বামনহাটি সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের।

পথ্যাপথ্য—উত্তেজক পানাহার এই সকল রোগে বর্জ্জনীয়। জীর্ণজ্বর ও যকৃৎ রোগে পথ্যাপথ্য পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকে প্রতি পালন করিবে।

রক্তপিত্ত।

সাধারণতঃ রক্ত পিত্ত দুই প্রকার; উর্দ্ধগত ও অধোগত। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তকে কফের অনুবন্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তকে বাতানুবন্ধ জানিবে এবং উর্দ্ধ এবং অধঃ উভয় মার্গগত রক্তপিত্তে কফ ও বায়ু উভয়ই সংসৃষ্ট থাকে। কফজ রক্তপিত্তে রক্ত ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হয়। বাতজ রক্তপিত্তে শ্যাব বা অরুণবর্ণ ফেণাযুক্ত, তরল ও রুক্ষ রক্ত গুহ্য, যোনি বা লিঙ্গ এই সকল অধোমার্গ দ্বারা নিঃসরিত হইয়া থাকে। পিত্তের আধিক্যে বট ও পারুলাদির কাথ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্র সদৃশ, চিক্কণ, গৃহধূমের ন্যায় বা অঞ্জনের ন্যায় রক্ত নির্গত হয়। দুই দোষ বা তিন দোষের মিশ্রণে—যে দুইটি বা তিনটি দোষের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শারীরিক দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি,

মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্ত দ্রব্যের বিদগ্ধ পাক, অধীরতা, হৃদয়ে বেদনা, পিপাসা, মলভেদ, মস্তকের সন্তাপ, নিষ্ঠীবন, পূয নির্গম, আহারে অনিচ্ছা, অজীর্ণ, রক্তে পচা দুর্গন্ধ, রক্তের বর্ণ মাংসধোত জলের ন্যায় অথবা কর্দ্দম, বা পাকা জামের ন্যায় ও ইন্দ্র ধনুর ন্যায় নানা, বর্ণ হওয়া এইগুলি রক্তপিত্তের উপসর্গ।

রক্তপিত্ত এক দোষোৎপন্ন হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজ্ভূত হইলে যাপ্য এবং ত্রিদোষ সমুদ্ভূত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

রক্তপিত্ত রোগে রোগী বলবান থাকিলে প্রথমেই রক্তরোধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না কারণ সহসা রক্ত বন্ধের জন্য হৃদ্রোগ, পাণ্ডু রোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম জরাদি দোষ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে কিম্বা অতিরিক্ত রক্ত স্রাবের জন্য বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা বুঝিলে অবশ্যই রক্ত বন্ধ করিতে হইবে।

দুর্ব্বার রস, দাড়িম ফুলের রস, এবং আলতার রস—ইহাদের কোন একটি চিনির সহিত সেবন করাইলে আশু রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

রাসা পত্র সমদ্ভূতো রসঃ সমধু শর্করঃ।
কাথো বা হরতে পীতো রক্ত পিত্তং সুদারুণম্॥

বাসক পাতার স্বরস অথবা কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সুদারুণ রক্ত পিত্তের রক্তও বন্ধ হইয়া থাকে।

পিষ্টানাং বৃষ পত্রানাং পুটপাকে রসোহিমঃ।
সমধুর্হরতে রক্তপিত্তং কাস জর ক্ষয়ান্॥

বাসক পাতা পেষণ করিয়া পুটপাক করিয়া তাহার রস শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত, কাস, জর এবং ক্ষয় নষ্ট হইয়া থাকে।

উৎপলং কুমুদং পদ্মং কহ্লারং লোহিতোৎ পলম্।
মধুকঞ্চেতি পিত্তাসৃক্ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দি হরো গণঃ॥

নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্ম, শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল ও যষ্টিমধু ইহাদের রস বা কাথ ব্যবহারে রক্তপিত্ত, পিপাসা ও বমি নষ্ট হয়।

সহসা রক্ত বন্ধ করিবার জন্য আরও কয়েকটি মুষ্টিযোগের কথা নিম্নে বলা যাইতেছে—

(১) দুগ্ধের সহিত ⁄০ এক আনা পরিমিত ফটকিরি চূর্ণ সেবন।

(২) যজ্ঞডুমুরের ফলের রস মধু বা চিনির সহিত সেবন।

(৩) আম্রপানের পাতার রস চিনি বা মধুর সহিত সেবন।

ইতঃপূর্ব্বে রক্তাতিসার এবং রক্তার্শঃ রোগে যে সকল যোগের কথা বলা হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সমস্ত যোগও রক্তপিত্তে প্রয়োগ করিলে বেশ ফল দর্শিয়া থাকে।

নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে গব্য ঘৃতে আমলকী ভাজিয়া কাঁজির সহিত পিষিয়া লইয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ কিম্বা জলের নস্য অথবা দুর্ব্বাঘাসের রস বা দাড়িম ফলের রসের নস্যও এইরূপ অবস্থায় হিতকর। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলেও এই সকল যোগের ব্যবস্থা করিবে। মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে, কাশ, শর, কৃষ্ণ ইক্ষু ও উলু মূল—মিলিত দুইতোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা—⁄১ সের জলসহ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া পান করিতে দিবে কিম্বা শতমূলী ও

গোক্ষুরী অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগানি ও মাষানির সহিত ঐরূপ ভাবে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে। যোনি হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইচ, কুড়চির ছাল ও বাবলার আটা—মিলিত দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ⁄১ সের, একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া পান করিতে দিবে। এই যোগে শুধু যোনি হইতে রক্ত নির্গম নহে, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গ দ্বার দিয়া রক্ত নির্গম—আশু বন্ধ হইয়া থাকে। কিসমিস, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু-এই কয়টি দ্রব্যের চূর্ণ বাসক পাতার রস ও মধুসহ সেবনে মুখ, নাসিকা, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া রক্তস্রাবের আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ডেলাডেলা রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে অতি অল্প মাত্রায় পায়রার বিষ্ঠা মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে।

ঐ সকল প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত বন্ধ না হইলে প্রাতে রক্ত পিত্তান্তক লৌহ-দুর্ব্বার রস ও চিনি অনুপানে, বৈকালে কুষ্মাণ্ডখণ্ড বা বাসা-কুষ্মাণ্ডখণ্ড এবং একবার করিয়া এলাদি গুড়িকা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঐ কয়টি ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে—

রক্তপিত্তান্তক লৌহম্।

ধাত্রীচ পিপ্পলী চূর্ণং তুল্যাংশঃ সিতয়া সহ।
রক্তপিত্ত হরং লৌহমম্লপিত্তং বিনাশয়েৎ॥

আমলকী ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা ও লৌহ ১ তোলা—এই কয়টি দ্রব্য একত্র জলসহ মাড়িয়া ৩,৪ রতি বটী।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে আমলকী—রক্তপিত্তনাশক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। চিনি—রক্তপিত্ত নাশক। লৌহ—কফপিত্ত প্রশমক।

কুষ্মাণ্ডখণ্ডম্।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলী কৃতম্।
পচেৎ তপ্তে ঘৃত প্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
যদা মধুনিভঃ পাক স্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ।
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বেপলে জীরকস্য চ॥
ত্বগেলা পত্র মরিচ ধান্যকানাং পলার্দ্ধকম্।
ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তত্র দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ॥
তৎ পক্বং স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে দত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম॥

পুরাতন চালকুমড়ার ত্বক ও বীজ পরিত্যাগ করিয়া শস্য গ্রহণ করিবে। তাহার পর ঐ শস্যগুলি সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ঐরূপে কুষ্মাণ্ডের শুষ্ক শাঁস ১২॥০ সের গব্যঘৃত দ্বারা তাম্রপাত্রে ভাজিয়া মধুরবর্ণ হইলে ১৬ সের কুষ্মাণ্ডের জলে সাড়ে বার সের চিনি গুলিয়া উহাতে প্রদান করিবে এবং লৌহ দর্ব্বী দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে। এইরূপ আলোড়ন করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে পিঁপুল, শুঁঠ ও জীরা- প্রত্যেকটির চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৪ তোলা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পাকশেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ⁄২ সের মধু মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান ছাগদুগ্ধ।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডম্।

পঞ্চাশচ্চ পলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ।
প্রাহ্যং পলশতং খণ্ডং বাসাক্কাথাঢ়কে পচেৎ॥
মুস্তাধাত্রী শুভাভার্গী ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
ত্রৈলেয় বিশ্ব-ধন্যাক মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ॥
পিপ্পলী কুড়বঞ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ।

বাসকছাল /৮ সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তাহার পর ত্বক ও বীজাদি রহিত কুষ্মাণ্ড শস্য সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া জল পৃথক রাখিয়া শস্যগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া উহা হইতে /৬৷৹ সের এক গোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তাম্রপাত্রে করিয়া /৪ সের ঘৃতে ভাজিবে। ঐরূপ ভাজিয়া মধুর বর্ণ হইলে উল্লিখিত বাসকের ক্বাথ ও কুষ্মাণ্ডের জলে সাড়ে বার সের চিনি গুলিয়া নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া থাকিলে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র, ও এলাইচ—এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা এবং এলবালুকা, শুঁঠ, ধনে ও মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৮ তোলা ও পিঁপুলচূর্ণ ৩২ তোলা উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে /১ সের মধু মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা—৷৹ তোলা।

এলাদি গুড়িকা।

এলা পত্র ত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যৰ্দ্ধপলং তথা।
সিতা মধুঃ খর্জ্জুর মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ।
সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্ত গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক।
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েচ্চ দিনে দিনে।

ছোট এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, পিঁপুল ৪ তোলা এবং চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর ও দ্রাক্ষা—প্রত্যেকটি ৮ তোলা। মধুর সহিত মাড়িয়া অৰ্দ্ধ তোলা পরিমিত গুড়িকা করিবে।

রক্তপিত্তে জ্বর থাকিলে রক্তবর্ণ তেউড়ী ও শ্যামবর্ণ তেউড়ী এবং এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য সম ভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া ।৹ আনা মাত্রায় এক বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই মোদকে রক্তপিত্ত ও জ্বর উভয় রোগেরই শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রক্তপিত্তের ঔষধের সহিত জ্বর নাশক ঔষধ সকলও ব্যবস্থা করিবে। রক্তপিত্তে স্বরভঙ্গ হইলে বাসক পাতার রস সহ তালীশপত্র চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকলে রাজযক্ষ্মার ব্যবস্থায় চিকিৎসা করিবে।

সুধানিধিরস এবং সমশর্কর লৌহ নামক ঔষধ দুইটিও রক্তপিত্তের সকল অবস্থায় ব্যবহার করান যাইতে পারে। নিম্নে ঔষধ দুইটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

সুধানিধি রস।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং সর্ব্বং ঘৃষ্টং
ত্রৈফলে মোদকেন।
মূষামধ্যে ভূধরে তৎ পুটিত্বা দদ্যাদ্ গুঞ্জাং
ত্রৈফলে মোদকেন।
লৌহ পাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা রাত্রৌ দদ্যাদ্রক্ত
পিত্ত প্রশান্ত্যৈ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ—সমভাগে লইয়া ত্রিফলার জলে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে ভূধর যন্ত্রে পুট পাক করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল ও লৌহ পাত্রে সিদ্ধ করা গোদুগ্ধ। এই ঔষধ রাত্রিকালে সেব্য।

সমশর্করং লৌহম্।

লৌহাচ্চ ভুগুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্।
চূর্ণং পাদস্ত বৈড়ঙ্গং দদ্যান্মধুসিতে সমে।
তাম্র পাত্রে শুক্তে দৃঢ়। স্থাপয়েদ্ ঘৃত ভাজনে।

যাবকাদি ক্রমেণৈব তক্রয়েদ্বিধি পূর্ব্বকম্।
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেল জলাদিকম্।

লৌহ ৪ তোলা, ছাগ দুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, চিনি ৪ তোলা। সমস্ত দ্রব্য তাম্র পাত্রে পাক করিয়া ঘন হইয়া আসিলে তখন উহাতে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ১ তোলা, নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে উহার সহিত ৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা দুই আনা। অনুপান নারিকেল জল।

"দূর্ব্বাদ্য ঘৃত" নামক ঔষধ নাসিকা হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে এবং কর্ণ ও চক্ষু হইতে রক্ত স্রাব হইলে ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু জ্বর থাকিলে ইহার ব্যবস্থা করিবে না। নিম্নে ইহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃতম্।

দূর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কা মঞ্জিষ্ঠা সৈলবালুকা।
সিতাশীত মুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দন পদ্মকম্।
বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈঃ সর্পিরাজং সুখাগ্নিনা।
তণ্ডুলাম্বুরজাক্ষীরং দত্বা চৈব চতুর্গুণম্।

ছাগ ঘৃত ৴৪ সের, কল্কার্থ দূর্ব্বাঘাস, সুঁদিরকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুকা, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মূথা, রক্ত চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ — প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। তণ্ডুল জল ১৬ সের, ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। যথা বিধানে পাক করিয়া লইবে।

স্মরণ রাখিবে সকল প্রকার রক্তপিত্তেই বাসকের রস ও বাসকের ক্বাথের মত অনুপান নাই। অনেক সময় শুধু বাসকের ক্বাথ বা রস সেবনেও প্রবল রক্তপিত্তের শান্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার এসম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

বাসায়াং বিদ্যমানায়মাশায়াং জীবিতস্ত চ
রক্তপিত্তীক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি।
আটরূষক মৃদ্বীকা পথ্যাক্বাথঃ সশর্করঃ।
ক্ষৌদ্রাঢ্য কফন শ্বাস রক্তপিত্ত নিবর্হন।

অর্থাৎ রক্তপিত্ত ক্ষয় এবং কাস রোগীর জীবনের আশা থাকিলে অর্থাৎ অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে যদ্যপি বাসক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে আর কোনো ভয় থাকে না। বাসক, কিসমিস ও হরীতকী— এই সকলের ক্বাথ চিনি এবং মধু সহ পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্য—ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে রোগী দুর্ব্বল না থাকিলে উপবাস দেওয়া হিতকর। কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে উপবাস না দিয়া ঘৃত, মধু ও খৈ চূর্ণ দ্বারা খাদ্য প্রস্তত করিয়া আহার করিতে দিবে। অধোগ রক্ত পিত্তে তৃপ্তিকর পেয়াদি পান হিতকর। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ বা স্রাব বন্ধের পর অন্নাদি পরিপাকের অবস্থা হইলে দিবসে পুরাতন মিহি চাউলের অন্ন, মুগ, মসূর ও ছোলার দাল, বাইন বা চিঙ্গড়ি মৎস্যের ঝোল, পটোল, ডুমুর, মোচা, মানকচু, পাকা কুমড়া, উচ্ছে ও থোড় প্রভৃতির তরকারি এবং রাত্রিতে গমের বা যবের রুটি, লুচি দিবে। সুজি, ছোলার বেশম, ঘৃত ও মিষ্টান্ন যোগে প্রস্তত খাদ্য সকল এবং ছাগ দুগ্ধ, খেজুর, দাড়িম, কিসমিস, মিছরি ও ঘৃত পক্ব ব্যঞ্জনাদি এই রোগে হিতকর। লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, শিম, আলু, শাক, অম্ল দ্রব্য, কলায়ের দাল, দধি, মৎস্য সর্ষপ তৈল, গুরুপাক; তীক্ষবীর্য্য ও রুক্ষ দ্রব্য সকল এই পীড়ায় সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবনীয়গণ।

(ডাঃ শ্রীশরৎ কুমার দত্ত এল, এম, এস)

—:o:—

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অগাধ রত্নাকর স্বরূপ। ইহাতে যে কত অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে আমরা তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, চর্চ্চা অভাবে শাস্ত্রোক্ত বহু মূল্যবান বস্তু সম্বন্ধে জনসাধারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহার বহু মূল্যবান ও পরীক্ষিত ঔষধে জীবনীয়গণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী ক্ষীর কাকোলী, ঋদ্ধি,বৃদ্ধি,জীবন্তী ও যষ্টিমধু—জীবনীয় শ্রেণীতে শাস্ত্রে এই সকল বস্তুর নামোল্লেখ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম আটটীকে অষ্টবর্গও বলে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইহাদের মধ্যে কাকোলি, ক্ষীরকাকোলি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু সচরাচর পাইয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা ঔষধে ব্যবহার করে। এখনকার খ্যাতনামা কবিরাজদিগের কেহ কেহ অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তাঁহাদের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশে মেদ ও মহামেদ ইত্যাদি জীবনীয়গণ ব্যবহার করিতেছেন। শাস্ত্রোক্ত চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধ ঋষি নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বস্তুর অভাব, প্রযুক্ত ও প্রস্তুত প্রণালীর দোষে বর্ত্তমান কালে সকল স্থানের চ্যবনপ্রাশ তদ্রূপ ফলপ্রদ না হইলেও ইহা যে একটী বিশেষ উপকরী ঔষধ তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যে সকল কবিরাজ মেদ, মহামেদ প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রস্তুত ঔষধ দ্বারা কি রকম ফল পাইতেছেন তাহা আমরা জানিনা, কিন্তু খাঁটি চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হইয়া থাকিলে তদ্বারা সুফল লাভের সম্ভাবনাই অধিক। ভাব প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে, "অপরের কথা দূরে যাউক, ভূপতিগণের পক্ষেও অষ্টবর্গ সংগ্রহ করা কঠিন।" তদা-ভাবে অষ্টবর্গের তুল্য গুণবিশিষ্ট প্রতিনিধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শাস্ত্র আলোচনায় দৃষ্ট হয়—কঠিন কঠিন রোগের প্রধান ঔষধ সমূহে জীবনীয়গণের কতক বা সম্পূর্ণ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে কতিপয় ঔষধের নামো-ল্লেখ করা যাইতেছে। চ্যবনপ্রাশ, মহামাষ তৈল, মহানারায়ণ তৈল, গুড়ূচী ঘৃত, গুড়ূচী তৈল, মহাগুড়ূচী ঘৃত মহাপিণ্ড তৈল, মহা-পদ্মক তৈল, অমৃতাদ্য তৈল, জীবকাদ্য মিশ্রক, মধুকাদি তৈল, ঋষভ ঘৃত, বলাঘৃত, ফল কল্যাণ ঘৃত, অমৃতপ্রাশ অবলেহ ইত্যাদি বহুবিধ ঔষধে জীবনীয়গণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত জীবনীয়গণের মধ্যে জীবক ও ঋষভক হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশে জন্মে। মেদ ও মহামেদ, কাকোলি ও ক্ষীরকাকোলি

মোরঙ্গাদি প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি কোশ যামল প্রদেশে পাওয়া যায় এবং ইহারা সমস্তই কন্দ জাতীয়। (U ıder ground Stem).

পাশ্চাত্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে কতকগুলি ঔষধ নূতন ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—Pituitary body, Theyroid Thymus Adrenals, Orary, Testicle, Liver, Spleen, Pancreas Kidney এবং Intestines এইগুলি প্রাণী শরীর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাণী শরীরে এমন কতকগুলি বস্তু আছে তাহাদের সাহায্যে ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ প্রথমে রসরূপে ও রস হইতে রক্তরূপে পরিণত হয়। এই সকল জিনিসের কার্য্যের পরস্পর সামঞ্জস্য আছে। উক্ত বস্তুগুলির কার্য্যের অভাবে বা অসামঞ্জস্যতা ঘটিলে কতকগুলি ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া হইয়া থাকে এই ব্যাধিগুলি ও তাহাদের লক্ষণাদির আলোচনা করিয়া উপরোক্ত যে সকল ঔষধ ব্যবহার দ্বারা প্রতীকার লাভ হয় জীবনীয়গণের দ্বারাও ঐ সকল ব্যাধি ও তজ্জনিত উপসর্গাদির উপশম হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব কথিত জীবনীয়গণ এবং উপরি-লিখিত প্রাণী শরীর হইতে প্রাপ্ত ঔষধগুলি যে একই বা সমগুণবিশিষ্ট বস্তু ইহা সহজেই অনুমেয়। বৃদ্ধ চ্যবন ঋষি এই জীবনীয়গণের ব্যবহারে নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন। প্রাণী শরীরস্থিত Thyroid gland এর অকালপক্বতা ও বৃদ্ধত্ব নিবারণের শক্তি আছে। এই সকল বস্তুর কার্য্যের অসামঞ্জস্যে আমাদ ভুক্ত দ্রব্য হইতে এক প্রকার বিষ (Tox) উৎপন্ন হইয়া তদ্দারা স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষয় প্র হইয়া বাতব্যাধি উৎপাদন করে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবনীয়গণও বাতব্যাধির প্রধান ঔষধ মহামাষতৈলে বর্ত্তমান থাকায় তদ্দারা সুফল লাভ হইয়া থাকে। ইহাদের কার্য্যের অভাব উপস্থিত হইলে ঘন ঘন গর্ভোৎপত্তি ও গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদেও মৃতবৎসা রোগনিবারক ফল কল্যাণ ঘৃতে জীবনীয়গণের মধ্যে কয়েকটীর ব্যবহার আছে। এই সকল বিষয় আলো-চনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, আয়ুর্ব্বে-দোক্ত জীবনীয়গণ এবং পাশ্চাত্য এলো-প্যাথিক শাস্ত্রসম্মত জীব শরীরস্থিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থসমূহ এক অথবা সমগুণবিশিষ্ট বস্তু।

আমার সমব্যবসায়ী চিকিৎসক বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা বিশেষ-ভাবে অধ্যয়ন করিয়াও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে আস্থা-বান ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্যক আলোচনা করিতেছেন, আমি আশা করি, তাঁহারা উভয় শাস্ত্রোক্ত ঔষধের সামঞ্জস্য পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ করিবেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল জানিতে পারিলে আমি একান্ত বাধিত ও অনুগৃহীত হইব।

আয়ুর্ব্বেদ-বন্দনা।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক

নিখিল ভুবনে এসগো নামিয়া পুনঃ তুমি এই ভারতবর্ষে,
অজর অমর হউক এ ভূমি তোমার চরণ-কমল স্পর্শে।
আকাশে বাতাসে ভূতলে সলিলে ধ্বনিত হউক বিপুলানন্দ,
আবার ভারতে পুণ্য-লগনে উত্থিত হউক্ গভীর ছন্দ।
এস গো দ্যুলোক ভূলোক মাতায়ে এস আজি পুনঃ ভারতভূমে
জাগাও আবার অমর মন্ত্রে মগ্ন আছে যে, মোহের ঘুমে।

'আত্রেয়' 'ঋষি' হারীত' 'চরক' তোমার রাতুল চরণ বন্দে,
'সুশ্রুত' 'মুনি পরাশর' হোমে ভরিল নিখিল কি চারু গন্ধে।
অতীত ভারতে নন্দন বনে হয়েছিল যাগ তোমার জন্য,
নব জাগরণে জেগেছিল সবে তোমারি মন্ত্রে,—তুমিহে ধন্য।
এস গো দ্যুলোক ভূলোক মাতায়ে এস পুনঃ এই ভারত ভূমে,
জাগাও আবার অমর মন্ত্রে মগ্নে আছে যে যে মোহের ঘুমে।

আজি ও ভারতে প্রভাতী কিরণে ফুটিছে তোমার বিমল মূর্ত্তি,
শত সন্তান পূজারত তব মুখে মাখা সব নবীন স্ফূর্ত্তি।
শঙ্খ বাজিছে মধুর লগনে মন্দিরে তব, হে চির পূজ্য,
বন্দে তোমারে বিশ্ব-মানব ওহে শাশ্বত অমর সূর্য্য।
এস গো দ্যুলোক ভূলোক মাতায়ে এস আজি পুনঃ ভারতভূমে,
জাগাও আবার অমর মন্ত্রে মগ্ন আছে যে যে মোহের ঘুমে,

প্রাণায়ামের উপকারিতা ও আবশ্যকতা।

(শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চট্টোপাধ্যায় বি, এল)

—:০:—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বায়ু দ্বারাই আমরা শরীর ধারণ করিয়া থাকি। শ্বাস প্রশ্বাসই আমাদের আয়ু, আমাদের প্রাণ ধারণের উপায়। আমাদের মনের চঞ্চলতা এই বায়ুর চঞ্চলতার জন্য, শরীরে বায়ুকে স্থির করিতে পারিলে মনের স্থিরতা হয়, তখন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি জনিত আত্যন্তিক সুখ অনুভূতি হয়। আনন্দই জীবন—নিরানন্দই মৃত্যু। বায়ু আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে খেলা করিতেছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে পঞ্চ বায়ুর পঞ্চ ক্রিয়া বলা হইয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে চিত্তবৃত্তির উদয় ও শরীরের বা আয়ুর বিনাশ সাধন হইতেছে। আমরা যখন বায়ুকে শ্বাস দ্বারা ভিতরে গ্রহণ করি, তখন বায়ু মধ্যস্থ অম্লজান ফুসফুসে গিয়া দূষিত রক্ত কণিকা সকল দগ্ধ করিয়া অর্থাৎ শোণিত কণিকাস্থ অঙ্গারের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হইয়া আঙ্গারিকাম্ল রূপে দহন ক্রিয়ার জন্য শরীরে উত্তাপ, শোণিতের বিশুদ্ধতা, খাদ্যের পরিপাক এবং জীবনীশক্তির পুষ্টি সাধন করিয়া প্রশ্বাসরূপে নির্গত হয়। এই দহন বা রাসায়নিক সংযোগ কালে অম্লজানের কিছু অংশ শোধিত হইয়া জীবনীশক্তিরূপে মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র কোষগুলির পরিমাণ পরিকম্পন দ্বারা চিন্তার বা চিত্তবৃত্তির উদয় করে। এই ক্রিয়াতে শরীরের সহিত বায়ুর দ্বারা মনের সংযোগ করিয়া শরীর মনকে এবং মন শরীরকে পরস্পর পরস্পরের ক্রিয়া দ্বারা সমভাবাপন্ন করে। সেইজন্য মনের সহিত শরীরের এত সম্বন্ধ। আবার সেই সম্বন্ধের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা বায়ুর উপর নির্ভর করে। এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেই শরীরের যেমন পুষ্টি সাধন হয়, তেমনি ক্ষয়ও হয়। এই ক্ষয় ক্ষুধার দ্বারা বুঝা যায়। খাদ্যের দ্বারা সেই ক্ষয় পূরণের চেষ্টা প্রকৃতি করেন বটে, কিন্তু পরিপাক কার্য্যেও বায়ুর কতক পরিমাণে যাইয়া উত্তাপ উৎপাদন করতঃ আর একটা ক্ষয় আনয়ন করে। আমরা যে প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করি, সেই প্রকারে শরীরের উপচয় ও অপচয় হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য যদি শরীরের উপযোগী করিবার জন্য অল্প অম্লজানের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাদের শরীরের ক্ষয় কম হয়। এই ক্ষয় কম হইলে পূরণ করিতে খাদ্য ও বায়ুও কম লাগে। যত বায়ু বেশী শরীরে প্রবেশ করে ও নির্গত হয়, ততই ক্ষয় বেশী হয় ও যত খাদ্য বেশী শরীরের মধ্যে গ্রহণ করা হয় ততই ক্ষয় হয়। সেইজন্য যতটুকু শরীর রক্ষার আবশ্যক ও যাহাতে শরীর পুষ্ট ও স্বাত্বিক ভাবপূর্ণ হয়, ততটুকু ও সেই প্রকার খাদ্য গ্রহণ করা একান্ত বিধেয়। প্রাণায়ামের সাধনায় খাদ্য সংযম বিশেষ আবশ্যক, নতুবা ফল উল্টা হয়। শ্বাস প্রশ্বাস যাহার যত কম ও যত কম দীর্ঘ তাহার তত

আয়ু বেশী—তাহা ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে নানা জাতীয় পশুর শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি মিনিটে কত হয় তাহাও দেখান গিয়াছে ও কোন ক্রিয়াতে কত বেশী দীর্ঘ হয় তাহাও দেখান গিয়াছে ; তাহার কিঞ্চিৎ পুনরুল্লেখ এখানে করিতে হইল।

বাহিরের অম্লজান ফুসফুসে আসিয়া রক্ত কণিকা দগ্ধ করে। যত বেগে ইহা আসে ও যত ঘন ঘন আসে ততই রক্তকণিকার দগ্ধ দ্বারা শরীরের ক্ষয় ও ততই বেগে প্রশ্বাসরূপে আঙ্গারিকাম্ল নির্গত হয়। খাদ্যনিহিত অম্লজান তাদৃশ ক্ষয় করে না। এই প্রাণায়াম প্রকরণে সুতরাং কোন্ খাদ্যে শরীরে ক্ষয় কম হয় ও কোন্ খাদ্যে বেশী হয় তাহাও বিবেচ্য। এক্ষণে শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা আমাদের বা অন্য জন্তুর আয়ুঃ কিরূপ কম বেশী হয় তাহা দেখা যাউক।

প্রাণীর নাম	প্রতি মিনিটে প্রায়িক শ্বাস সংখ্যা	প্রায়িক আয়
শশক	৩৬	৮
বানর	৩২	২০
কুক্কুর	২৮	১৩।১৪
ছাগল	২৩।২৪	১২।১৩
বিড়াল	২৪।২৫	ঐ
ঘোড়া	১৮।১৯	৪৮।৫০
মনুষ্য	১২।২৩	১০০
হস্তী	১১।১২	ঐ
সর্প	৭।৮	১২০।২২
কচ্ছপ	৪।৫	১৫০।৫৫

কলিকালে তন্ত্রে আছে, অহোরাত্রে মনুষ্যের ৫১৬০০ শ্বাস প্রশ্বাস হয়, তাহা হইলে মিনিটে ১৫ হয়, সেইজন্য কলির মনুষ্যের আয়ুর কম। এখন শরীরের দুর্ব্বলতার জন্য প্রায় ১৮ হইতে ২১বার শ্বাস প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে মনুষ্যের হয়, সেইজন্য আয়ুও আরও কম হয়।

কচ্ছপের শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা কম, উহার দ্ব্যম্লাঙ্গার বায়ুর নিঃসরণও কম, সেই জন্য শারীরিক ক্ষয়ও অল্প বলিয়া উহার দীর্ঘজীবী। একটা কচ্ছপ এক শত দশ বৎসর জীবিত ছিল। দুগ্ধের ন্যায় আটাযুক্ত উদ্ভিদ খাইত, অস্ত্রাঘাতে কিছুই হইত না।

দ্ব্যম্লাঙ্গার বা আঙ্গারিকাম্ল (Caobonic acid gas) বায়ুতে যে অঙ্গার ভাগ শরীর ক্ষয় করিয়া নির্গত হয় তাহার সহিত শ্বাস সংখ্যার সম্বন্ধ আছে। প্রতি মিনিটে যদি ৩বার নিঃশ্বাস বয় তাহাতে ৩৬৪.৮৬ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয় ও উহার সংখ্যা ১২ হইলে ২৭৯৮.১৮ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হইয়া যায়। সেই জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা প্রতি মিনিটে তাহার বেশী কম দ্বারা শারীরিক ক্ষয়েরও বেশী কম হয়, তদ্দ্বারা আয়ুও বেশী কম হইয়া থাকে। প্রশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধিতে আবার কিরূপ ক্ষয় হয় তাহা দেখিয়া সেই ক্রিয়ারপ্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

দেহাদ্বিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদাঙ্গুলি।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামেচ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতৌমূলে পরমায়ু প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃ ক্ষয়োঽধিক প্রোক্তো মারুতেচান্ত-
রোপ্যতে॥

প্রাণবায়ুর দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গানকালে ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ২০, বেগে গমন বা দৌড়াইলে ২৪, নিদ্রাকালে ৩০, স্ত্রীসংসর্গকালে ৩৬ এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। যাহার যত বেশী পরিমাণে নির্গত হয়, তাহার আয়ুও তত কম! যাহারা কুস্তিগির পালোয়ান, তাহারা সুস্থ, সবল, বলবান ও দৃঢ় হইলেও ব্যায়াম দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের বেশী ক্ষয় হয় বলিয়া ৩২ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যেই জীবন লীলা সংবরণ করেন। ইহা প্রত্যেক বিখ্যাত পালোয়ানের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। যাহারা বেশী পথ চলে বা দৌড়ায়—যেমন "ডাক্‌বাহক দৌড়া" তাহারা বেশী দিন ঐ কার্য্য করিলে অল্প দিনেই কালকবলে পতিত হয়। "অধ্বাজরং মনুষ্যানাম্"। যাহারা স্থুলকায় ব্যক্তি তাহারা বেশী নিদ্রা যায় ও বেশী আহারও করে, সেই জন্য তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা প্রতি মিনিটে অনেক বেশী ও দীর্ঘতাও বেশী; সেই জন্য তাহাদের আয়ুঃও কম। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ সতর্ক ছিলেন। স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বেশী হইত বলিয়া প্রাতঃসন্ধ্যায়, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় অঘমর্ষণ দ্বারা পাপ নষ্ট করিয়া প্রাণায়ামের ক্রিয়া দ্বারা নষ্ট আয়ুর পুনরুদ্ধার দ্বারা নির্দ্দিষ্টকাল জীবিত থাকিতেন। তাঁহাদের আহারও সাত্বিক ছিল। এখন আর ত্রিসন্ধ্যা নাই,—আহার সংযমও নাই। কাজেই ব্রাহ্মণই সমাজের নেতা হইয়া পতিত হওয়ায় সকলেরই দুরবস্থা; —সকলেই অল্পায়ুঃ। যে যোগী প্রাণ সাধনার দ্বারা উহার বহির্গতি কম করিতে পারেন তিনিই দীর্ঘজীবী হন। উপরের তালিকায় আরও দেখা যায় যে, যাহার শরীরে যত উত্তাপ বেশী, তাহার শরীরে তত অম্লজান (Oxygan) আবশ্যক হয়। যত উহা আবশ্যক হয় তত শরীরে অঙ্গার ভাগ (Carbon) দগ্ধ হইয়া Carbon dioxyde অম্লাঙ্গার নির্গত হইয়া শরীরের ক্ষয় করিয়া আয়ুঃ কম করে। যাহার শরীর যত শীতল, তাহার আয়ুও তত বেশী। যোগীর শরীর খুব শীতল, তাহার আয়ুও বেশী। যে জীবের শ্বাস ক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়, তাহার দৈহিক সন্তাপও অল্প। যাহার যত ঘন ঘন তাহার তত বেশী উত্তাপ এবং তাহার ক্ষুৎপিপাসাও তত বেশী ও তত বেশী আহারের আবশ্যক ও তাহার পরিপাক জন্য তত বেশী অম্লজানের আবশ্যক, সেই জন্য শরীরের ক্ষয়ও তত বেশী। শিশু ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে বলিয়া তাহার দেহের তাপ পরিমাণ বেশী এবং সেই জন্য তাহারা ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে অক্ষম। যুবকগণের শ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত কম, তজ্জন্য শিশু অপেক্ষা তাহাদের দেহের তাপও কম এবং সেই জন্য তাহারা ক্ষুৎপিপাসা সহিষ্ণু। পক্ষীর দৈহিক সন্তাপ প্রায় ১৬০° হইতে ১০৯° পর্য্যন্ত, সেই জন্য তাহারা দুই তিন দিনের অধিক ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সর্পের দেহ শীতল, তৎকারণে তাহার অল্পপরিমিত অম্লজানই যথেষ্ট; সেই কারণেই তাহারা ৩।৪ মাস, আহার না করিয়াই থাকিতে পারে,—বায়ু ভোজনে তাঁহারা অনেকদিন থাকিতে পারে। প্রাণায়াম পরায়ণ যোগীগণের দৈহিক উত্তাপ অল্প,

সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু। তাঁহারা দীর্ঘকাল পান-ভোজন না করিয়াও নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া জীবিত নিরুদ্বেগ ধ্যানপরায়ণ থাকিতে পারেন।

এক্ষণে দেখা গেল যে, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা যত কম হয় ও প্রশ্বাস যত হ্রাস হয় ও আহার কম হয়,ততই আমারা সুস্থ ও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারি। এই কার্য্য প্রাণায়াম দ্বারা হয়। মন্ত্রোচ্চারণ যদি দীর্ঘভাবে করা যায়, তাহা দ্বারাও প্রাণায়ামের কার্য্য হয়। সেই জন্য স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ পাঠাদির ব্যবস্থা আছে। খাদ্যের দ্বারা শরীরের ক্ষয় হয় কেন—তাহার কারণ এই যে, অঙ্গারিকাম্ল বায়ুতে অঙ্গার ও অম্লজান এই দুই পদার্থ থাকে। তাহাতে অঙ্গার ১ ভাগ ও অম্লজান দুই ভাগ থাকে। যদি খাদ্যনিহিত অম্লজান দ্বারা তাহার অঙ্গার পরিপাক হয় এবং বাহিরের অম্লজান আবশ্যক না হয়, সে খাদ্যে শরীরের ক্ষয় খুব কমই হয়, আর যে খাদ্যে অম্লজান কম থাকে ও পরিপাক জন্য বাহিরের অম্লজানের আবশ্যক হয় তাহাতে শরীরের ক্ষয় বেশী হয়। যাহাতে শরীরের ক্ষয় কম হয় তাহাই আয়ুষ্কর ও তাহার বিপরীত আয়ুনাশক। ইহা বুঝিয়াই ঋষিগণ খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ করিয়াছেন। দুগ্ধের প্রতি গ্রেণ অঙ্গার নষ্ট করিবার জন্য ২.১৪৪ গ্রেণ অম্লজানের প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশ অংশ দুগ্ধ হইতেই আসে; সেই জন্য দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা আয়ুস্কর পানীয় বা খাদ্য। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে কোন খাদ্য আমাদের কত উপকারী।

(১) খাদ্য (২) উহার ১ গ্রেণ অঙ্গারে যে পরিমাণে অম্লজানের প্রয়োজন হয়।

চাউল—১.৬৬৫
গম—১ ৬৮৬
যব—১.৭৫৩
গোদুগ্ধ—২.১৪৪
মাংস—২,২৫৭

১ সের বা ১৪৪০০ গ্রেণ খাদ্যের উপাদান

	Crbon অঙ্গার	Oxygen অম্লজান	জল	Hydrogen উদজান	Nytrogen যবক্ষারজান	Salt & লবণ ও পার্থিব পদার্থ
চাউল	৬০৬২'৯	৯১৭৩'৫	১০৯৪'৫	৮২০'৫	১৮২'৬	৫৭'৬
গম	৫৮৪৩	৫৭২৪'৩	১৪৪৩	৭৯৬'৩	৩৩৮'৫	২৪৪
যব	৬৩৮২	৫৮২৭'২	১৩৪৯'২	৩৪২'৮	২৫৯'২	২:৯'০৪
গোদুগ্ধ	১০০৯'৫	৫২৫'৫	১২৫৩৯'৫	১৬৪'৮	৭৪'৯	৯০
মাংস	১৮৬৮	৭৬৪'৭	১০৮০১'২	২৭৩'২	৫০১'৮	১৫২'২৩

যবক্ষারজান বড় উত্তেজক পদার্থ, উহা রজোগুণ বৃদ্ধি করে। মাংসে গোদুগ্ধাপেক্ষা যবক্ষারজান বড়, বেশী। দুগ্ধে ৭৪ ভাগ যবক্ষারজান যে পরিমাণের মধ্যে আছে সেই পরিমাণের মাংসের মধ্যে ৮ গুণ বেশী আছে এবং দুগ্ধে তমোগুণী লবণাদি যে পরিমাণে আছে, মাংসে প্রায় তাহার দ্বিগুণ আছে। সুতরাং দুগ্ধ—মাংসাপেক্ষা কেবল যোগীর পক্ষে কেন, সকলের পক্ষেই বিশেষ উপকারী। অন্নে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অম্লজান আছে,সেই জন্য পায়সান্ন যোগীর পক্ষে সুপথ্য। খাদ্যের উত্তেজকতায় শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বেশী বেশী হয়। তাহার

প্রমাণ কুকুর ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী জন্তু। বেশী যবক্ষারজান বেশী উত্তেজক বলিয়া বেশী অনিষ্টকারক। নিম্নলিখিত তালিকাদৃষ্টে উত্তেজক খাদ্যের বিচার হইবে,—

খাদ্য ১০০০ গ্রেণ	যবক্ষারজান
মাতৃদুগ্ধ	১.৭
গাভীরদুগ্ধ	২.৬
গোদুগ্ধ	৫.২
তণ্ডুল	১২.৭
যব	১৮
গম	২১.৫
মাংস	৩৭.৬২

সুতরাং দুগ্ধ—বিশেষ মাতৃ দুগ্ধ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পথ্য। সেই জন্য পরম কৃপালু শ্রীভগবান নিরাশ্রয় বালকের জন্য মাতৃ দুগ্ধ তাহার সর্ব্বাংশে উপকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাণায়াম কারীর পক্ষে কেন—সকলের পক্ষেই সেই জন্য নিরামিষ খাদ্য শ্রেষ্ঠ। আমাদের খাদ্যানুসারে গুণের তারতম্য হয়। সাত্ত্বিক; রাজসিক ও তামসিক আহার শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলা রোগ্য-সুখ-প্রীতি বিবর্দ্ধনাং।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

আয়ু (অর্থাৎ জীবন বর্দ্ধক) সত্ত্ব অর্থাৎ উৎসাহ, বল, আরোগ্য; সুখ অর্থাৎ চিত্ত প্রসন্নতা, প্রীতি অর্থাৎ রুচি বৃদ্ধিকর এবং রস যুক্ত স্নেহ অর্থাৎ তৈলাক্ত পদার্থ যুক্ত; স্থির অর্থাৎ সারবান—যাহা দেহে রস রক্তরূপে বহুক্ষণ থাকে এবং যাহাতে মলের ভাগ কম হয় এবং হৃদ্য অর্থাৎ দর্শন মাত্রেই হৃদয়ানন্দকর, এই রূপ আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। এই আহার অভ্যস্ত হইলে মানুষ জিতেন্দ্রিয়, শান্ত প্রকৃতি, দয়ালু এবং ঈশ্বর পরায়ণ হইতে পারে এবং ক্রমশ ছাব্বিশটি সাত্ত্বিক ধর্ম্ম, যথা—নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান যোগে একান্ত নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ; বেদাদি পাঠ, তপস্যা, সরলতা, অন্যের পীড়াদায়ক কার্য্য না করা, সত্য, অক্রোধ, সন্ন্যাস, শান্তি, পর নিন্দা ত্যাগ, সর্ব্ব জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, কুকার্য্যে-লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, সর্ব্ববিধ শুচিতা, জিঘাংসারাহিত্য এবং অনভিমান লাভ করিয়া মনুষ্য দেহেই দেবতা হইয়া দেবতার নিরীক্ষ্য সেই বিষ্ণুর পরম পদকে আকাশস্থ সূর্য্যের ন্যায় দর্শন করিতে সক্ষম হয়। সুখই জীবন, দুঃখই মৃত্যু। সেই জন্য সকল জীবই সুখ ইচ্ছা করে। সাত্ত্বিক গুণাবলম্বনে সুখ হয়। আবার যখন সুখ ভোগ হয়, তখন মনে সত্ত্ব ভাব প্রবাহিত হয়, সেই সময়ই প্রাণ বায়ু—ইড়া পিঙ্গলা ত্যাগ করিয়া সুষুম্নায় প্রবাহিত হয়। আহারের দ্বারা সুখ লাভ হয়, সুখ লাভে আয়ু সুষুম্নায় প্রবাহিত হয়। তাহার অন্য প্রকার বায়ুকে প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা সুষুম্নায় প্রবাহিত করিতে পারিলে সুখ লাভ হয়। এ সুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সংস্পর্শ জনিত সুখ নয়। অবশ্য ইন্দ্রিয়সুখকেও লোকে সুখ বলে, কিন্তু ইহা সুখভ্রান্তি। এই সুখ প্রাপ্তির চেষ্টার কষ্ট, প্রাপ্তিও উপভোগে কিছু সুখ এবং অন্তে দুঃখ। যেমন সুরাদি উত্তেজক পদার্থ ক্ষণেক উত্তেজনা আনিয়া প্রতিক্রিয়াকালে অবসাদ আসে, তদ্রূপ বিষয় সুখ ভোগান্তে দুঃখ আসে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দই পরম সুখদ। ইহার আদি অন্ত ও মধ্য সবই সুখময়। এই সুখ শুদ্ধাহারে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া দ্বারা লভ্য

হয়। এই ক্রিয়াদি প্রথমতঃ কষ্টকর মনে হয়, কিন্তু অভ্যাসে সুখকর হয়।

যত্তগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্॥

রাজসিক ও তামসিক আহার দ্বারা আসুরিক ভাবে আসে। সেই আহার এই প্রকার শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ-রুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজস স্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥
যাত যামং গতরসং পূতি পুর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ম্॥

অতি কটু, (অতি তিক্ত নিম্ব প্রভৃতি); অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ লঙ্কা মরিচ প্রভৃতি, অতি রুক্ষ (কঙ্গু কোদ্রব প্রভৃতি) অতি বিদাহী (সর্ষপ প্রভৃতি) এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ কালে হৃদয়ের সন্তাপ কারক, ভোজনের পর চিত্তের অপ্রসন্নতা কারক এবং রোগজনক। এই সকল দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।

প্রস্তুত হওয়ায় পর এক প্রহর অতীত হইয়াছে এরূপ অর্থাৎ শীতলাবস্থা প্রাপ্ত, রস-হীন দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিন পক্ব (বাসি), উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ অন্যের ভোজনাবশিষ্ট— এবং অখাদ্য দূষিত মাংসাদি অথবা যাহা যজ্ঞ শেষ নহে বা যজ্ঞের উপযুক্ত নহে এতাদৃশ যে খাদ্য তাহা তামসগণের প্রিয়। এই আহারের ফলে অসুখ ভাব আসে।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদ মাসুরীম্।

ধার্ম্মিকতা প্রদর্শনার্থ ধর্ম্মের আড়ম্বর, ধর্ম্ম বিদ্যাদি জন্য গর্ব্ব, স্বয়ং অতি পূজ্য বলিয়া অভি-মান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান এই গুলি আসুরী ও রাক্ষসী সম্পদের উদ্দেশে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। দৈবী সম্পদে মোক্ষ এবং আসুরী সম্পদে সংসার বন্ধন হয়।

প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শুদ্ধাহারের প্রয়োজন ও তদ্দারা অন্যান্যও সুফল হয় তাহা দেখান হইল। এই প্রাণায়ামের পূর্ব্বে কিছু কাজ করিতে হয়। তাহা শক্ত হইলেও ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে উহা আসিয়া যায়।

মরুদভ্যাসনং সর্ব্বং মনোযুক্তং সমভ্যসেৎ।
ইতরত্র ন কর্ত্তব্য মনোবৃত্তি মনীষি না॥
যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব আসনৈশ্চ সুসংযুত।
নাড়ী শুদ্ধিং তু কৃত্বা দৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥
সর্ব্ব চিন্তাং পরিত্যাজ্য সাবধানেন চেতসা।
নির্ব্বিকল্প প্রসন্নাত্মা প্রাণায়াম্ সমাচরেৎ॥

যম—(অকর্ম্মত্যাগ) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরি গ্রহ এবং ব্রহ্মচর্য্য। নিয়ম—(সুকর্ম্ম গ্রহণ) শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, প্রাণায়াম অভ্যাসের পূর্ব্বে এই গুণ গুলি অর্জ্জন করা চাই ও মনকে স্থির করা চাই, সর্ব্ব চিন্তা ত্যাগ ত্যাগ করা চাই ও প্রসন্নাত্মা হওয়া আবশ্যক। তাহার পূর্ব্বে আসনাভ্যাস দ্বারা মন স্থির হয়। আসন বহুপ্রকার। এই আসন অভ্যাস দ্বারা মনস্থির হয়। দীর্ঘকাল এক আসনে থাকা অভ্যাস করিতে হয়। এই আসন গুরুর নিকট শিখিতে হয়। প্রাণায়ামও গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। মেরুদণ্ড সোজা সর্ব্ব প্রকার আসনেই রাখিতে হয়। নাড়ী শুদ্ধি অর্থাৎ উদরে মল বদ্ধ থাকিলে প্রাণায়াম করিলে নানা রোগোৎ পত্তি হয়। কিছু কাল হরীতকী সিদ্ধ জল পান করিলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। কোষ্ঠ শুদ্ধি

হইয়া গেলে প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রাণায়াম যোগের প্রথম সোপান।

প্রাণায়াম স্তথাধ্যানং প্রত্যাহরো ২চ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গে যোগ উচ্যতে॥

প্রাণায়ামে আরম্ভ করিয়া ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা ও নিদিধ্যায়ণ দ্বারা সমাধিতে উপস্থিত হইতে পারিলেই মুক্তি, মানব জন্মের সার্থকতা সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরম সুখ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ। প্রাণায়াম হইতে প্রত্যাহারে কুম্ভক দ্বিগুণ, ধারণাতে প্রত্যাহারের 'দ্বিগুণ' ধ্যানধারণায় দ্বিগুণ ও সমাধিতে ধ্যানের দ্বিগুণ। প্রাণায়ামের উপকারিতা সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি হয় যথা—লঘুত্বমারোগ্য মলুলু পত্বঞ্চ-

বর্ণ প্রসাদং স্বরকোষ্ঠ বঞ্চ
গন্ধ শুভো মূত্র পুরীষ মল্লং
যোগ প্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥

শরীর লঘু হয়, লোভ কম হয়, শরীরের বর্ণ প্রসাদ হয়, স্বর সৌষ্ঠব হয়, শরীর হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়, মল মূত্র কম হয়। যোগ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়া যে প্রাণায়াম তাহা দ্বারা এই হয়। প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ প্রশ্বাসের দীর্ঘতা কম হইয়া শেষে নাসাভ্যন্তরচারী হয়। তাহার কি ফল নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

ইঞ্চে প্রশ্বাসের হ্রাসের মাত্রা	ফল
৮'২৫	জিতেন্দ্রিয়তা।
৭'৫	আনন্দ।
৬'৭৫	কবিত্বশক্তি।
৬	ভবিষ্যৎজ্ঞান।
৫'২৫	সূক্ষ্মদৃষ্টি।
৪'৫	আসন শূন্যে উঠা।

মাধ্যাকর্ষণ প্রতি প্রভাব বিস্তার অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া তখন শরীবে হয় না।

৩'৭৫	দূরদৃষ্টি
৩	অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি ইত্যাদি লাভ।
২'২৫	নবনিধির অস্তিত্বানুভূতি ও লাভ।
১'৫	ব্রহ্মানুভূতি।
'৭৫	দেবত্ব লাভ।
০	নির্ব্বাণ, সমাধি (প্রশ্বাস নাসিকার সীমার বাহিরে না আস)

শ্রীগীতায় যথা :—

স্পর্শাম্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষু শ্চৈবান্তরেভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিণৌ॥

শারীর বিজ্ঞান।

(শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী)

চিকিৎসা শাস্ত্রে শারীর বিজ্ঞান একটী অতি অবশ্য জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়। শারীর বিভাগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই চিকিৎসক নামে অভিহিত হইতে পারেন না। অনেকদিন হইতে চলিল, আমাদের ভারতীয় 'আর্য্য জাতির চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন অস্তাচলে যাইতে বসিয়াছে। ভারত-গগন-

এখন ক্রমশঃ তমসায় আচ্ছন্ন হইতেছে। কিন্তু তথাপি অমানিশার অন্ধকারে সুদূরের দুই একটী খদ্যোতের ন্যায় দুই এক জন ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ও চিকিৎসার খ্যাতি লাভ করতঃ ঘোর তমসা রজনীতে ও পৃথিবীর লক্ষাংশের একাংশে ধিক্ ধিক্ করিয়া নিষ্প্রভ আলোক বিকীরণ করিতেছেন। আর্য্য কীর্ত্তি কলাপ সমূহ অতীতের স্মৃতির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যে অভাবটী ভারতে ঘটিতেছে, সে অভাবটী আর কিছুতেই পূর্ণ হইতে ছেনা, ও হইবার নহে। ইহা নিশ্চয়ই ভারত বাসীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান পূর্ণ যে আর্য্য দর্শন লইয়া পৃথিবীর, অন্যান্য জাতি কত আলোচনা—কত উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের কোনই অনুরাগ নাই, কারণ আমাদের সে বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্ষমতা ও মস্তিষ্ক আমরা নিজেরাই হারাইয়া ফেলিয়াছি, অথবা সাদরে অন্যকে বরণ করিয়া বরণীয়কেই সে বিজ্ঞান চর্চ্চার ভার প্রদান করতঃ তাহাদের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছি। যে চিকিৎসা শাস্ত্র—যে জ্যোতিষ শাস্ত্র—যে দর্শন শাস্ত্র লইয়া উন্নতিশীল জাতিগণ গবেষণা করিতেছেন, যে শাস্ত্র সিন্ধু সিন্ধুর ন্যায় মথিত হইয়া কত সুধাময় ফল প্রদান করিতেছে, সেই সুধানিধি শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণের বংশধর আমরা সে উপভোগে বঞ্চিত! সে শাস্ত্রই রহিয়াছে, কিন্তু মন্থন করে কে? হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, এক সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণ সমুদ্র মন্থন করতঃ প্রচুর সুধালাভ করিয়াছিলেন, আর আমাদের ন্যায় নিঃসহায় শ্মশানবাসী ভোলানাথ যখন সমুদ্র মন্থন করিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি সুধার পরিবর্ত্তে হলাহল পাইয়াছিলেন। কারণ তিনি আমাদের ন্যায় কাহারও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। ইহা শুধু তাঁহার অদৃষ্টের দোষ ও সাহায্যের অভাব। আমাদেরও সেইরূপ অর্থের অভাব, সাহায্যের অভাব, সুতরাং আমাদেরও ভোলানাথের ন্যায় সুধার পরিবর্ত্তে হলাহলের গ্রহণ করিতে হইতেছে। যদিও কখন কোন ভারতসন্তান প্রাণের আবেগে, দুরাশার প্ররোচনায় ভারতীয় মহর্ষিগণের আয়ুর্ব্বেদকে উন্নতিপথে আনিবার জন্য সামান্যও একটু চেষ্টা করেন, বিনিময়ে হৃদয়ে গরল লইয়া তাঁহাদিগের প্রতি নিবৃত্ত হইতে হয়। শারীর বিজ্ঞানের অবনতি যে এতদূর কেন ঘটিয়াছে তাহা অনেক হৃদয়ঙ্গম ব্যক্তি উপলব্ধি করিতেছেন। পাশ্চাত্য অস্ত্র চিকিৎসার অসীম শক্তিকে সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, ইহাও আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যদি ঐ পাশ্চাত্য জাতির নিকট অস্ত্র চিকিৎসা দেখিতে না পাইতাম, তবে বোধ হয় তাহা ক্ষৌরকারের ব্যবসা বলিয়া জানিতে হইত। যে দিন হইতে শবচ্ছেদ ভারতীয়গণ পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই দিন হইতে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের ঘোর অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। শুধু শাস্ত্র পড়িয়া তাহা হাতে কলমে না করিয়া শারীর বিদ্যার জ্ঞান লাভ করা কঠিন। আমি আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র দুই টাই অধ্যয়ন করিতেছি, আমি বেশ বুঝিতেছি, যে ব্যবহারীক জ্ঞান ব্যতীত শারীরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। তবে ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আমদের চেয়ে অনেক বিজ্ঞ ও শাস্ত্র আলোচনায়

কৃতী ছিলেন। তাঁহারা হয় তো শবচ্ছেদ ব্যতীতও মনুষ্য শরীরের প্রত্যেক অস্থি, প্রত্যেক শিরা উপশিরাও জানিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের সে দিব্যচক্ষু নাই, আমাদের সে প্রগাঢ় জ্ঞান নাই, সুতরাং আমরা অন্ধ। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র আমাদের রাজার হাতে, তিনি সেই শাস্ত্রকেই উন্নতির পথে চালিত করিবার জন্য প্রচুর অর্থ অকাতরে দান করিতেছেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের দোষে ভারতীয় মহর্ষিগণের জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল—আয়ুর্ব্বেদকে কেহই সাহায্য করিতেছেন না। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে উন্নতির পথে চালনার জন্য কেহ কেহ আংশিক সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু সে সাহায্য অতি সামান্য হইতেছে। সুতরাং যে তিমিরে সেই তিমিরেই আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়া আছে। দেশীয় ধনী ও সাধারণ লোকের নিকট হইতেও আমরা কিছুই সাহায্য পাইতেছি না! আমরা এত কাঁদিতেছি, কিন্তু কই অশ্রুবিগলিত হইয়া ভারত জননীর চরণে পড়িতেছে না। তবে আর কিরূপে ভারতে আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ সংস্কার হইবে? একদিনের চেষ্টায় এত দীর্ঘকাল ব্যাপী অবনতির দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। এজন্য নিরস্ত থাকাও চলিবে না। জীব সমুদয় আশাতেই বাঁচিয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলে অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের অনেকেরই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির ইচ্ছা থাকিতে পারে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায় অধিকাংশই নিশ্চেষ্ট। স্বার্থত্যাগ করিয়া কয়জন আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে জীবন ও অর্থ উৎসর্গ করিতেছেন? শবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার জন্যই আমার এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। সুতরাং যতদুর সম্ভব স্পষ্ট করিয়া উহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞানের সহিত আমাদের ভারতীয় শারীর বিজ্ঞানের তুলনা করিলে অনেক ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। অবশ্য এই প্রবন্ধে স্থানে স্থানে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের অনেকের মনেই ধারণা আছে যে, আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অনেকেই পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিষয়গুলি নিজেদের বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহা যে ধ্রুব সত্য তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

অস্থিতত্ত্ব।

সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বং শরীরং বেদ যো ভিষক।
আয়ুর্ব্বেদং স কার্ৎস্নেন বেদলোক সুখপ্রদমিতি॥
"চরক"

অর্থাৎ যে ভিষক সর্ব্বশরীর সর্ব্বদা অবগত আছেন, সুখপ্রদ আয়ুর্ব্বেদ সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই জানা আছে।

শরীরং দ্বিবিধং স্থূল সূক্ষ্ম ভেদাৎ, তদযথা —ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ ব্যোমময়ং চক্ষুরাদিন্দ্রিয় গ্রাহ্যং স্থূল সজ্ঞাং, তথাপঞ্চ প্রাণমনো—বুদ্ধিদশেন্দ্রিয় সমন্বিতমপঞ্চীকৃতভুপেশং শরীরং সূক্ষ্ম সংজ্ঞাং লভতে।

"চরক"

অর্থাৎ—জীবশরীর সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে, মৃত্তিকা, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতাত্মক চক্ষু প্রভৃতি

ইন্দ্রিয়কে স্থূলদেহ ও পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় সমন্বিত ভূতজ দেহকে সূক্ষ্মদেহ বলে।

গর্ভ বিবর্দ্ধিত হইয়া প্রাণীর হস্ত, পদ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গে যুক্ত হইয়া শারীর নামে অভিহিত হয়।

তান্যস্থীনি পঞ্চবিধানি ও বস্তি—তদযথা—কপালরুচক তরুণ বলয় নলক সংজ্ঞকানি। তেষাং জানু নিতম্বাংসগণ্ড তালু শঙ্খ শিরস্থ কপালানি, দশনাস্তু, রুচকানি, ঘ্রাণ কর্ণ গ্রীবাক্ষি কোষেষু তরুণানি, পানি পাদ পার্শ্ব পৃষ্ঠোদরোরঃসু কপালানি, শেষাণি নলক সংজ্ঞাকানি। "সুশ্রুতঃ"

মহর্ষিগণ শরীরাস্থিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা কপালাস্থি, রুচকাস্থি, তরুণাস্থি, বলয়াস্থি, ও নলকাস্থি। তন্মধ্যে জানু, নিতম্ব, অংশ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তক দেশে কপালাস্থি অবস্থিত। দন্ত সকলকে রুচকাস্থি কহা যায়। ইহা চারি প্রকার। (আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে ইহা ৪ প্রকার কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে দন্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত) ছেদন দন্ত—উর্দ্ধে ৪টী ও নিম্নে ৪টী। শোধন দন্ত, ২টী ২টী করিয়া। অগ্র দন্ত ৪টী ৪টী করিয়া, পেষন দন্ত ৬টী ৬টী করিয়া। বক্ষ, হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদরের অস্থিগুলি বলয়াস্থি নামে অভিহিত। পাশ্চাত্য-চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহা cartilege নামে অভিহিত। এই cartilege গুলি মানবের অতি বৃদ্ধাবস্থায় আবার কঠিন হইয়া যায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র বলিতেছে যে, প্রাণীর জন্মের পর শরীরের সমস্ত অস্থিই cartilege অর্থাৎ তরুণাস্থি থাকে এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দৃঢ় হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ তাহা স্বীকার করিতেছেন না। এই স্থানে অনেক তর্ক উপস্থিত হইতেছে।

পরমায়ু-প্রসঙ্গ বা মানুষ মরে কেন?

আত্মা কি?

(কবিরাজ শ্রীঅক্ষয় কুমার বিদ্যাবিনদ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—:০:—

বাঙ্গালা ভাষায় 'আত্মা' এই কথাটি সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, ইহা সকলেই জানেন। এই 'আত্মা' কথাটি সংস্কৃত 'আত্মন' শব্দ হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত ভাষায় 'আত্মন' শব্দের নানা অভিধানে নানা প্রকার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হেমচন্দ্র 'আত্মন শব্দের জীব, সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ু, এই চারিপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। মেদিনী অভিধানে স্বভাব, প্রযত্ন, মনঃ ধৈর্য্য, মনীষা, শরীর ও ব্রহ্ম, এই সাত প্রকার অর্থ লিখিত আছে। অমরকোষেও যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব, ব্রহ্ম ও শরীর, এই ছয়প্রকার অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। শব্দ রত্নাবলীতে 'আত্মন' শব্দের পুত্র অর্থও দেখা যায়। চরক সংহিতায় টীকাকার চক্রপাণিদত্ত উক্ত সংহিতার সূত্রস্থানে অষ্টবিংশতি শ্লোকের টীকার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে 'আত্মন' শব্দের দ্বাদশ প্রকার অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—ব্রহ্ম, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মন, ধৃতি, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি, যশঃ শ্রী, শরীর ও শরীরী অর্থাৎ শরীরস্থিত আত্মা।

সংস্কৃত ভাষায় যদিও 'আত্মন' শব্দের এই রূপ নানা অর্থ পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু বঙ্গীয় ভাষায় 'আত্মা' বলিলে, সচরাচর শরীর মধ্যস্থ সেই চৈতন্যময় পদার্থকেই বুঝাইয়া থাকে। ইংরাজিতে যাহাকে soul বলে, 'আত্মা' বলিলে, বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্টরূপে ঐ অর্থই বোধগম্য হইয়া থাকে, যাবতীয় প্রাণিশরীরেই এই আত্মা বিদ্যমান আছে, এই নিমিত্ত ইহাকে

'জীবাত্মা' এই নামেও অভিহিত করা যায়। উক্ত জীবাত্মা বা আত্মা যে কিরূপ পদার্থ তাহাই আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

প্রথমে এই আত্মার কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাই বর্ণন করিতেছি।

পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, অজ, অক্ষর, চৈতন্যময়, নিত্য পুরুষ। তাঁহা হইতেই এই আত্মার বা জীবাত্মার উৎপত্তি হইয়াছে।

জ্ঞাতবল্ক্য সংহিতায় লিখিত আছে :—

নিঃসরন্তি যথা তপ্তাৎ লৌহ পিণ্ডাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মন স্তদ্বৎ আত্মানঃ প্রভবন্তি হি ॥

ইহাই অর্থ এই—উক্ত লৌহপিণ্ড হইতে যেরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, পরমাত্মা হইতে ও তদ্রূপ আত্মা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম বা ঈশ্বর ইচ্ছাময় মহাপুরুষ। তাঁহার স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর। তাঁহার শক্তি অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয়। তাঁহার উদ্দেশ্য মানব বুদ্ধির অভেদ্য। তিনি যে কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য নিজ কলেবর হইতে অসংখ্য জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নির্ণয়ে কি বেদান্তাদি শাস্ত্রনিচয়, কি সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বিমনা প্রজ্ঞা, সকলেই সর্ব্বতোভাবে পরাভূত। পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম যেরূপ অবাঙ্মনসগোচর, আত্মা বা জীবাত্মা ও তদ্রূপ বাক্য ও মনের অতীত। আর্য্যগণের অন্যান্য শাস্ত্রে আত্মার সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

নিত্য পদার্থ স্বরূপ পরমাত্মার অংশভূত বলিয়া জীবাত্মা ও নিত্য পদার্থ।

শ্রীমদ্‌ভাগবদ্ গীতায় লিখিত আছে :—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

ইহার অর্থ এই—আত্মা জন্ম রহিত, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, ক্ষয়হীন, এবং পরিণাম বর্জ্জিত, শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হয়েন না।

কঠোপনিষদে লিখিত আছে :—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্,
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীত শোকো,
ধাতু প্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ ॥

ইহার অর্থ এই—আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর। ইনি প্রাণি সমূহের হৃদয় যন্ত্রে অবস্থিতি করেন। কামনা শূন্য এবং শোকাদি বর্জ্জিত মহাপুরুষগণ মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গের প্রসন্নতা হইলে, ইহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

:o:

আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতাল।—মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর সহরে সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি একটি দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের এক জন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র এই হাসপাতালের ব্যবস্থাপক চিকিৎসক নিযুক্ত হইবেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটি যদি জব্বলপুরের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি অতি শীঘ্রই হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ চতুষ্পাঠী।—বহরমপুরের কয়েক জন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের চেষ্টায় প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসক গঙ্গাধরের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি আয়ুর্ব্বেদ চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই চতুষ্পাঠীর পরিচালকগণ কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়কে আদর্শ করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ মতি, প্রবৃত্তি সমগ্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের হলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি হইতে কয় দিন লাগে?

প্রত্যক্ষ শারীরম্।—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল্-এম্,

এম্ মহাশয়ের প্রত্যক্ষ শারীরের ২য়ভাগ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তিনি রাজপুতানার জয়পুরে অবস্থিতিকালে এই পুস্তকের ২য় ভাগের রচনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকমাত্রেই এ সংবাদে সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।— কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গঠনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সভ্যের ভোট পাওয়ায় গত বৎসরের মত এবারও মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয়ই সভাপতির পদে বরিত হইয়াছেন।

বৈদ্যশাস্ত্র পাঠ।— কলিকাতায় আর একটি আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাদিগের নিয়মাবলী দেখিয়া মনে হয়, ইঁহাদিগেরও শিক্ষাপ্রণালী অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়েরই অনুরূপ। আমরা এই নূতন শিক্ষা মন্দিরের প্রতিষ্ঠানে আন্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। যিনি যে ভাবে পারেন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে চেষ্টা করুন—ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহারাই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।— কলিকাতায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রতিবৎসরই যেরূপ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকগুলি কৃতবিদ্য ছাত্র প্রবেশাধিকার লইয়া থাকে, এবারও সেইরূপ লইয়াছে। অন্যান্য বারের মত ম্যাট্রিক, আই-এ, আই-এস, সি, বি-এ, বি-এস সি, ছাত্র ভিন্ন এবার এম-এ ও আইনবিদ্ ছাত্র ও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে। আসাম-বরপেটা নামক স্থানের লোকাল বোর্ড একটি বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে মাসিক ২৫৲ টাকা স্কলারসিপ দিয়া এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

(26)

সমালোচনা।

আশীর্ব্বাদ। সামাজিক নাটক। শ্রীরামরমেন্দ্র কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নৈহাটী—কাঁটালপাড়ায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০ সিকা। সংসারের একটি কাল্পনিক ঘটনাকে বাস্তব আকারে প্রতিফলিত করিবার জন্য এই নাটকখানি লিখিত। গ্রন্থকার নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছেন,—নাটক রচনায় ইহা তাঁহার প্রথম উদ্যম—নূতন চেষ্টা। কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষায় তাঁহার সেই উদ্যম ও চেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে। পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলিতে যেমন একটা ওজস্বিনী ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়, এই নাটকখানিতেও তাহাই যেন পরিস্ফুট, স্থানে স্থানে উপমান যমক ও অনুপ্রাশের আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনা বক্তৃতার ভাষাকে আরও যেন উজ্জ্বল করিয়াছে। নাটকীয় চরিত্রগুলির মধ্যে 'পাপিয়া'র পরিবর্ত্তন এ গ্রন্থের অলঙ্কার, উহা প্রতিফলিত করিতে না পারিলে চরিত্রচিত্রণে ত্রুটী থাকিয়া যাইত। 'শকুন্তলা'র সহিত কুমারপ্রসন্নের পরিণয়প্রসঙ্গ কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত। কুমারপ্রসন্ন নির্ম্মলের অনুসন্ধানের জন্য ত্যাগ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শকুন্তলাকে পাইয়া ভোগ ব্রত গ্রহণ করিলেন, ইহা সংক্ষেপে না দেখাইলে কুমারপ্রসন্নের চরিত্র আর একটু ভাল করিয়া ফুটিতে পারিত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের যে 'পরিচয়' প্রদান করিয়াছেন, সে "পরিচয়ে" বাঙ্গালার নাটক ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সে পরিচয়ে শিখিবার কথাও অনেক আছে।